বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২০-২০২১

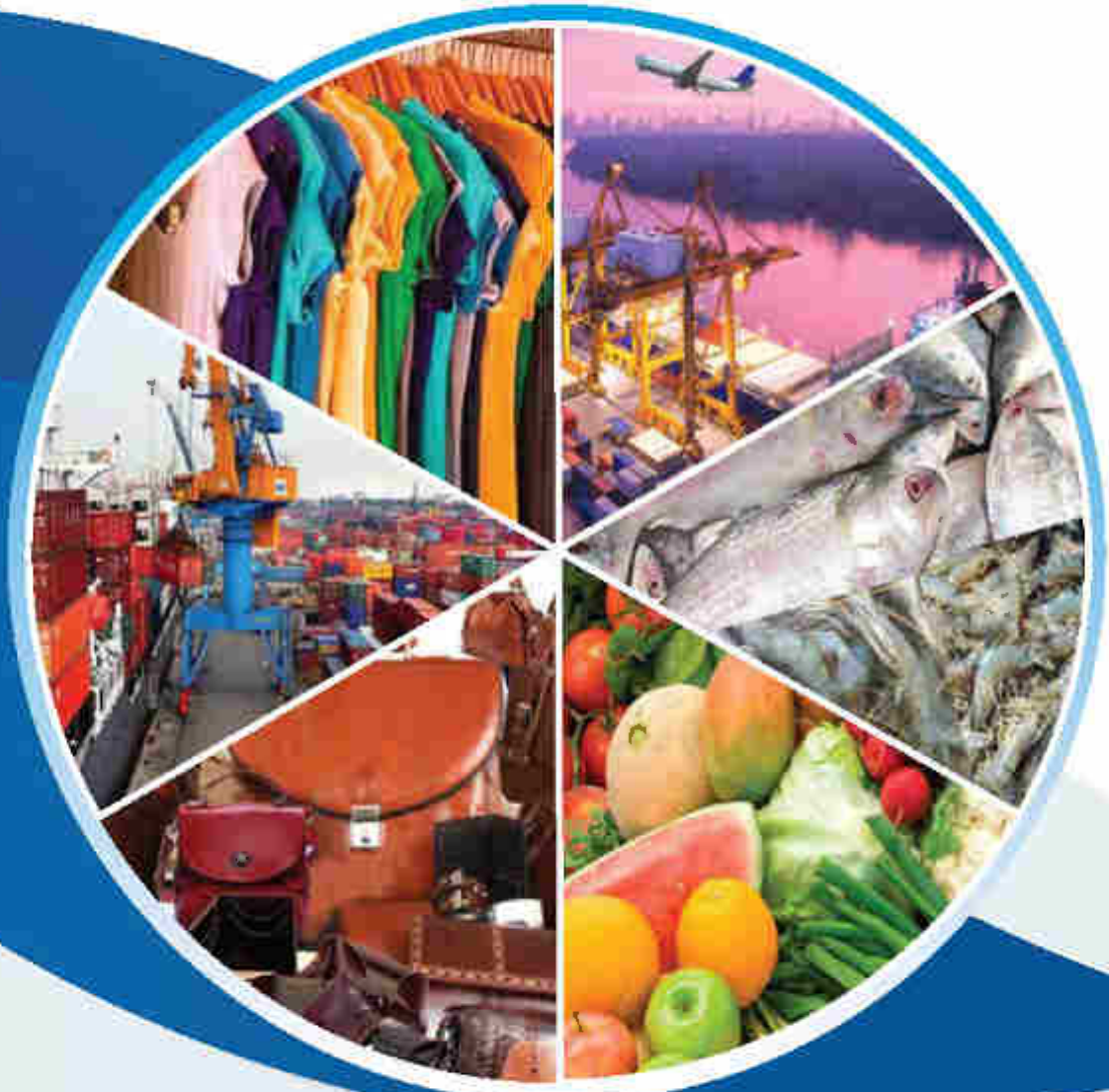

আমদানি ও রপ্তানি প্রধান নিয়ন্ত্রকের দপ্তর

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্রত্যাশিত ফলাফল (TCV)

	সময়	খরচ (আনুমানিক যাতায়াত খরচ)	যাতায়াত
OLM চালুর পূর্বে	২ দিন ৪ ঘন্টা ২০ মিনিট	৫০০-৬০০ ৳	২-৩ বার
OLM চালুর পরে	১ ঘন্টা ৪৫ মিনিট	০০	০০

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

এর

জন্ম শতবার্ষিকীতে শ্রদ্ধাঞ্জলি

শেখ হাসিনা
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বার্ষিক প্রতিবেদন, ২০২০-২০২১

আমদানি ও রপ্তানি প্রধান নিয়ন্ত্রকের দপ্তর
বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্রধান পৃষ্ঠপোষক

জনাব শেখ রফিকুল ইসলাম পিএএ
প্রধান নিয়ন্ত্রক (অতিরিক্ত সচিব)

উপদেষ্টা

জনাব নন্দন কুমার বনিক
অতিরিক্ত প্রধান নিয়ন্ত্রক (চলতি দায়িত্ব)

সম্পাদনা পর্ষদ

জনাব মোঃ মাসুদুল মান্নান	নিয়ন্ত্রক	আহবায়ক
জনাব মোহাম্মদ আওলাদ হোসেন	নিয়ন্ত্রক (চ. দা.)	সদস্য
জনাব মোহাম্মাদ মাহমুদুল হক	উপনিয়ন্ত্রক	সদস্য
প্রকৌঃ এ.টি.এম মহিউদ্দিন ফারুক	উপনিয়ন্ত্রক	সদস্য
জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম	সহকারী নিয়ন্ত্রক	সদস্য
জনাব মোঃ ওবায়দুল্লাহ	সহকারী নিয়ন্ত্রক	সদস্য
জনাব ফাহমিদা ছিফাত	নির্বাহী অফিসার	সদস্য
জনাব দুলাল চন্দ্র মজুমদার	নির্বাহী অফিসার	সদস্য
জনাব মোঃ জাহিদুল আলম চৌধুরী	নির্বাহী অফিসার	সদস্য
জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান সুমন	সহকারী নিয়ন্ত্রক	সদস্য সচিব

গ্রাফিক্স

অশোক চন্দ্র বালা

মুদ্রণে

অমি প্রিন্টার্স
১১০ আলিজা টাওয়ার
ফকিরাপুল, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০

প্রকাশকাল

১৪ নভেম্বর ২০২১ খ্রিস্টাব্দ
১৩ কার্তিক ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

সম্পাদনা পরিষদের পরিচিতি

শেখ রফিকুল ইসলাম পিএএ
প্রধান নিয়ন্ত্রক (অতিরিক্ত সচিব)
প্রধান পৃষ্ঠপোষক

নন্দন কুমার বনিক
অতিরিক্ত প্রধান নিয়ন্ত্রক (চলতি দায়িত্ব)
উপদেষ্টা

মোঃ মাসুদুল মান্নান
নিয়ন্ত্রক, আহবায়ক

মোহাম্মদ আওলাদ হোসেন
নিয়ন্ত্রক ((চলতি দায়িত্ব), সদস্য

মোহাম্মাদ মাহমুদুল হক
উপনিয়ন্ত্রক, সদস্য

প্রকৌঃ এ.টি.এম মহিউদ্দিন ফারুক
উপনিয়ন্ত্রক, সদস্য

মোঃ সিরাজুল ইসলাম
সহকারী নিয়ন্ত্রক, সদস্য

মোঃ ওবায়দুল্লাহ
সহকারী নিয়ন্ত্রক, সদস্য

ফাহমিদা ছিফাত
নির্বাহী অফিসার, সদস্য

দুলাল চন্দ্র মজুমদার
নির্বাহী অফিসার, সদস্য

মোঃ জাহিদুল আলম চৌধুরী
নির্বাহী অফিসার, সদস্য

মোঃ হাবিবুর রহমান সুমন
সহকারী নিয়ন্ত্রক, সদস্য সচিব

সূচীপত্র

শিরোনাম	পৃষ্ঠা নম্বর
বাণীসমূহ	৮
মুখবন্ধ	১০
২০২০-২০২১ অর্থবছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ	১১
সিসিআইএন্ডই এর ভবিষ্যৎ সম্পাদিতব্য কার্যক্রমসমূহ	১২
গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমের কিছু স্থিরচিত্র	১৩
পটভূমি	১৬
রূপকল্প ও অভিলক্ষ্য	১৭
সাংগঠনিক কাঠামো	১৭
আমদানি ও রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কার্যাবলী	২১
প্রধান নিয়ন্ত্রকের দপ্তরের শাখা ভিত্তিক কার্যক্রম	২১
আইন ও বিধিসমূহ	২৩
অনলাইনে (ওএলএম) প্রদত্ত সেবাসমূহের তালিকা	২৪
জনবল নিয়োগ	২৫
বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি	২৫
কর্মকর্তা-কর্মচারী দক্ষতা বৃদ্ধিতে প্রশিক্ষণ ও ওয়ার্কশপ	২৬
জাতীয় শুদ্ধাচার পদক	২৭
কর্ম পরিবেশের আধুনিকায়ন	২৭
রাজস্ব আদায়	২৮
ওএলএম এ প্রদত্ত সেবার পরিসংখ্যান	২৮
ই-নথির মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের পারমিট ইস্যুর পরিসংখ্যান	৩০
Online licensing Module (OLM) প্রবর্তন	৩১
ওএলএম এর সুবিধাসমূহ	৩২
বিভিন্ন দপ্তরের সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর ও ইন্টিগ্রেশন	৩৪
ই-নথির বাস্তবায়ন	৩৬
মুজিববর্ষ ও স্বাধীনতার সুর্বণ জয়ন্তী উদযাপন	৩৬
জাতীয় শোক দিবস পালন	৩৭
করোনাকালীন কার্যক্রম	৩৭
আঞ্চলিক দপ্তরসমূহের কার্যক্রম সংক্রান্ত	৩৮
প্রধান নিয়ন্ত্রকের দপ্তরের কর্মরত কর্মকর্তাবৃন্দের স্থিরচিত্র	৬৮
বিভিন্ন অনুষ্ঠান উদযাপন এর স্থিরচিত্র	৭০
সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে সিসিআইএন্ডই ভূমিকা	৭১
আইন ও বিধিসমূহ এর কপি	৭৪

বাণী

জনাব টিপু মুনশি, এমপি
মাননীয় মন্ত্রী, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

আমদানি ও রপ্তানি প্রধান নিয়ন্ত্রকের দপ্তর ২০২০-২০২১ অর্থবছরের গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলির উপর বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। আমি এই উদ্যোগকে স্বাগত জানাই। বার্ষিক প্রতিবেদনের মাধ্যমে কোন দপ্তরের গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলী প্রকাশিত হয় যার মাধ্যমে কার্যক্রমের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হয়।

বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পূর্ববর্তী সময়ে দেশের আমদানি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রায় তিন দশক কাল ধরে বিস্তৃত। Defense of India Rules এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা বলে ১৯৪০ সালের ভারতবর্ষের আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্যের উপর প্রথম নিয়ন্ত্রণের সূচনা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় আমদানি ও রপ্তানি (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ১৯৫০ প্রণীত হয়। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৫০ সালের আমদানি নিয়ন্ত্রণ আইনের মৌলিক কাঠামো ঠিক রেখে ১৯৭৪ সালে প্রথম সংশোধনী আনেন। আমদানি ও রপ্তানি (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ১৯৫০ এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা বলেই পণ্য আমদানি নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত সকল সরকারী নির্দেশাবলী এবং বিধি বিধান প্রণীত ও জারী করা হয়ে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় সরকার মুক্ত বাজার অর্থনীতি এবং বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার বিধি-বিধানের আলোকে প্রতি তিন বছর পর পর দেশীয় শিল্পকে সুরক্ষা করে উদার ও যুগোপযোগী ব্যবসাবান্ধব আমদানি ও রপ্তানি নীতি প্রণয়ন করে আসছে। আমদানি ও রপ্তানি প্রধান নিয়ন্ত্রকের দপ্তর এই আমদানি নীতি আদেশ ও রপ্তানি নীতির সুষ্ঠু বাস্তবায়ন করে থাকে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের রূপকল্প-২০২১ ও ২০৪১ এবং ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG) বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশকে উন্নত দেশে পরিণত করার লক্ষ্যে বর্তমান সরকার নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারের মধ্যে অন্যতম একটি এজেন্ডা ছিল দেশে ব্যবসা বান্ধব পরিবেশ নিশ্চিতকরণ ও ইজ অফ ডুয়িং বিজনেস অর্থাৎ ব্যবসা বান্ধব পরিবেশ উন্নীতকরণের মাধ্যমে বালাদেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রাকে সমুন্নত রাখা। এরই ধারাবাহিকতায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে এবং বিশ্বব্যাপী চলমান বাণিজ্য প্রতিযোগিতায় সম্মুখ সারির দেশ হিসেবে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন ব্যবসা বান্ধব পরিবেশ তৈরির লক্ষ্যে সরকার নানাবিধ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে, যার অংশ হিসেবে আমদানি ও রপ্তানি প্রধান নিয়ন্ত্রকের দপ্তর তার সকল কার্যক্রম ডিজিটাল করার লক্ষ্যে বিগত ০১ জুলাই ২০১৯ থেকে অনলাইন লাইসেন্সিং মডিউল (OLM) চালু করেছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নে ইতোমধ্যে এ দপ্তর প্রদত্ত ৫৫ টি সেবার মধ্যে ৩৩ টি সেবা Online Licensing Module (OLM) এর মাধ্যমে প্রদান করছে। এছাড়াও বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষরের মাধ্যমে বিভিন্ন সরকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে ইন্টিগ্রেশনের ফলে গ্রাহক ঘরে বসেই সেবা পাচ্ছেন যার ফলে তাদের সময়, অর্থ এবং অফিস ভিজিট (TCV) কমে এসেছে।

পরিশেষে এই আশাবাদ ব্যক্ত করছি যে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ অদূর ভবিষ্যতে সুখী, সমৃদ্ধ, আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর উন্নত দেশের সমপর্যায়ে পৌঁছাবে। এই সাফল্যের ধারাবাহিকতা রক্ষায় আমদানি ও রপ্তানি প্রধান নিয়ন্ত্রকের দপ্তরের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারি সততা, দক্ষতা ও নিষ্ঠার সাথে স্বজনপ্রীতি ও দুর্নীতির উর্ধ্বে থেকে স্বীয় দায়িত্ব পালন করবেন। আমি আমদানি ও রপ্তানি প্রধান নিয়ন্ত্রকের দপ্তরের ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়নের ও প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

(টিপু মুনশি, এমপি)

বাণী

জনাব তপন কান্তি ঘোষ
সচিব
বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

আমদানি ও রপ্তানি প্রধান নিয়ন্ত্রকের দপ্তর কর্তৃক প্রতি বছরের ন্যায় এবারও ২০২০-২০২১ অর্থবছরের গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলির উপর বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের উদ্যোগকে আমি সাধুবাদ জানাই। বার্ষিক প্রতিবেদন দপ্তরের কর্মকান্ড ও অগ্রগতি সম্পর্কে সামগ্রিক ধারণা প্রদান করার পাশাপাশি দপ্তরের কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে থাকে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্বে জাতির পিতার স্বপ্নের 'সোনার বাংলা' বিনির্মাণের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত রূপকল্প অনুযায়ী ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে উন্নত বিশ্বের দেশ হিসেবে স্বীকৃতি অর্জনের লক্ষ্যে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন আমদানি ও রপ্তানি প্রধান নিয়ন্ত্রকের দপ্তর অবিরাম কাজ করে যাচ্ছে। এই দপ্তর বাংলাদেশের আমদানি ও রপ্তানি সংক্রান্ত সকল নিবন্ধন সনদ ও পারমিট জারীসহ দেশের ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নতির লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। আমদানি নীতি আদেশ প্রণয়নে সহায়তাসহ এর সফল বাস্তবায়নে এই দপ্তর অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। এই দপ্তর তার সকল সেবা আরো সহজীকরণ করতে এবং সেবা গ্রহীতার দোরগোড়ায় দ্রুত সেবা পৌঁছে দিতে ২০১৯ সালের ১ জুলাই হতে Online Licensing Module (OLM) চালু করেছে যা বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অর্জনকে আরো সমৃদ্ধ করেছে। ইতোমধ্যে এ দপ্তর প্রদত্ত ৫৫টি সেবার মধ্যে ৩৩ টি সেবা Online Licensing Module (OLM) এর মাধ্যমে প্রদান করা হচ্ছে এবং আমি জেনে অত্যন্ত আনন্দিত যে, আগামী ৬ মাসের মধ্যে এ দপ্তরের সমূদয় সেবা OLM এর মাধ্যমে প্রদান করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে আমদানি ও রপ্তানি প্রধান নিয়ন্ত্রকের দপ্তরের সেবা প্রদানসহ সম্পূর্ণ কার্যক্রম অনলাইনে প্রদানের মাধ্যমে এক যুগান্তকারী গৌরব অর্জন করবে বলে আমি আশাবাদ ব্যক্ত করছি। এই প্রতিবেদন প্রকাশের মাধ্যমে এই দপ্তরের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা আরো সুস্পষ্ট হবে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ডিজিটাল বাংলাদেশ এর অংশ হিসেবে অনলাইনে সেবা প্রদানের মাধ্যমে আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্য সহজীকরণ ও বৃদ্ধির মাধ্যমে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনে সার্বিক সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে অত্র দপ্তর ব্যবসা বাণিজ্য তথা আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ভবিষ্যতে এ প্রচেষ্টা আরো বেগবান হবে বলে আমি আশা করি।

গত বছরের প্রতিবেদন ও Online Licensing Module (OLM) এর উপর প্রকাশিত সাফল্যের প্রথম বছর (২০১৯-২০) প্রকাশের পর তা ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়েছে। আমি আমদানি ও রপ্তানি প্রধান নিয়ন্ত্রকের দপ্তরের বার্ষিক প্রতিবেদন (২০২০-২১) প্রণয়ন ও প্রকাশনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

(তপন কান্তি ঘোষ)

মুখবন্ধ

জনাব শেখ রফিকুল ইসলাম পিএএ
প্রধান নিয়ন্ত্রক (অতিরিক্ত সচিব)
আমদানি ও রপ্তানি প্রধান নিয়ন্ত্রকের দপ্তর
বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

আমদানি ও রপ্তানি প্রধান নিয়ন্ত্রকের দপ্তর ২০২০-২১ অর্থবছরের সার্বিক কার্যাবলী ও অগ্রগতি সম্পর্কে সম্যক ধারণা প্রদান করার উদ্দেশ্যে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের উদ্যোগকে স্বাগত জানাই। এ প্রতিবেদন প্রকাশের মাধ্যমে দপ্তরের কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হবে এবং গতিশীলতা বৃদ্ধি পাবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়ে, সরকার কর্তৃক ঘোষিত রূপকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে ২০৩০ সালের মধ্যে এসডিজি অর্জন ও ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে উন্নত দেশে উন্নীত করার জন্য এ দপ্তর অত্যন্ত দক্ষতা ও আন্তরিকতার সাথে কাজ করে যাচ্ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে অত্র অধিদপ্তর ২০১৯ সালের ১ জুলাই থেকে সকল ধরনের নিবন্ধন সেবা অনলাইনে প্রদানের জন্য অনলাইন লাইসেন্সিং মডিউল (OLM) চালু করে। আমদানি ও রপ্তানি পারমিট সংক্রান্ত ১১ টি সেবা সহ মোট ৩৩ টি সেবা অনলাইনে প্রদান করা হচ্ছে। উক্ত সেবাসমূহ পেতে সেবা প্রার্থীকে অফিসে আসতে হচ্ছে না। তাঁরা ঘরে বসে অথবা যে কোন স্থান থেকে আবেদন করে প্রায় শতভাগ কাঙ্খিত সেবা (অনুমতি/সনদ) পাচ্ছে।

দ্রুততর সময়ের মধ্যে সেবা অনুমোদনের সুযোগ সৃষ্টির ফলে গ্রাহকের Time, Cost, Visit (TCV) অনেক কমে এসেছে। অন্যান্য সেবাসমূহ ই-নথির মাধ্যমে নিষ্পত্তি হয়। অর্থাৎ ম্যানুয়াল পদ্ধতির অবসান ঘটিয়ে সকল প্রকার অভ্যন্তরীণ ও নাগরিক সেবা ডিজিটালি নিষ্পত্তি করা হচ্ছে। কয়েক মাসের মধ্যেই অত্র অফিস কর্তৃক প্রদত্ত প্রায় ৫৫ ধরনের সেবা নিজস্ব সফটওয়্যার OLM এর মাধ্যমে প্রদান করা হবে এবং অত্র দপ্তর সম্পূর্ণ পেপারলেস অফিস (Paperless Office) হিসেবে দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে বলে আশা করা যায়।

সেবা গ্রহীতাদের স্বচ্ছভাবে সহজে সেবা প্রদানের জন্য OLM কে যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের সাথে অনলাইন ইন্টিগ্রেশনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এবং সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর সাথে ইন্টিগ্রেশন সম্পন্ন হয়েছে। NBR (NSW), RJSC, Hi-tech Park Authority, Bangladesh Bank এর সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর হয়েছে। সংশ্লিষ্ট অন্যান্য দপ্তরের সাথে দ্রুত সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করে ইন্টেগ্রেশন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে যাতে করে দ্রুত নাগরিক সেবা প্রদান নিশ্চিত হয় এবং ব্যবসা বাণিজ্য কার্যক্রম স্বচ্ছ ও গতিশীল হয়।

সরকারী বেসরকারি প্রকল্প বাস্তবায়নে অত্র অফিসের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। সরকারের মেগা প্রজেক্ট তথা বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নে ক্যাপিটাল মেশিনারিসহ বিভিন্ন ধরনের পণ্য আমদানি করতে হয়। উক্ত পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে অত্র অফিস থেকে ইমপোর্ট পারমিট (আইপি) / ক্লিয়ারেন্স পারমিট (সিপি) প্রদান করা হয়। দেশের উন্নয়নে গৃহীত প্রকল্প বাস্তবায়নে অত্র দপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ সদা সচেষ্ট।

করোনার উচ্চ সংক্রমনকালেও যাতে উন্নয়ন প্রকল্প তথা আমদানি ও রপ্তানি কার্যক্রমে বিঘ্ন না ঘটে সেজন্য অত্র দপ্তর নিরলসভাবে কাজ করেছে। ফলে করোনা মহামারীর সময়ে সরকারী উন্নয়ন প্রকল্পের কাজের কোন বিঘ্ন সৃষ্টি হয়নি এবং ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ব্যবসায়ীগণও কোন প্রতিবন্ধকতা ছাড়া আমদানি ও রপ্তানি কার্যক্রম পরিচালনা করতে পেরেছেন।

সাফল্যের সাথে সেবা প্রদান নিশ্চিত করার জন্য অত্র অফিসের সকল কর্মকতা ও কর্মচারীবৃন্দের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আমি বার্ষিক প্রতিবেদনটি প্রণয়ন ও প্রকাশনার সাথে সম্পৃক্ত সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

শেখ রফিকুল ইসলাম পিএএ

২০২০-২০২১ অর্থবছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ

- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবার্ষিকী 'মুজিববর্ষ' উদযাপন।
- জাতির পিতার ৪৫তম শাহাদাৎ বার্ষিকী ২০২০ পালন।
- অনলাইন লাইসেন্সিং মডিউল (ওএলএম) সাফল্যের প্রথম বছর (বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৯-২০) প্রতিবেদন প্রকাশ।
- ৩য় শ্রেণির বিভিন্ন পদে ৫১ জন কর্মচারী অস্থায়ী ভাবে নিয়োগ পত্র প্রদান।
- বিভিন্ন পদে ০৫ জন কর্মচারীকে পদোন্নতি প্রদান।
- করোনা ভাইরাস মহামারী মোকাবেলায় গৃহীত সচেতনতামূলক কার্যক্রম (কোভিড-১৯) গ্রহণ ও প্রতিপালন।
- করোনা মহামারীকালীন সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য অনলাইনে অব্যাহতভাবে আমদানি ও রপ্তনি সংক্রান্ত সেবা প্রদানের মাধ্যমে উন্নয়ন প্রকল্প সচল রাখায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন।
- করোনা মহামারীতে বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী সংস্থা/হাসপাতাল/প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সামগ্রী ও যন্ত্রপাতি আমদানি সংক্রান্ত তাৎক্ষণিক সেবা প্রদানের মাধ্যমে করোনা মোকাবেলায় অবদান রাখা।
- ওএলএম এর মাধ্যমে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে শতভাগ সেবা প্রদান নিশ্চিত করা।
- ওএলএম ব্যতিত অন্যান্য সকল সেবা ই-নথির মাধ্যমে অনলাইনে প্রদান করা।
- বাংলাদেশ হাই-টেকপার্ক কর্তৃপক্ষ এর সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর।
- বাংলাদেশ ব্যাংক এর সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর।
- সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর।
- বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা) এর সাথে অনলাইন ইন্টিগ্রেশন সম্পন্ন।
- সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর সাথে এপিআই ইন্টিগ্রেশনের মাধ্যমে ই-পেমেন্ট ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে।
- কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৩ টি প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে
- তিন জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে।
- ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে সর্বমোট ৫৫ ধরনের সেবা প্রদান করা হয়েছে।
- ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে সেবা প্রদান বাবদ ১০৯,৬৬,৫১,০০০/- (একশত নয় কোটি ছেষট্টি লক্ষ একান্ন হাজার) টাকা কর ব্যতিত রাজস্ব আদায় করা হয়েছে।

সিসিআইএন্ডই এর ভবিষ্যৎ সম্পাদিতব্য কার্যক্রমসমূহ

- ২০২১-২২ অর্থ বছরে জাতির পিতার জন্মশত বার্ষিকী এবং স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষ্যে আমদানি ও রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত ৫০ ধরনের সেবা অনলাইন সিস্টেম Online Licensing Module (OLM) এর মাধ্যমে প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।
- পর্যায়ক্রমে সকল সেবা অনলাইনের মাধ্যমে প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।
- আগামীতে একটি সমৃদ্ধ আধুনিক পাঠাগার/ লাইব্রেরী ও একটি যাদুঘর প্রতিষ্ঠা করা হবে।
- ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় প্রযুক্তি বিষয়ে ট্রেইন আপ হয়ে দক্ষ হয়ে উঠতে পারে সে জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।
- অত্র দপ্তরের সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে যে সকল দপ্তরের সুপারিশ/কাগজাদি যাচাই বাছাই করতে হয় সে সকল দপ্তরের সাথে দ্রুততম সময়ের মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর ও ইন্টিগ্রেশন সম্পন্ন করা হবে।
- শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমের কিছু স্থিরচিত্র

চিত্র: সোনালী ব্যাংকের মাধ্যমে ই-পেমেন্ট গ্রহণের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী জনাব টিপু মুনশি এমপি

চিত্র: সোনালী ব্যাংকের মাধ্যমে ই-পেমেন্ট গ্রহণের লক্ষ্যে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারক হস্তান্তর।

চিত্র: বাণিজ্য সচিব জনাব তপন কান্তি ঘোষ মহোদয়ের সিসিআইএন্ডই পরিদর্শন।

চিত্র: সোনালী ব্যাংকের মাধ্যমে ই-পেমেন্ট গ্রহণের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী জনাব টিপু মুনশি এমপি

চিত্র: ওরিয়েন্টেশন কর্মশালার সমাপনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন বাণিজ্য সচিব জনাব তপন কান্তি ঘোষ মহোদয়।

চিত্র: সোনালী ব্যাংকের মাধ্যমে ই-পেমেন্ট গ্রহণের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী জনাব টিপু মুনশি এমপি ও অন্যান্য অতিথিবৃন্দ।

চিত্র: ওরিয়েন্টেশন কর্মশালার সমাপনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত প্রধান অতিথি বাণিজ্য সচিব জনাব তপন কান্তি ঘোষ ও অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ।

চিত্র: সিসিআইএন্ডই এর অনলাইন সেবার অবহিতকরণ কর্মশালায় উপস্থিত প্রধান নিয়ন্ত্রক ও অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ।

চিত্র: প্রধান নিয়ন্ত্রক মহোদয়কে শুভেচ্ছা স্মারক দিচ্ছেন বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক।

আমদানি ও রপ্তানি প্রধান নিয়ন্ত্রকের দপ্তর সর্ম্পকিত

❑ পটভূমি

বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পূর্ববর্তীকালে দেশের আমদানি ও রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রায় তিন দশক ধরে বিস্তৃত ছিল। Defense of India Rules এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা বলে ১৯৪০ সালে ভারতবর্ষের আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্যের উপর প্রথম নিয়ন্ত্রণের সূচনা করা হয়। মূলত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে নৌ-পরিবহণ ব্যবস্থা হুমকির সম্মুখীন হলে তদানীন্তন বৃটিশ সরকার ভারত প্রতিরক্ষা বিধি জারি করে। এ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার মূখ্য উদ্দেশ্য ছিল সীমিত নৌ-পরিবহণের প্রেক্ষিতে কেবলমাত্র যুদ্ধ প্রচেষ্টার সাথে জড়িত এবং অতি প্রয়োজনীয় পণ্য সামগ্রী পরিবহণে অগ্রাধিকার দেয়া। ভারত বিভাগের পর পাকিস্তানে বৈদেশিক মুদ্রার মারাত্মক অভাব দেখা দিলে উক্ত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অব্যাহত রাখা হয় এবং এর পরিধি আরও বিস্তৃত করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় আমদানি ও রপ্তানি (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ১৯৫০ জারি করা হয়। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৫০ সালের আমদানি নিয়ন্ত্রণ আইনের মৌলিক কাঠামো ঠিক রেখে ১৯৭৪ সালে প্রথম সংশোধনী আনেন।

১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১ স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় দেশের আমদানি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা এবং অর্থনীতি সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত অবস্থায় ছিল। ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি স্বাধীনতার মহানায়ক, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালী, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীন বাংলাদেশে পদার্পণ করে দেশের বিধ্বস্ত আমদানি ও রপ্তানি ব্যবস্থা তথা বৈদেশিক বাণিজ্যের উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করে এর উন্নতিকল্পে মনোযোগ দেন। তাঁর স্বপ্ন ছিল কৃষি ও শিল্প খাতের যুগপৎ উন্নয়নের মাধ্যমে বাংলাদেশের অর্থনীতিকে শক্তিশালী ও টেকসই করা। এর ধারাবাহিকতায় তিনি ১৯৭৩ সালে আমদানি ও রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর পূনর্গঠন এবং পণ্য আমদানি ও রপ্তানির জন্য লাইসেন্সিং ব্যবস্থা সহজিকরণ করে ত্বরিত গতিতে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং দেশের জনগণের মাথাপিছু আয় ও জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

বর্তমান মুক্তবাজার অর্থনীতিতে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বৈদেশিক বাণিজ্যে আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্যের ভূমিকা অতি গুরুত্বপূর্ণ। খাদ্যশস্য, কৃষি উপাদান, শিল্পের মূলধনি যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ, কাঁচামাল, জ্বালানী এবং অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের চাহিদার একটি বৃহৎ অংশের যোগান আমদানি বাণিজ্যের মাধ্যমেই মেটান হয়ে থাকে। জাতীয় বাজেটের অর্থ সংস্থানের ক্ষেত্রে আমদানি উদ্ভূত কর ও শুল্ক দেশের অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণের প্রধানতম আয়ের উৎস। দেশের অর্থনীতিতে আমদানি বাণিজ্যের এ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অদূর ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে যে দৃশ্যমান নীতি পরিবর্তন ঘটেছে তা হলো মুক্তবাজার অর্থনীতিতে ধারাবাহিক ও পদ্ধতিগতভাবে উত্তরণ যেখানে ব্যক্তি খাতকে প্রধান চালিকাশক্তি হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। কাজেই জাতির পিতার শুরু করা অগ্রণী ভূমিকার ফসলই বর্তমান বাংলাদেশের অর্থনীতি। টেকসই অর্থনীতি ও বৈদেশিক বাণিজ্যের উপর ভিত্তি করে বর্তমান সরকারের লক্ষ্য ২০৪১ সালে বাংলাদেশকে উন্নত রাষ্ট্রের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করা।

রূপকল্প (Vision)

ব্যবসা বাণিজ্য উদারীকরণ, সহজিকরণ ও বিশ্ব বাণিজ্য ব্যবস্থার সাথে তাল মিলিয়ে যুগোপযোগী করে আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে ২০২১ সালের মধ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনে ভূমিকা রাখা এবং সরকারের কর ব্যতীত রাজস্ব আদায়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার পাশাপাশি ব্যবসায়ী সমাজ তথা জনগণকে সেবা প্রদানের মাধ্যমে ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত করা।

অভিলক্ষ্য (Mission)

বর্তমান বিশ্বব্যপী অনুসৃত মুক্তবাজার অর্থনীতি ও ডব্লিউটিও ফ্রেমওয়ার্কের আলোকে দেশীয় শিল্প সংরক্ষণ এবং জনস্বার্থ ও নিরাপত্তা বিবেচনায় নিয়ে বৈদেশিক বাণিজ্য বিষয়ক ডাটাবেজ তৈরি ও সংরক্ষণ করে বৈদেশিক এবং অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল ব্যবসায়ীদের নিবন্ধন ও পারমিট প্রদান, সেবা সহজীকরণের আওতায় অনলাইনে সেবা প্রদানের মাধ্যমে ব্যবসা বান্ধব পরিবেশ তৈরি, শিল্পায়নের মাধ্যমে দেশি-বিদেশী বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করা।

সাংগঠনিক কাঠামো

আমদানি ও রপ্তানি প্রধান নিয়ন্ত্রকের দপ্তরের অধীনে ৮ টি বিভাগীয় অফিস ও ৬ টি জেলা অফিস রয়েছে। সাংগঠনিক কাঠামোতে ২৭৬ টি অনুমোদিত পদ রয়েছে। তার মধ্যে ৯১টি পদে জনবল কর্মরত আছে। সাংগঠনিক কাঠামো নিম্নরূপঃ

ক) আমদানি ও রপ্তানি প্রধান নিয়ন্ত্রকের দপ্তরের জনবল কাঠামো:

আমদানি ও রপ্তানি প্রধান নিয়ন্ত্রকের দপ্তরের জনবল সংখ্যা মোট ৬৯ জন যার কাঠামো নিম্নরূপ

ক্রমিক নং	পদের নাম	অনুমোদিত জনবল
১	প্রধান নিয়ন্ত্রক	১
২	অতিরিক্ত প্রধান নিয়ন্ত্রক	১
৩	নিয়ন্ত্রক	১
৪	উপ নিয়ন্ত্রক	১
৫	সহকারী নিয়ন্ত্রক	৪
৬	নির্বাহী অফিসার	৯
৭	সাঁট লিপিকার (পিএ)	১
৮	সাঁট লিপিকার	১
৯	সাঁট মুদ্রাক্ষরিক	১
১০	উচ্চমান সহকারী	১৩
১১	অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	১২
১২	গাড়ী চালক	২
১৩	দপ্তরী	২
১৪	দারোয়ান	১
১৫	অফিস সহায়ক	১৯
	মোট	৬৯

খ) আঞ্চলিক দপ্তরের জনবল কাঠামো:

আমদানি ও রপ্তানি প্রধান নিয়ন্ত্রক দপ্তরের অধীনে ১৪টি আঞ্চলিক দপ্তর রয়েছে, যেখানে জনবল কাঠামোতে মোট ২০৭ জন জনবল রয়েছে । দপ্তর ভিত্তিক জনবল কাঠামো নিম্নে দেখানো হলো।

বিভাগীয় অফিসঃ মোট ০৮ টি বিভাগীয় অফিসে জনবল কাঠামো ১৭৩ জন, যা নিম্নে বিভাগওয়ারী দেখান হলো:

(০১) আমদানি ও রপ্তানি নিয়ন্ত্রকের দপ্তর, ঢাকা

ক্রমিক নং	পদের নাম	অনুমোদিত জনবল
১	নিয়ন্ত্রক	১
২	উপ নিয়ন্ত্রক	১
৩	সহকারী নিয়ন্ত্রক	৩
৪	নির্বাহী অফিসার	৮
৫	সাঁট লিপিকার	১
৬	সাঁট মুদ্রাক্ষরিক	১
৭	উচ্চমান সহকারী	১০
৮	অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	১৩
৯	দপ্তরী	১
১০	অফিস সহায়ক	১৪
	মোট	**৫৩**

(০২) আমদানি ও রপ্তানি নিয়ন্ত্রকের দপ্তর, চট্টগ্রাম

ক্রমিক নং	পদের নাম	অনুমোদিত জনবল
১	নিয়ন্ত্রক	১
২	উপ নিয়ন্ত্রক	১
৩	সহকারী নিয়ন্ত্রক	২
৪	নির্বাহী অফিসার	৮
৫	সাঁট লিপিকার	১
৬	সাঁট মুদ্রাক্ষরিক	১
৭	উচ্চমান সহকারী	৯
৮	অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	১২
৯	গাড়ী চালক	১
১০	দপ্তরী	১
১১	অফিস সহায়ক	১৪
	মোট	**৫১**

(০৩) আমদানি ও রপ্তানি যুগ্ম নিয়ন্ত্রকের দপ্তর, খুলনা

ক্রমিক নং	পদের নাম	অনুমোদিত জনবল
১	যুগ্ম নিয়ন্ত্রক	১
২	উপ নিয়ন্ত্রক	১
৩	নির্বাহী অফিসার	২
৪	সাঁট লিপিকার	১
৫	সাঁট মুদ্রাক্ষরিক	১
৬	উচ্চমান সহকারী	৩
৭	অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	৩
১০	দপ্তরী	১
১১	অফিস সহায়ক	৬
	মোট	**১৯**

(০৪) আমদানি ও রপ্তানি যুগ্ম নিয়ন্ত্রকের দপ্তর, রাজশাহী

ক্রমিক নং	পদের নাম	অনুমোদিত জনবল
১	যুগ্ম নিয়ন্ত্রক	১
২	উপ নিয়ন্ত্রক	১
৩	নির্বাহী অফিসার	২
৪	সাঁট লিপিকার	১
৫	সাঁট মুদ্রাক্ষরিক	১
৬	উচ্চমান সহকারী	২
৭	অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	২
১০	দপ্তরী	১
১১	অফিস সহায়ক	৪
	মোট	**১৫**

(০৫) আমদানি ও রপ্তানি সহকারী নিয়ন্ত্রকের দপ্তর, সিলেট

ক্রমিক নং	পদের নাম	অনুমোদিত জনবল
১	সহকারী নিয়ন্ত্রক	১
২	নির্বাহী অফিসার	২
৩	উচ্চমান সহকারী	২
৪	অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	২
৫	অফিস সহায়ক	৪
	মোট	**১১**

(০৬) আমদানি ও রপ্তানি সহকারী নিয়ন্ত্রকের দপ্তর, বরিশাল

ক্রমিক নং	পদের নাম	অনুমোদিত জনবল
১	সহকারী নিয়ন্ত্রক	১
২	নির্বাহী অফিসার	২
৩	উচ্চমান সহকারী	১
৪	অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	২
৫	অফিস সহায়ক	৪
	মোট	**১০**

(০৭) আমদানি ও রপ্তানি সহকারী নিয়ন্ত্রকের দপ্তর, রংপুর

ক্রমিক নং	পদের নাম	অনুমোদিত জনবল
১	নির্বাহী অফিসার	১
২	উচ্চমান সহকারী	১
৩	অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	২
৪	অফিস সহায়ক	৩
	মোট	**৭**

(০৮) আমদানি ও রপ্তানি সহকারী নিয়ন্ত্রকের দপ্তর, ময়মনসিংহ

ক্রমিক নং	পদের নাম	অনুমোদিত জনবল
১	নির্বাহী অফিসার	১
২	উচ্চমান সহকারী	১
৩	অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	২
৪	অফিস সহায়ক	৩
	মোট	**৭**

জেলা অফিসঃ মোট ০৬ টি জেলা অফিসে জনবল কাঠামো ৩৪ জন যা নিম্নে জেলাওয়ারী দেখান হলো:

(০১) আমদানি ও রপ্তানি সহকারী নিয়ন্ত্রকের দপ্তর, কুমিল্লা

ক্রমিক নং	পদের নাম	অনুমোদিত জনবল
১	নির্বাহী অফিসার	২
২	উচ্চমান সহকারী	২
৩	অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	২
৪	অফিস সহায়ক	৩
	মোট	**৯**

(০২) আমদানি ও রপ্তানি সহকারী নিয়ন্ত্রকের দপ্তর, পাবনা

ক্রমিক নং	পদের নাম	অনুমোদিত জনবল
১	নির্বাহী অফিসার	১
২	উচ্চমান সহকারী	১
৩	অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	১
৪	অফিস সহায়ক	২
	মোট	**৫**

(০৩) আমদানি ও রপ্তানি সহকারী নিয়ন্ত্রকের দপ্তর, দিনাজপুর

ক্রমিক নং	পদের নাম	অনুমোদিত জনবল
১	নির্বাহী অফিসার	১
২	উচ্চমান সহকারী	১
৩	অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	১
৪	অফিস সহায়ক	২
	মোট	**৫**

(০৪) আমদানি ও রপ্তানি সহকারী নিয়ন্ত্রকের দপ্তর, বগুড়া

ক্রমিক নং	পদের নাম	অনুমোদিত জনবল
১	নির্বাহী অফিসার	১
২	উচ্চমান সহকারী	১
৩	অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	১
৪	অফিস সহায়ক	২
	মোট	**৫**

(০৫) আমদানি ও রপ্তানি সহকারী নিয়ন্ত্রকের দপ্তর, নওগাঁ

ক্রমিক নং	পদের নাম	অনুমোদিত জনবল
১	নির্বাহী অফিসার	১
২	উচ্চমান সহকারী	১
৩	অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	১
৪	অফিস সহায়ক	২
	মোট	**৫**

(০৬) আমদানি ও রপ্তানি সহকারী নিয়ন্ত্রকের দপ্তর, সিরাজগঞ্জ

ক্রমিক নং	পদের নাম	অনুমোদিত জনবল
১	নির্বাহী অফিসার	১
২	উচ্চমান সহকারী	১
৩	অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	১
৪	অফিস সহায়ক	২
	মোট	**৫**

➢ আমদানি ও রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কার্যাবলী

- ❖ সকল প্রকার আমদানি ও রপ্তানি নিবন্ধন সনদ প্রদান;
- ❖ সরকারী ও সরকারের সহায়তায় বাস্তবায়নাধীন সকল প্রকল্পের মালামাল আমদানিতে আইপি ও সিপি জারি;
- ❖ নিবন্ধন ফিস ও নবায়ন ফিস আদায় তদারকিকরণ এবং এতদসংক্রান্ত পরিসংখ্যান সংগ্রহ ও সংরক্ষণ;
- ❖ আমদানি নীতি আদেশ প্রণয়ন, পরিবর্তন, সংযোজন, সংশোধন সংক্রান্ত গণবিজ্ঞপ্তি জারিকরণে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়কে প্রত্যক্ষ সহায়তা প্রদান;
- ❖ আমদানি নীতি আদেশের বিধানসমূহ সম্পর্কে সৃষ্ট যে কোনো জটিলতার ব্যাখ্যা প্রদান;
- ❖ আমদানি ও রপ্তানি সংক্রান্ত তথ্যাদি বিশ্লেষণ এবং তদানুযায়ী সরকারকে অবহিতকরণ;
- ❖ শিল্প কারখানা পরিদর্শনের মাধ্যমে আমদানিকৃত পণ্যের যথাযথ ব্যবহার পর্যবেক্ষণ করা;
- ❖ শিল্প ব্যবহারে মালামাল নিবন্ধন ব্যতীত আমদানির অনুমতি প্রদান;
- ❖ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলাসহ দেশী ও বিদেশী মেলায় প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণের জন্য আমদানি ও রপ্তানি পারমিট জারিকরণ;
- ❖ ইম্পোর্ট ট্রেড কন্ট্রোল কমিটি (আইটিসি) এর মাধ্যমে এইচএস কোড নম্বর, পণ্যের শ্রেনিবিন্যাস অথবা বিবরণ সম্পর্কে বিরোধসহ অন্যান্য বিষয়ে শুল্ক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আমদানিকারকের উদ্ভুত সমস্যা নিষ্পত্তিকরণ;
- ❖ বিভিন্ন বাণিজ্যিক ব্যাংক থেকে প্রাপ্ত ঋণপত্রের কপি পরীক্ষাকরণ ও তদনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ, পর্যালোচনা ও সংরক্ষণ;
- ❖ বন্দরে আসা মালামালসমূহ ছাড়করণের জন্য ক্লিয়ারেন্স পারমিট(সিপি) জারি ও পূর্বানুমতিপত্র জারী করা ইত্যাদি।

➢ প্রধান নিয়ন্ত্রকের দপ্তরের শাখা ভিত্তিক কার্যক্রম

শাখা-১ (শিল্প ও রপ্তানি)	
(০১)	শিল্প প্রতিষ্ঠানের এডহক/নিয়মিত আমদানি নিবন্ধন সনদপত্র জারি এবং শিল্প খাতের যাবতীয় কাজ;
(০২)	বিদেশী ও বহুজাতিক কোম্পানীর অনুকূলে আমদানি ও রপ্তানি নিবন্ধন সনদপত্র জারিসহ এতদসংক্রান্ত অন্যান্য কাজ;
(০৩)	ব্যাংক গ্যারান্টির বিপরীতে যন্ত্রপাতি মেরামত ও অন্যান্য ক্ষেত্রে রপ্তানি-কাম-আমদানি অনুমতি/পারমিট জারি;
(০৪)	পোশাক শিল্প কর্তৃক রপ্তানিকৃত পণ্য ফেরত আসায় উহা খালাস ও পুনঃরপ্তানি সংক্রান্ত সকল
(০৫)	ব্যক্তিগত ব্যবহৃত পণ্যসামগ্রী, নমুনা, টেস্টিং, উপহার সামগ্রী ও ডিফেক্টিভ পণ্যের রপ্তানির পারমিট সহ অন্যান্য রপ্তানি পারমিট;
(০৬)	রপ্তানি নীতি'র উপর মতামত প্রদান ও অন্যান্য রপ্তানি অনুমতি জারি সংক্রান্ত কাজ;
(০৭)	আমদানি ব্যয় ও রপ্তানি আয়ের পরিসংখ্যান সংক্রান্ত কাজ;
(০৮)	ফ্রাসটেটেড কার্গো, মন্ত্রণালয়ের অনুমোদিত শর্তযুক্ত/নিষিদ্ধ পণ্যের রপ্তানির অনুমতি এবং
(০৯)	অন্ট্রাপো ও পুনঃরপ্তানির (মূল্য সংযোজন পূর্বক) অনুমতি সংক্রান্ত কাজ।

শাখা-২ (প্রশাসন)	
(০১)	প্রশাসনিক সকল কাজ;
(০২)	নিরাপত্তা দলিল সংরক্ষণ/বিতরণ/রেজিষ্টারে লিপিবদ্ধকরণ এবং অফিস সরঞ্জাম ও স্টোর সংক্রান্ত সকল কাজ;
(০৩)	Help Desk, চিঠিপত্র গ্রহণ ও প্রেরণ সংক্রান্ত কাজ;
(০৪)	গাড়ী রক্ষণাবেক্ষণ, টেলিফোন, বইপত্র ও পত্র-পত্রিকা সংক্রান্ত কাজ;
(০৫)	সকল মাসিক রিপোর্ট/প্রণয়ন ও প্রদান;
(০৬)	মাসিক সমন্বয় সভা, ত্রৈমাসিক সমন্বয় সভাসহ অন্যান্য সভা/আয়োজন এবং এ সংক্রান্ত কাজ;
(০৭)	প্রশিক্ষণ ও সেমিনার আয়োজন, ব্যবস্থাপনা এবং আপ্যায়ন সংক্রান্ত কাজ;
(০৮)	ক্রয় পরিকল্পনা ও ক্রয় কার্যক্রম সংক্রান্ত কাজ;
(০৯)	রাজস্ব আদায় মনিটরিং, প্রকল্প/পরিকল্পনা, নিবন্ধিত আমদানিকারক, রপ্তানিকারক ও ইন্ডেন্টরদের হিসাব সংক্রান্ত সকল কাজ;

(১০) অডিট আপত্তি/নিষ্পত্তি সংক্রান্ত কাজ;
(১১) সদর দপ্তর/আঞ্চলিক দপ্তরসমূহের বাজেট প্রণয়ন ও বিভাজন এবং আইবাসে (ibass) এন্ট্রি সংক্রান্ত কাজ;
(১২) ক্যাশ/বিল ও মাসিক ব্যয়ের খতিয়ান সংক্রান্ত সকল কাজ এবং
(১৩) টিএ/বিএ বিল ইত্যাদি আর্থিক সংক্রান্ত সকল কাজ।

শাখা-৩ (আমদানি)

(০১) বিভিন্ন সরকারী প্রকল্প/প্রতিষ্ঠান/সংস্থার অনুকুলে আমদানি পারমিট/পুর্বানুমতি জারি সংক্রান্ত কাজ;
(০২) প্রকল্প/সংস্থার অনুকূলে পূর্বানুমতি/ আমদানির অনুমতি সংক্রান্ত কাজ;
(০৩) ক্লিয়ারেন্স পারমিট (সিপি) জারি সংক্রান্ত কাজ;
(০৪) বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অস্থায়ীভাবে আমদানির জন্য ফেরতের ভিত্তিতে আমদানি পারমিট জারি;
(০৫) বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে আমদানির পূর্বানুমতি/অনুমতি সংক্রান্ত কাজ;
(০৬) ইক্যুইটি শেয়ারের বিপরীতে, ব্যাগেজ রুলের আওতায় ও আন্তর্জাতিক/আঞ্চলিক মেলার বিপরীতে আমদানি পারমিট জারি;
(০৭) স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান, চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান, হোটেল, ক্লাব, সমিতি ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের আমদানি সংক্রান্ত সকল কাজ ও বিভিন্ন এয়ারলাইন্স এর আমদানি সংক্রান্ত কাজ;
(০৮) ঋণপত্র ও জাহাজীকরণের সময়সীমা বৃদ্ধি সংক্রান্ত কাজ;
(০৯) সামরিক/বেসামরিক ব্যক্তি পর্যায়ে আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদ আমদানি সংক্রান্ত কাজ
(১০) বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানি ও পুনঃরপ্তানি সংক্রান্ত কাজ;
(১১) বাণিজ্যিক খাতে আমদানি সংক্রান্ত কাজ এবং;
(১২) রিপ্লেসমেন্ট এর আওতায় ডিফেক্টিভ পণ্যের আমদানি পারমিট সংক্রান্ত কাজ।

শাখা-৪ (আইসিটি ও আইন-বিধি)

(০১) আমদানী নীতি আদেশ প্রণয়ন ও রপ্তানি নীতি সংশোধন, বাস্তবায়ন ও ব্যাখ্যা প্রদান সংক্রান্ত কাজ;
(০২) কেন্দ্রীয় আইসিটি কমিটি সংক্রান্ত কাজ;
(০৩) মামলা সংক্রান্ত সকল কাজ;
(০৪) জাতীয় সংসদ সম্পর্কিত সকল কাজ;
(০৫) Innovation ও GPRS সংক্রান্ত কাজ;
(০৬) WTO ও FTA সংক্রান্ত কাজ;
(০৭) Online Licensing Module (OLM) সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ;
(০৮) ই-ফাইলিং সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ;
(০৯) Web-site রক্ষণাবেক্ষণ ও হালনাগাদকরণ;
(১০) APA ও NIS সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ;
(১১) a2i, জাতীয় তথ্য প্রযুক্তি নীতিমালা, RTI সংক্রান্ত সকল কাজ;
(১২) আইআরসি হতে অব্যাহতি প্রদান সংক্রান্ত কাজ;
(১৩) একই টিন (TIN) এর অধীনে একাধীন নিবন্ধন সনদ জারি সংক্রান্ত কাজ এবং
(১৪) ০৩ (তিন) বছরের অধিক অনবায়িত নিবন্ধন সনদসমূহ নবায়নের অনুমতি সংক্রান্ত কাজ।

আইন ও বিধিসমূহ

(ক) আমদানি ও রপ্তানি (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ১৯৫০

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালে নৌ-পরিবহণ ব্যবস্থা হুমকির সম্মুখীন হলে তদানীন্তন বৃটিশ সরকার ভারত প্রতিরক্ষা বিধি জারি করে। এ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার মূখ্য উদ্দেশ্য ছিল সীমিত নৌ-পরিবহণের প্রেক্ষিতে কেবলমাত্র যুদ্ধ প্রচেষ্টার সাথে জড়িত এবং অতি প্রয়োজনীয় পণ্য সামগ্রী পরিবহণে অগ্রাধিকার দেয়া। ভারত বিভাগের পর পাকিস্তানে বৈদেশিক মুদ্রার মারাত্মক অভাব দেখা দিলে উক্ত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অব্যাহত রাখা হয় এবং এর পরিধি আরও বিস্তৃত করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় আমদানি ও রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ১৯৫০ জারি করা হয়। বঙ্গবন্ধু ১৯৫০ সালের আমদানি নিয়ন্ত্রণ আইনের মৌলিক কাঠামো ঠিক রেখে ১৯৭৪ সালে প্রথম সংশোধনী আনেন। সময়ের পরিবর্তনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে এ সকল বিধি বিধানও প্রয়োজন মত পরিবর্তন ও সংশোধন করা হয়। সাধারণভাবে আমদানি সংক্রান্ত বিধি ও পদ্ধতি, যথা- আমদানিকারকদের শ্রেণিবিন্যাস পূর্বক নিবন্ধন, আমদানি খাতে প্রদেয় ফিস এবং আমদানি সংক্রান্ত বিষয়ে আবেদনের নিস্পত্তিকরণ আমদানি নীতি আদেশ, রপ্তানি নীতি, আমদানি, রপ্তানি, ইন্ডেন্টরস রেজিস্ট্রেশন অর্ডার ১৯৮১, রিভিউ, আপিল ও রিভিশন অর্ডার, ১৯৭৭ এবং আমদানি বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ তফসিল ১৯৮৮ অত্র আইনের অধীনে প্রণীত হয়।

(খ) আমদানি, রপ্তানি ও ইন্ডেন্টরস রেজিস্ট্রেশন অর্ডার, ১৯৮১

স্বাধীনতা উত্তরকালে পণ্য দ্রব্য আমদানি করার জন্য পণ্য ভিত্তিক লাইসেন্সিং ব্যবস্থা প্রবর্তিত ছিল। আমদানি নিয়ন্ত্রিত থাকায় শুধুমাত্র আমদানিতব্য পণ্য (পজেটিভ লিস্ট) এর জন্য আলাদা আলাদা লাইসেন্স ইস্যু করা হত। পরবর্তীতে ব্যবসা-বাণিজ্যের বিস্তৃতি ঘটলে বিশ্ব বাণিজ্য ব্যবস্থার সঙ্গে তাল মিলিয়ে দেশের আমদানি উদারীকরণের মাধ্যমে দেশীয় চাহিদা মেটানো ও মূল্য সংযোজন করে রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে আমদানি, রপ্তানি ও ইন্ডেন্টরস রেজিস্ট্রেশন অর্ডার ১৯৮১ প্রণয়ন করা হয়। এর মাধ্যমে আমদানিকারক, রপ্তানিকারক ও ইন্ডেন্টিং প্রতিষ্ঠানসমূহকে নিবন্ধন সনদপত্র প্রদান করা হয়। যার ফলশ্রুতিতে ব্যবসায়ী সমাজ মুক্তবাজার অর্থনীতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে দেশের অর্থনীতি বিকাশে অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

(গ) রিভিউ, আপিল ও রিভিশন অর্ডার, ১৯৭৭

এ আদেশ অনুসারে লাইসেন্সিং অথোরিটি অথবা প্রধান নিয়ন্ত্রকের আদেশে সংক্ষুব্ধ পার্টি (ব্যক্তি/কোম্পানী/ফার্ম) এক মাসের মধ্যে রিভিউ এর জন্য আবেদন করতে পারবেন। প্রধান নিয়ন্ত্রক ব্যতীত অন্য লাইসেন্সিং অথোরিটির রিভিউ আদেশের বিরুদ্ধে প্রধান নিয়ন্ত্রক বরাবর এবং প্রধান নিয়ন্ত্রকের রিভিউ আদেশের বিরুদ্ধে বাণিজ্য সচিব বরাবর আপিল করতে পারবেন। প্রধান নিয়ন্ত্রক কর্তৃক আপিলের আদেশ বাণিজ্য সচিব বরাবর বিবেচনার জন্য রিভিশন আবেদন করতে পারবেন। রিভিউ, আপিল ও রিভিশন অর্ডার, ১৯৭৭ এর মাধ্যমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হয়েছে।

(ঘ) আমদানি নীতি আদেশ

সাধারণভাবে প্রযোজ্য সকল বিধি বিধান ছাড়াও উক্ত আইনের ক্ষমতা বলে সরকার প্রতি ৩ (তিন) বছর অন্তর আমদানি সংক্রান্ত সুনির্দিষ্ট বিধি বিধান সংবলিত আমদানি নীতি আদেশ প্রণয়ন করে থাকে। প্রকৃতপক্ষে এ আমদানি নীতি আদেশই হল বৈদেশিক বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণের মূখ্য হাতিয়ার। দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্ব বাজার ব্যবস্থার সাথে দেশের আমদানি নীতি যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে আমদানি ও রপ্তানি (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ১৯৫০ এর ৩(১) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার আমদানি কর্তৃক প্রণীত হয়। জারিকৃত আমদানি নীতি আদেশ আইনগতভাবে বাস্তবায়নের দায়িত্ব আমদানি ও রপ্তানি প্রধান নিয়ন্ত্রক দপ্তরের। আমদানি নীতি আদেশ, ২০১৫-২০১৮ এর বিধানাবলীর মাধ্যমে বর্তমান আমদানি ব্যবস্থা নীতি আদেশ পরিচালিত হচ্ছে। বর্তমানে আমদানি নীতি আদেশ ২০২১-২০২৪ প্রণয়ন প্রক্রিয়াধীন।

(ঙ) রপ্তানি নীতি

বিশ্ব বাজার ব্যবস্থার বিধিবিধানের আলোকে দেশের রপ্তানিমুখী শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নয়ন এবং পণ্য ও সেবা রপ্তানি বৃদ্ধির মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির দ্বারা দেশের জনগণের জীবন মান উন্নয়নের লক্ষ্যে আমদানি ও

রপ্তানি (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ১৯৫০ এর ৩(১) ধারার ক্ষমতা বলে সরকার কর্তৃক রপ্তানি নীতি প্রণীত হয়। দেশিয় সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার এবং সেই সাথে মূলধনী যন্ত্রপাতি (Capital machinery) ও পণ্যের কাঁচামাল (Raw materials) আমদানি করে মূল্য সংযোজন (Value addition) এর দ্বারা রপ্তানি পণ্য বহুমুখীকরণ ও নতুন বাজার সৃষ্টির মাধ্যমে বিশ্ব বাজারে বাংলাদেশের ন্যায্য হিস্যা আদায়ের লক্ষ্যে প্রতি তিন বছর পর পর রপ্তানি নীতি প্রণয়ন করা হচ্ছে। রপ্তানি নীতি বাস্তবায়নে রপ্তানিকারকদের নিবন্ধন সনদপত্র প্রদান ও রপ্তানি অনুমতি/পারমিশন এ দপ্তর হতে প্রদান করা হচ্ছে। বর্তমানে রপ্তানি নীতি আদেশ ২০২১-২০২৪ প্রণয়ন প্রক্রিয়াধীন।

(চ) আমদানি বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ তফসিল, ১৯৮৮

আমদানি ও রপ্তানি (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ১৯৫০ এ প্রদত্ত ক্ষমতা বলে প্রণীত আমদানি বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ তফসিল, ১৯৮৮ (Import Trade Control Schedule 1988) এর মাধ্যমে ০১ জুলাই ১৯৮৮ হতে হার্মোনাইজড সিস্টেমের অধীনে পণ্যের নতুন শ্রেণি বিন্যাস প্রবর্তিত হয়।

➢ অনলাইনে (ওএলএম) প্রদত্ত সেবাসমূহের তালিকা

ডিজিটালকৃত সেবার তালিকা	
(ক) বিভিন্ন ধরণের নিবন্ধন সনদপত্র সংক্রান্ত সেবাসমূহ	
১	বাণিজ্যিক আমদানি নিবন্ধন সনদ (আই আর সি)
২	এডহক শিল্প আমদানি নিবন্ধন সনদ (শিল্প আই আর সি নতুন)
৩	অন্যান্য এডহক শিল্প আমদানি নিবন্ধন সনদ (শিল্প আই আর সি পুরাতন)
৪	বহুজাতিক আমদানি নিবন্ধন সনদ (আই আর সি)
৫	রপ্তানি নিবন্ধন সনদ (ই আর সি)
৬	রপ্তানি নিবন্ধন সনদ (ইন্ডেন্টিং সার্ভিস)
৭	বহুজাতিক রপ্তানি নিবন্ধন সনদ (ই আর সি)
৮	বাণিজ্যিক আমদানি নিবন্ধন সনদ বার্ষিক নবায়ন
৯	শিল্প আমদানি নিবন্ধন সনদ বার্ষিক নবায়ন
১০	বহুজাতিক আমদানি নিবন্ধন সনদ বার্ষিক নবায়ন
১১	বহুজাতিক রপ্তানি নিবন্ধন সনদ বার্ষিক নবায়ন
১২	রপ্তানি নিবন্ধন সনদ বার্ষিক নবায়ন
১৩	রপ্তানি নিবন্ধন সনদ (ইন্ডেন্টিং সার্ভিস) বার্ষিক নবায়ন
১৪	প্রতিষ্ঠানের নাম ,ঠিকানা ও মালিকানা পরিবর্তন (সকল ধরনের নিবন্ধন সনদের ক্ষেত্রে)
১৫	মনোনীত ব্যাংক পরিবর্তন(সকল ধরনের নিবন্ধন সনদের ক্ষেত্রে)
১৬	তিন বছরের অধিক অনবায়িত সকল প্রকার নিবন্ধন সনদের নবায়ন এর অনুমতি।
১৭	আমদানি নিবন্ধন সনদের আমদানি সীমা/শ্রেণী/লিমিট পরিবর্তন (হ্রাস/বৃদ্ধি)
১৮	শিল্প আমদানি নিবন্ধন সনদের আমদানিস্বত্ব পরিবর্তন (হ্রাস/বৃদ্ধি)
(খ) আমদানি পারমিট সংক্রান্ত সেবাসমূহ	
(i) স্থায়ী ভিত্তিতে প্রদত্ত আমদানি পারমিট সংক্রান্ত সেবাসমূহ	
১৯	আমদানি পারমিট (আইপি) প্রদর্শনীতে অংশগ্রহনের ক্ষেত্রে
২০	আমদানি পারমিট (আইপি) (সরকারী প্রকল্পের মালামাল খালাসের ক্ষেত্রে)
২১	আমদানি পারমিট (আইপি)(বিনামূল্যে নমুনা, বিজ্ঞাপন ও উপহার সামগ্রীর ক্ষেত্রে)
২২	আমদানি পারমিট (আইপি)(ইকুইটি ক্যাপিটাল মেশিনারিজ ছাড়করনের ক্ষেত্রে)
২৩	আমদানি পারমিট (পূর্বানুমতি পত্রের ভিত্তিতে আমদানিকৃত পণ্য ছাড়করনের জন্য)
২৪	আমদানি পারমিট (আইপি) (বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের মালামাল খালাসের ক্ষেত্রে)
২৫	আমদানি পারমিট (লাইভ ভ্যানিম্যালের ক্ষেত্রে)
২৬	আমদানি পারমিট (গ্যাস সিলিন্ডার/গ্যাসাধারের ক্ষেত্রে)
২৭	সকল ধরনের আমদানি পারমিট এর মেয়াদ বৃদ্ধি
২৮	সকল প্রকার আমদানি পারমিট এর সংশোধন (সনদের ক্ষেত্রে)

	(ii) ফেরতের ভিত্তিতে প্রদত্ত আমদানি পারমিট সংক্রান্ত সেবাসমূহ (আইপি কাম ইপি)
২৯	আমদানি পারমিট (আইপি) প্রদর্শনীতে অংশগ্রহনের ক্ষেত্রে
৩০	আমদানি পারমিট (আইপি) (সরকারী প্রকল্পের মালামাল খালাসের ক্ষেত্রে)
৩১	আমদানি পারমিট (পূর্বানুমতি পত্রের ভিত্তিতে আমদানিকৃত পণ্য ছাড়করণের জন্য)
৩২	আমদানি পারমিট (আইপি) (বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের মালামাল খালাসের ক্ষেত্রে)
	(গ) রপ্তানি পারমিট সংক্রান্ত সেবাসমূহের তালিকা
৩৩	রপ্তানি পারমিট (ফ্রাস্ট্রেটেড কার্গো পণ্যের ক্ষেত্রে)
৩৪	রপ্তানি পারমিট (দেশীয় পণ্যের নমুনার ক্ষেত্রে)
৩৫	রপ্তানি পারমিট (ব্রানসমগ্রী প্রেরনের ক্ষেত্রে)
৩৬	রপ্তানি পারমিট (উপহার সামগ্রী প্রেরনের ক্ষেত্রে)
৩৭	রপ্তানি পারমিট (রিপ্লেসমেন্টের ক্ষেত্রে)
৩৮	রপ্তানি পারমিট (লাইভ অ্যানিম্যালের ক্ষেত্রে)
৩৯	রপ্তানি পারমিট (খালি কন্টেইনার/সিলিন্ডারের ক্ষেত্রে)
৪০	রপ্তানি পারমিট (ব্যক্তিগত ও পারিবারিক ব্যবহৃত পণ্যের ক্ষেত্রে)
৪১	রপ্তানি পারমিট (টেক্সটিং পণ্যের রপ্তানির ক্ষেত্রে)
৪২	সকল ধরনের রপ্তানি পারমিট এর মেয়াদ বৃদ্ধি
৪৩	সকল প্রকার রপ্তানি পারমিট এর সংশোধন (সনদের ক্ষেত্রে)

➢ জনবল নিয়োগ

আমদানি ও রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের জনবল সংকট নিরসনের লক্ষ্যে ১১ তম গ্রেডে (১২,৫০০- ৩০,২৩০/-) সাঁট-লিপিকার-কাম-কম্পিউটার অপারেটর (পিএ) পদে ০১ (এক) টি, ১২ তম গ্রেডে (১১,৩০০ - ২৭,৩০০/-) সাঁট-লিপিকার-কাম-কম্পিউটার অপারেটর পদে ০৪ (চার) টি, ১৩ তম গ্রেডে (১১,০০ - ২৬,৫৯০/-) সাঁট মুদ্রাক্ষরিক-কাম-কম্পিউটার অপারেটর পদে ০২ (দুই) টি, ১৪তম গ্রেডে (১০,২০০ - ২৪,৬৮০/-) উচ্চমান সহকারী পদে ১৭ (সতের) টি এবং ১৬তম গ্রেডে (৯,৩০০ - ২২,৪৯০/-) অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক পদে ৩৫ (পঁয়ত্রিশ) টি সহ সর্বমোট ৫৯টি শূন্য পদের বিপরীতে গৃহীত লিখিত, ব্যবহারিক ও মৌখিক পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে এবং নিয়োগ সংক্রান্ত সরকারের বিধি-বিধান অনুসরণপূর্বক নিয়োগ কমিটির সুপারিশের আলোকে সর্বমোট ৫১ (একান্ন) জন প্রার্থীকে ২১ জুন ২০২১ তারিখে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের মাধ্যমে অস্থায়ীভাবে নিয়োগের জন্য নির্বাচিত করা হয়।

এছাড়া ১৬ তম গেডের (৯,৩০০ - ২২,৪৯০/-) ড্রাইভার পদে ০২ (দুই) টি এবং ২০তম গ্রেডের (৮,২৫০ - ২০,০১০/-) ৫৩টি শূন্য পদের বিপরীতে জনবল নিয়োগের লক্ষ্যে প্রাথমিক বাছাই পরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে। বিদ্যমান কোভিড-১৯ মহামারির কারণে নিয়োগ সংক্রান্ত পরবর্তি কার্যক্রম স্থগিত রয়েছে। কোভিড পরিস্থিতির উন্নতি ঘটলে উক্ত নিয়োগ প্রক্রিয়া দ্রুত সম্পন্ন করা হবে।

➢ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

সরকারী কাজে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও ফলাফলধর্মী কর্মকান্ডে উৎসাহ প্রদানের নিমিত্তে সরকার বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA/NIS) এবং জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল প্রবর্তন করে। সে প্রেক্ষিতে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সাথে অত্র দপ্তর ২০১৭ সাল থেকে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর করে সাফল্যের সাথে বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে যে সকল বিষয় অন্তর্ভুক্ত ছিল তা যথাযথভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে। অন্যদিকে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা অনুযায়ী প্রতি অর্থবছরের শুরুতেই আমদানি ও রপ্তানি প্রধান নিয়ন্ত্রকের দপ্তর দপ্তরের অধীনস্ত ১৪টি আঞ্চলিক দপ্তেরের সাথে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর করে থাকে। আঞ্চলিক দপ্তরসমূহ বেশ সাফল্যের সাথে চুক্তির কার্যক্রমসমূহ সম্পন্ন করেছে। অর্থবছর শেষে আঞ্চলিক দপ্তরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি মূল্যায়ন করা হয় যেখানে সর্বোচ্চ নম্বরপ্রাপ্ত আঞ্চলিক অফিসকে সনদ ও ক্রেস্ট প্রদান করা হয়। মূল্যায়নে ২০১৯-২০ অর্থবছরে পাবনা এবং ২০২০-২১ অর্থবছরে ঢাকা আঞ্চলিক দপ্তর সর্বোচ্চ নম্বর অর্জন করেছে। এছাড়া সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়ে প্রবর্তিত জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নেও অত্র দপ্তর বদ্ধপরিকর।

অত্র দপ্তরে APA, NIS, RTI, GRS, Innovation সহ চাকুরী সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ে প্রশিক্ষণের/ কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে। অন্যদিকে অত্র দপ্তর কর্তৃক সেবা প্রদানের জন্য চালুকৃত অনলাইন সিস্টেম ওএলএম এর উপর কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ও নিয়মিত প্রশিক্ষণের/কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে।

চিত্র: আঞ্চিলক দপ্তরের সাথে বার্ষিক কর্মসম্পদনের চুক্তি স্বাক্ষর ২০২১-২০২২

➢ কর্মকর্তা-কর্মচারী দক্ষতা বৃদ্ধিতে প্রশিক্ষণ ও ওয়ার্কশপ

APA & NIS বাস্তবায়নে ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের প্রশিক্ষণের তালিকা:-

প্রশিক্ষণের নাম	তারিখ	অংশগ্রহণকারী	সংখ্যা
অনলাইন লাইসেন্সিং মডিউল সংক্রান্ত	১৭-০৮-২০২০	আঞ্চলিক দপ্তর সহ সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ	৬৩
জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ২০১৯-২০২০ বাস্তবায়ন সংক্রান্ত	২২-০৬-২০২০	প্রধান নিয়ন্ত্রক এবং ঢাকা দপ্তরের সকল কর্মকর্তা	২১
ই-নথি সংক্রান্ত	৩১-০৮-২০২০	প্রধান নিয়ন্ত্রক দপ্তরের সকল কর্মকর্তা কর্মচারীবৃন্দ	২৯
জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বিষয়ক প্রশিক্ষণ	২৫-০৮-২০২০	আঞ্চলিক দপ্তরের দপ্তর প্রধান এবং প্রধান নিয়ন্ত্রক দপ্তরের সকল কর্মকর্তা	২৬
এপিএ ২০২০-২০২১ বিষয়ক প্রশিক্ষণ	২৬-০৮-২০২০	আঞ্চলিক দপ্তরের দপ্তর প্রধান এবং প্রধান নিয়ন্ত্রক দপ্তরের সকল কর্মকর্তা	২৬
সচিবালয় নির্দেশমালা, গণকর্মচারীদের অবসর সংক্রান্ত	১৯-১১-২০২০	প্রধান নিয়ন্ত্রক এবং ঢাকা দপ্তরের সকল কর্মকর্তা, কর্মচারীবৃন্দ	৩৬
ইনোভেশন সংক্রান্ত	৩০-১১-২০২০	প্রধান নিয়ন্ত্রক দপ্তরের সকল কর্মকর্তা	৩৬
আঞ্চলিক পর্যায়ে সেবা প্রদান এবং সহজীকরণ সংক্রান্ত	০২-১২-২০২০	সকল আঞ্চলিক দপ্তরের দপ্তর প্রধান এবং সকল কর্মকর্তা এবং কর্মচারী	৩৯
জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, তথ্য অধিকার এবং অভিযোগ প্রতিকার সংক্রান্ত	২৮-০২-২০২১	প্রধান নিয়ন্ত্রক এবং ঢাকা দপ্তরের সকল কর্মকর্তা	৩৪
উদ্ভাবন সক্ষমতা এবং সেবা সহজীকরণ সংক্রান্ত	১৬-০৫-২১	প্রধান নিয়ন্ত্রক এবং ঢাকা দপ্তরের সকল কর্মকর্তা	৩৩
উদ্ভাবন সক্ষমতা এবং সেবা সহজীকরণ সংক্রান্ত	১৬-০৫-২১	প্রধান নিয়ন্ত্রক এবং ঢাকা দপ্তরের সকল কর্মকর্তা	৩৩
উদ্ভাবন সক্ষমতা এবং সেবা সহজীকরণ সংক্রান্ত	১৭-০৫-২১	প্রধান নিয়ন্ত্রক এবং ঢাকা দপ্তরের সকল কর্মকর্তা	৩৩
অনলাইন লাইসেন্সিং মডিউল সেবা প্রদান প্রক্রিয়া সম্পর্কে অবহিতকরণ	২৮-১০-২০২০	সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা এবং বাইরের প্রতিনিধি	৪৬
অনলাইন লাইসেন্সিং মডিউল-এ অভ্যন্তরীণ ব্যবহারকারীদের দক্ষতা বৃদ্ধি বিষয়ক	২০-০৬-২১	প্রধান নিয়ন্ত্রক এবং ঢাকা দপ্তরের সকল কর্মকর্তা এবং কর্মচারীবৃন্দ	৫০

চিত্র: NIS, GRS ও RTI বিষয়ক প্রশিক্ষণ

➢ জাতীয় শুদ্ধাচার পদক

সরকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের শুদ্ধাচার চর্চায় উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে আমদানি ও রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের মধ্য হতে শুদ্ধাচার পদক প্রদানের বিষয়ে এ দপ্তরের শুদ্ধাচার কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান নীতিমালা, ২০১৭ এর আলোকে শুদ্ধাচার পুরস্কার, ২০২১ প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উক্ত শুদ্ধাচার কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে এ অধিদপ্তরের নিম্নে বর্ণিত ০৩ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে এক মাসের মূল বেতনের সমপরিমান অর্থ এবং একটি সার্টিফিকেট শুদ্ধাচার পুরস্কার, ২০২১ হিসেবে প্রদান করা হয়।

নাম	পদবী ও গ্রেড	কর্মরত দপ্তর
জনাব মোহাম্মাদ মাহমুদুল হক	উপনিয়ন্ত্রক ৬ষ্ঠ গ্রেড	আমদানি ও রপ্তানি প্রধান নিয়ন্ত্রকের দপ্তর, ঢাকা।
জনাব মো:রাকিব সরদার	গাড়ীচালক ১৫তম গ্রেড	আমদানি ও রপ্তানি প্রধান নিয়ন্ত্রকের দপ্তর, ঢাকা।
জনাব রায়হানা তাসনিম আহমেদ	নির্বাহী অফিসার ১০ম গ্রেড	আমদানি ও রপ্তানি সহকারী নিয়ন্ত্রকের দপ্তর, ময়মনসিংহ।

➢ কর্ম পরিবেশের আধুনিকায়ন

আধুনিক কর্পোরেট অফিস স্থাপনঃ ২০১৭ সালে সিসিআইএন্ডই এর কার্যালয় স্থানান্তর সেবা সহজীকরণ তথা ওএলএম বাস্তবায়নের পরিবেশ তৈরীতে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখে। আগের সীমিত পরিসরের অফিসে কর্ম পরিবেশ মানসম্মত ছিল না, অফিসে গ্রাহকের ভোগান্তি চরম পর্যায়ে ছিল। বর্তমান প্রধান কার্যালয় জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ ভবনের (১৬ তলা) ও ঢাকা কার্যালয় (১৫তলা) আধুনিক কর্পোরেট আঙ্গিকে আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত একটি সরকারি প্রতিষ্ঠানে রূপান্তর করা হয়। এতে রয়েছে কেন্দ্রীয়ভাবে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, সেবা গ্রহীতাদের জন্যে প্রতিটি ফ্লোরে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত রিসিপশন/ওয়েটিং রুম, কর্পোরেট সিস্টেমের আদলে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বসার ব্যবস্থা, সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীর জন্যে কম্পিউটারের সংস্থান, সিসিটিভি'র মাধ্যমে সেবা প্রদান মনিটরিং সুবিধা, সেবা গ্রহীতাদের জন্যে টয়লেট ও সুপেয় পানির ব্যবস্থা, আধুনিক কনফারেন্স কক্ষ, ল্যান ব্যবস্থাপনা ও সার্ভার কক্ষ, নথি সংরক্ষণের জন্যে আলাদা কর্ণার ও র‍্যাক, ডে-কেয়ার রুম (শিশুকানন), কর্মকর্তা-কর্মচারীদের খাবার ঘর; লাইব্রেরী ও প্রেয়ার রুম। ২০১৫ সালে টিওএন্ডই-তে মাত্র ১৮টি ডেস্কটপ ও ১টি ল্যাপটপের প্রভিশন থাকলেও ২০১৭ সালে ঐ সংখ্যা ৯৭তে উন্নীত হয়। পরবর্তীতে আরো কম্পিউটারের সংস্থান করা হয়। দপ্তরের কাজের সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখার স্বার্থে এবং বহিরাগত লোকজনের অনিয়ন্ত্রিত প্রবেশ নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে একসেস কন্ট্রোল গেট চালু করা হয়। ডিজিটাল পরিচয়পত্র ও আঙ্গুলের ছাপ ব্যবহার করে অফিসে প্রবেশ করতে হয়। আধুনিক মানের অফিস স্থাপনের ফলে সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কর্মদক্ষতাসহ সেবার মান বৃদ্ধি করার সুযোগ সৃষ্টি হয়।

সেবা সহজিকরণের চলমান কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ২০১৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে আইআরসি/ইআরসি'র আবেদনে ডকুমেন্টস-এর সংখ্যা হ্রাস করা হয়। বাণিজ্যিক আইআরসি, রপ্তানি নিবন্ধন সনদ, ইন্ডেন্টিং ইআরসি এর ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টস সংখ্যা ১৪টি থেকে নামিয়ে সর্বোচ্চ ১১টিতে এবং শিল্প আমদানি নিবন্ধন সনদ এর ক্ষেত্রে ডকুমেন্টস সংখ্যা ২২টি থেকে নামিয়ে সর্বোচ্চ ১৩টিতে হ্রাস করা হয়। সেবা প্রদানে সময় বাঁচাতে বা দীর্ঘসূত্রিতা কমাতে ২০১৯ সালের এপ্রিলে প্রধান নিয়ন্ত্রক তাঁর ক্ষমতা অনেক ক্ষেত্রে আঞ্চলিক কার্যালয় ও অধিনস্ত কর্মকর্তাদের মধ্যে বিকেন্দ্রীকরণ করেন।

রাজস্ব আদায়

অত্র দপ্তরের কর ব্যতীত রাজস্ব আদায়ের চিত্র

অর্থবছর	প্রকৃত রাজস্ব প্রাপ্তি (কোটি)
২০১৬-২০১৭	১০৭.৯৬
২০১৭-২০১৮	১১১.৩৪
২০১৮-২০১৯	১১৪.১৭
২০১৯-২০২০	১০৩.৯২
২০২০-২০২১	১০৯.৬৬

➢ **ওএলএম এ প্রদত্ত সেবার পরিসংখ্যান**

অনলাইনের মাধ্যমে ১ জুলাই ২০১৯ হতে ৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত সকল ধরণের নিবন্ধন সনদ নিষ্পত্তির পরিসংখ্যানঃ

ক্র.নং	সেবার নাম	আবেদন প্রাপ্তি	নিষ্পত্তি	প্রক্রিয়াধীন		নিষ্পত্তির হার
				অনিষ্পন্ন	ফিরাবর্তিত	
০১	আইআরসি (বাণিজ্যিক)	৫০,৫৫৩	৩৮,১৭০	১৩০	১৭১৩	৯৬.১০%
০২	বহুজাতিক আইআরসি	৮৭৫	৭৯৯	৩	৭৯	৯১.৩১%
০৩	আইআরসি (শিল্প) এডহক	১৭৫৭	১৫৫১	১৪	২২০	৮৮.২৮%
০৪	আইআরসি (শিল্প) নিয়মিত	৭৫৯৪	৬৮৬২	৫৮	৬৯০	৯১.৫৭%
০৫	বহুজাতিক ইআরসি	৯৮৫	৯১২	৭৮	৭৮	৯২.৬৮%
০৬	ইআরসি (সাধারণ)	১৫,৭৫০	১৪,৯১৫	৫৩	৮৮৮	৯৪.৭০%
০৭	ইন্ডেন্টিং ইআরসি	১৯৫৮	১৮৩৫	১০	১০৪	৯২.৫২%
	মোট সংখ্যা	৬৯,০৭১	৬৪,৫৪৩	২৭৪	৩,৮০২	৯৪.৮৯%

অনলাইনের মাধ্যমে ১ জুলাই ২০২০ হতে ৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত রি-রেজিস্ট্রেশন এর মাধ্যমে প্রদত্ত সনদপত্রের পরিসংখ্যানঃ

ক্র.নং	সেবার নাম	আবেদন প্রাপ্তি	নিষ্পত্তি	প্রক্রিয়াধীন		নিষ্পত্তির হার
				অনিষ্পন্ন	রিসাবমিট	
০১	আইআরসি (বাণিজ্যিক)	২২৬৮	২০২৬	২৮	২৭০	৮৯.৩৩ %
০২	বহুজাতিক আইআরসি	৬৬	৫১	১	১৬	৭৭.২৭%
০৩	আইআরসি (শিল্প) এডহক	০০	০০	০০	০০	০০
০৪	আইআরসি (শিল্প) নিয়মিত	৭৭৬	৬৫০	১২৬	২৫২	৮৩.৭৬%
০৫	বহুজাতিক ইআরসি	৫৫	৪৫	২	১২	৮১.৮২%
০৬	ইআরসি (সাধারন)	৮৮০	৭৩৯	১৩	১৫৪	৮৩.৯৮%
০৭	ইন্ডেন্টিং ইআরসি	৮৮	৭৫	১৩	২৬	৮৫.২৩%
	মোট সংখ্যা	৪১১৩	৩৫৮৬	১৮৩	৭৩০	৮৬.৭৭%

অনলাইনের মাধ্যমে ১ জুলাই ২০২০ হতে ৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত নতুন নিবন্ধন সনদপত্রের পরিসংখ্যানঃ

ক্র.নং	সেবার নাম	আবেদন প্রাপ্তি	নিষ্পত্তি	প্রক্রিয়াধীন		নিষ্পত্তির হার
				অনিষ্পন্ন	রিসাবমিট	
০১	আইআরসি (বাণিজ্যিক)	৭৮৪২	৭৪৯৬	৯	৩৫৫	৯৫.৫৯%
০২	বহুজাতিক আইআরসি	১৫৭	১৪৪	০	১৩	৯১.৭২%
০৩	আইআরসি (শিল্প) এডহক	৯৪৫	৮৬২	৪	৮৭	৯১.২২%
০৪	আইআরসি (শিল্প) নিয়মিত	০	০	০	০	০
০৫	বহুজাতিক ইআরসি	১১৮	১০৫	২	১৫	৮৮.৯৮%
০৬	ইআরসি (সাধারন)	২৯১০	২৭৫৯	১৩	১৬৪	৯৪.৮১%
০৭	ইন্ডেন্টিং ইআরসি	২৪৫	২৩১	১	১৫	৯৪.২৯%
	মোট সংখ্যা	১২২১৭	১১৫৯৭	২৯	৬৪৯	৯৪.৯৩%

অনলাইনের মাধ্যমে ১ জুলাই ২০২০ হতে ৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত নিবন্ধন সনদপত্র নবায়নের পরিসংখ্যানঃ

ক্র.নং	সেবার নাম	আবেদন প্রাপ্তি	নিষ্পত্তি	প্রক্রিয়াধীন		নিষ্পত্তির হার
				অনিষ্পন্ন	রিসাবমিট	
০১	আইআরসি (বাণিজ্যিক)	২৩১৩৬	২৩০৭৬	১৬	৪৪	৯৯.৭৪%
০২	বহুজাতিক আইআরসি	৪৯৫	৪৯৩	০	২	৯৯.৬০%
০৩	আইআরসি (শিল্প) এডহক	০০	০০	০০	০০	০০
০৪	আইআরসি (শিল্প) নিয়মিত	৫৬৯০	৫৬৬১	৯	২০	৯৯.৪৯%
০৫	বহুজাতিক ইআরসি	৬৬১	৬৬১	০	০	১০০.০০%
০৬	ইআরসি (সাধারন)	৯২১৮	৯১৯৮	২	১৮	৯৯.৭৮%
০৭	ইন্ডেন্টিং ইআরসি	১০৪৩	১০৪৩	০	০	১০০.০০%
	মোট সংখ্যা	৪০২৪৩	৪০১৩২	১৮	১১১	৯৯.৭২%

➢ ই-নথির মাধ্যমে ১ জুলাই ২০২০ হতে ৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত বিভিন্ন ধরনের পারমিট ইস্যুর পরিসংখ্যানঃ

১	২	৩	৪	৫
ক্রমিক নং	সেবার নাম	নতুন নিষ্পত্তি	মেয়াদ বৃদ্ধি	মোট
১	আমদানি পারমিট জারী (আইপি)	৫৬৫২	২৩২৫	৭৯৭৭
২	রপ্তানি পারমিট জারী (ইপি)	১১৬৪	৪৮	১২১২
৩	রপ্তানি-কাম-আমদানি পারমিট জারি (ইপি-কাম-আইপি)	১০৫১	৬৪৫	১৬৯৬
৪	আইআরসি গ্রহণ হতে অব্যাহতি প্রদান	৩২	--	৩২
৫	সামরিক পারমিট জারি	২১	--	২১
৬	ক্লিয়ারেন্স পারমিট (সিপি) জারি	৩৮	--	৩৮
৭	ওয়ারেন্টি রিপ্লেসমেন্ট আমদানি পারমিট	৩৮১	--	৩৮১
৮	পুনঃরপ্তানির অনুমতি প্রদান	৩০	--	৩০
৯	অন্ট্রাপো পারমিট	৩৫	--	৩৫
১০	জাহাজীকরণের সময়সীমা বৃদ্ধি	৭৮৮	--	৭৮৮
১১	হাসপাতাল/এনজিও/বিশ্ববিদ্যালয়ের আইপি জারি	৫৮	--	৫৮
	সর্বমোট নিষ্পত্তি	৯২৫০	৩০১৮	১২২৬৮

সেবার ডিজিটালাইজেশন

➢ Online licensing Module (OLM) প্রবর্তন

স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়ে এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রবর্তিত 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' বিনির্মাণের এক সফল বাস্তবায়ন অনলাইন লাইসেন্সিং মডিউল (ওএলএম)। বর্তমান সরকারের ভিশন-২০২১ ও ভিশন-২০৪১ কে সামনে রেখে আন্তর্জাতিক মান-সম্পন্ন ব্যবসা বান্ধব পরিবেশ তৈরীর লক্ষ্যে প্রবর্তিত সিসিআইএন্ডই এর সেবাসমূহ প্রদানের অনলাইন পদ্ধতির নাম 'অনলাইন লাইসেন্সিং মডিউল' (ওএলএম)। মুক্তবাজার অর্থনীতিতে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্যের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। খাদ্যশস্য, কৃষি উৎপাদন, শিল্পের মেশিনারী, কাঁচামাল ও যন্ত্রাংশ, জ্বালানী এবং নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের চাহিদার একটি বৃহৎ অংশ বিদেশ থেকে আমদানির মাধ্যমেই মেটানো হয়ে থাকে। জাতীয় বাজেটের অর্থ সংস্থানের ক্ষেত্রে আমদানি উদ্ভূত 'কর ও শুল্ক' দেশের অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণের প্রধানতম আয়ের উৎস। অপরদিকে রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে শিল্প গড়ে তুলে আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতায় টিকে থেকে রপ্তানির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা আহরণ করতে হচ্ছে। এক্ষেত্রে আমদানি ও রপ্তানি একে অপরের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। মুক্তবাজার অর্থনীতিতে বেসরকারী খাতকে প্রধান চালিকা শক্তি হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে বাংলাদেশের ব্যবসায়ীদের জোরালো অংশগ্রহণে সরকারী প্রতিষ্ঠানের সেবা সহজীকরণের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে ২০০৯ সালে সরকার গঠনের পরই কার্যত বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ শুরু হয়। বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সহজীকরণে 'ট্রেড ফ্যাসিলিটেশন এগ্রিমেন্ট' স্বাক্ষর করায় এবং 'ইজ-অব-ডুইং বিজনেস' সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান উন্নীত করার প্রয়াসে বর্তমান সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়। তারই ধারাবাহিকতায় বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে 'বাংলাদেশ ট্রেড পোর্টাল' এবং সিসিআইএন্ডই এর সকল সেবা অনলাইনে প্রদানের লক্ষ্যে ২০১৪ সালে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও ওয়ার্ল্ড ব্যাংক গ্রুপ এর প্রতিষ্ঠান 'আইএফসি'র সাথে 'সমঝোতা স্মারক' স্বাক্ষরিত হওয়ার মাধ্যমে ওএলএম এর যাত্রা শুরু হয়।

আমদানি নিবন্ধন সনদপত্র, রপ্তানি নিবন্ধন সনদপত্র, আমদানি পারমিট, রপ্তানি পারমিট, আমদানি কাম রপ্তানি পারমিট (আইপি কাম ইপি), রপ্তানি কাম আমদানি পারমিট (ইপি কাম আইপি) ও ক্লিয়ারেন্স পারমিট (সিপি) সহ সিসিআইএন্ডই এর সকল সেবা অনলাইনের মাধ্যমে প্রদানে লক্ষ্যে ২০১৯ সালের ১লা জুলাই হতে চালু হয়েছে ওএলএম। মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী জনাব টিপু মুনশী, এমপি গত ১৭ই জুলাই ২০১৯ তারিখে ওএলএম পদ্ধতিতে সেবা প্রদানের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন।

সেবা গ্রহীতা তথা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে জড়িত দেশের সকল আমদানিকারক ও রপ্তানিকারক শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের কাছে 'ওএলএম' অতি গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করেছে। ইতিমধ্যে ওএলএম প্রবর্তনের দুই বছর অতিক্রান্ত হয়েছে।

১.১ ওএলএম এর সুবিধাসমূহঃ

সিসিআইএন্ডই এর ওএলএম সেবার মাধ্যমে আমদানিকারক ও রপ্তানিকারকগণ তথা ব্যবসায়ি সমাজ যে সকল সুবিধা পাচ্ছেন তা নিম্নরূপঃ

ক) বিশ্বের যে কোন প্রান্ত থেকে ইন্টারনেট ব্যবহার করে নিবন্ধনের আবেদন দাখিল করতে পারছেন;

খ) আবেদনের সাথে ডকুমেন্টস এর স্ক্যান কপি অনলাইনে আপলোড করছেন, এক্ষেত্রে হার্ড কপি দাখিলের ঝামেলা নেই;

গ) অনলাইনে আবেদন করার পর কোন তথ্য ভুল হলে বা ডকুমেন্টস এর ঘাটতি থাকলে এসএমএস (মোবাইল, ই-মেইল ওওএলএম আইডি/একাউন্ট) পাচ্ছেন এবং এসব তথ্য বা ডকুমেন্টস পুনরায় অনলাইনেই রি-সাবমিট করতে পারছেন;

ঘ) সকল কাজ অনলাইনে হওয়ায় অফিসে ভিজিট করার প্রয়োজন হচ্ছে না;

ঙ) নিজেই নিজের আবেদন দাখিল করতে পারছেন এক্ষেত্রে কোন মধ্যবর্তী লোক এর প্রয়োজন হচ্ছে না;

চ) আবেদন অনুমোদনের পরে গ্রাহকের আইডি/একাউন্টে অনলাইনেই নিবন্ধন সনদ পাচ্ছেন;

ছ) অনলাইনে আবেদনের ট্র্যাকিং করা যাচ্ছে;

জ) প্রত্যেক সেবা গ্রহীতার তথ্যাদির কেন্দ্রীয় ডাটাবেজ তৈরী হচ্ছে, ফলে ভবিষ্যতে এক তথ্য পুনরায় দিতে হবে না, পরিবর্তীত, সংশোধিত ও নতুন তথ্য প্রদান করলেই চলছে;

ঝ) সিস্টেমে তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষা করা হচ্ছে;

ঞ) ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে নিবন্ধন সনদ হারিয়ে গেলে সংশ্লিষ্ট থানায় সাধারন ডায়েরী, দু'টি পত্রিকায় হারানো বিজ্ঞপ্তি এবং পুনরায় সম্পূর্ণ নিবন্ধন ফি প্রদান করে ডুপিকেট সনদ গ্রহণ করতে হতো। ওএলএম প্রবর্তনের ফলে নিবন্ধন সনদ হারিয়ে যাওয়ার কোন সম্ভাবনাই নেই। সুতরাং ডুপ্লিকেট সনদ গ্রহণের ঝামেলা দূর হয়েছে।

ট) আবেদন করার সময় যে সকল কাগজাদি গ্রাহক আপলোড করে তা ওএলএম ডাটাবেজে সংরক্ষিত থাকায় এ সকল কাগজাদির হার্ড কপি গ্রাহককে আর বহন করতে হয় না। ওএলএম-এ লগ ইন করে যে কোন প্রয়োজনে যে কোন প্রান্ত হতে অতি সহজে এ সকল কাগজাদি প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবহার করতে পারছেন।

১.২ রি-রেজিস্ট্রেশন এর মাধ্যমে পুরাতন গ্রাহকের নবায়ন ও পুরাতন গ্রাহকের ডেটাবেজ তৈরিকরণঃ

ওএলএম প্রবর্তনের শুরু থেকেই নতুন গ্রাহকদের নিবন্ধনের পাশাপাশি পুরাতন সকল আমদানিকারক ও রপ্তানিকারক ও ইন্ডেন্টরদের ওএলএম-এ অন্তর্ভূক্ত করার জন্য "রি-রেজিস্ট্রেশন" এর মাধ্যমে নবায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়। ওএলএম এর সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ ছিল ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে পুরাতন সনদ গ্রহণকারীদের ওএলএম এর ডাটাবেজে অন্তর্ভুক্ত করা। পুরাতন গ্রাহকদের নবায়ন সেবা অনলাইনে সম্পন্ন করার জন্যে 'রি-রেজিস্ট্রেশন' নামে আলাদা প্রক্রিয়া প্রয়োগ করা হয়। এ কাজটি ছিল সেবা গ্রহীতা ও সেবা প্রদানকারী উভয়ের কাছেই কিছুটা কষ্টকর। কারণ পুরাতন গ্রাহককে তাঁদের নবায়ন সম্পন্ন করতে 'রি -রেজিশষ্ট্রেশ' প্রক্রিয়ায় ওএলএম সিস্টেমে পুরাতন সনদ ও নবায়ন বইয়ের স্ক্যানকপি আবেদনের সাথে অনলাইনে সাবমিট করার পাশাপাশি সকল পুরাতন তথ্য আপলোড (ইনপুট) করতে হয়েছে। পুরাতন সনদ ও নবায়ন বই আঞ্চলিক অফিসে এসে জমা দিতে হয়েছে। "রি-রেজিস্ট্রেশন" কাজে গ্রাহকের সাবমিট করা সকল তথ্য ও উপাত্ত যাচাই-বাছাই করতে গিয়ে প্রত্যেকটি আবেদনের জন্যে কর্মকর্তা-কর্মচারীকে অনেক বেশী সময় প্রদান করতে হয়েছিল যা কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য ছিল অনেক কষ্টসাধ্য একটি কাজ। ওএলএম এর প্রথম বছরে নতুন গ্রাহকের চেয়ে পুরাতন গ্রাহকের সংখ্যা ছিল অনেক বেশী যা স্বাভাবিক পুরাতন কারণ গ্রাহকরা প্রতিবছর নবায়নের জন্যে আসেন। রি-রেজিস্ট্রেশন কাজে গ্রাহকের সাবমিট করা সকল তথ্য ও উপাত্ত যাচাই-বাছাই করতে গিয়ে প্রত্যেকটি আবেদনের জন্যে কর্মকর্তা-কর্মচারীকে অনেক বেশী সময় প্রদান করতে হয়েছিল যা কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য ছিল অনেক কষ্টসাধ্য একটি কাজ। "রি-রেজিস্ট্রেশন" সম্পন্ন করার জন্য পুরাতন গ্রাহককে অবশ্য একবারই পুরাতন সনদ ও বই জমা দিতে আসা ছাড়া অফিসে আসার প্রয়োজন নেই। ভবিষ্যতেও নবায়নের জন্যে আর অফিসে আসতে হবেনা। রি- রেজিষ্ট্রেশন কার্যক্রম প্রথম বছরের ন্যায় দ্বিতীয় বছরেও চলমান ছিল বর্তমানেও চলমান আছে।

১.৩ ওএলএম এ প্রদত্ত সেবার প্রভাব ও পরিসংখ্যানঃ

ওএলএম এর মাধ্যমে প্রথম দুই বছরের অর্থাৎ ২০১৯-২০২০ ও ২০২০-২০২১ অর্থবছরের নিবন্ধন কার্যক্রমের পরিসংখ্যান পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, মোট ৬৯,০৭১ টি আবেদন দাখিল হয়েছিল যার মধ্যে ২১,৪৯১ টি আবেদন ছিল নতুন সনদ

গ্রহণের আবেদন এবং পুরাতন গ্রাহকদের রি-রেজিস্ট্রেশন আবেদন ছিল ৪৭,৫৮০ টি। ২০২১ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত মোট আবেদনের মধ্যে ৬৫,৫৪৩ টি আবেদন নিষ্পত্তি হয়েছিল। ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের নবায়ন কার্যক্রম পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ৪০,১৩২ টি আবেদন নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

অনলাইন লাইসেন্সিং মডিউল (OLM) এর মাধ্যমে ১ জুলাই ২০১৯ তারিখ থেকে আমদানিকারক, রপ্তানিকারক ও ইন্ডেন্টরদের সুষ্ঠুভাবে সেবা প্রদান করার কার্যক্রম শুরু করার ফলে সেবা অনুমোদনে সময় কমার পাশাপাশি গ্রাহকরা বাড়িতে বা নিজ কর্মস্থলে বসে দ্রুততম সময়ে সেবা পাচ্ছে। করোনাকালীন লকডাউনকালে এ দপ্তরের সমুদয় কার্যক্রম ইলেক্ট্রনিক্যালি (ই-নথি, ওএলএম, ই-মেইল ইত্যাদি) সম্পাদিত হয় যা বর্তমানে অব্যাহত আছে। এ প্রক্রিয়ায় অত্র অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীরা ও অত্র অধিদপ্তরের সাথে সংশ্লিষ্ট সরকারী/বেসরকারী দপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীরা এবং সেই সাথে সেবা গ্রহীতারাও ডিজিটাল ব্যবস্থায় সম্পৃক্ত হয়ে কর্মসম্পাদনের মাধ্যমে দক্ষ হয়ে উঠছে যা Smart Service Provider ও Smart Client গঠনের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এভাবেই আমদানি ও রপ্তানি অধিদপ্তর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ঘোষিত ডিজিটাল বাংলাদেশ তথা ভিশন-২০২১ বাস্তবায়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে।

১.৪ ওএলএম সিস্টেমের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতাঃ

ওএলএম পদ্ধতিকে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতামূলক করার চেষ্টা করা হয়েছে। ওএলএম সিস্টেমে দালাল বা মধ্যবর্তী প্রতারক চক্রের প্রয়োজনীয়তা না রেখে এই পদ্ধতিকে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতামূলক করা হয়েছে। একজন সেবা গ্রহীতা নিজে তার প্রতিষ্ঠানের বা ব্যবসার জন্যে একটিমাত্র 'ওএলএম একাউন্ট/আইডি' খুলবেন এবং আজীবন এই একাউন্টের মাধ্যমে কাঙ্খিত সেবা গ্রহণ করবেন। এক্ষেত্রে তৃতীয় কোন ব্যক্তির অংশ গ্রহণের সুযোগ রাখা হয়নি। ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে গ্রাহককে তার আবেদনের অবস্থান জানতে হলে অফিসে এসে খবর নিতে হতো। অসংখ্য আবেদনের ভীড়ে সঠিক তথ্য জানাও ছিল কষ্টসাধ্য। আর এ সুযোগে তথাকথিত দালাল বা মধ্যবর্তী প্রতারক চক্র গ্রাহককে বিভ্রান্ত করতো। বর্তমানে প্রত্যেক গ্রাহকের জন্যে ট্র্যাকিং করার সুযোগ রাখা আছে। সূচনা থেকেই একজন গ্রাহক তার 'ওএলএম একাউন্ট/আইডি'- তে ঢুকে তার আবেদনের অবস্থান জেনে নিতে পারছেন এবং সে মতে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে বিলম্বের কারণে প্রতিকার চাইতে পারছেন। আবার কোন তথ্যের ঘাটতি থাকলে গ্রাহকের কাছে মোবাইলে সংক্ষেপে 'এসএমএস' এর মাধ্যমে নোটিফিকেশন প্রেরণ করা হচ্ছে এবং গ্রাহক এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য তার ওএলএম আইডি-তে দেখতে পাচ্ছেন। এ অবস্থায় গ্রাহক ওএলএম আইডিতে লগ-ইন করলে দেখতে পান আবেদনটি 'রি-সাবমিশন' স্টেজে রয়েছে।

১.৫ সেবার জন্য সার্ভিস চার্জ নেই অর্থাৎ বিনামূল্যে সেবা প্রদানঃ

সিসিআইএন্ডই এর সেবা অনলাইনে গ্রহণের জন্য সার্ভিস চার্জ নেওয়া হয় না অর্থাৎ বিনামূল্যে সকল সেবা প্রদান করা হয়। শুধুমাত্র সরকার নির্ধারিত নিবন্ধন ফি ও নবায়ন ফি যা চালানের মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংক বা সোনালী ব্যাংকে জমা দিতে হয়, তার বাইরে কোন অর্থ নেয়া হয় না। অধিকন্তু নিবন্ধন ব্যতীত অন্যান্য সেবা যেমন, আমদানি পারমিট, রপ্তানি পারমিট, আমদানির পূর্বানুমতি পত্র, আমদানি-কাম-রপ্তানি পারমিট, ক্লিয়ারেন্স পারমিট ইত্যাদিতে সরকারকে কোন প্রকার ফিস দিতে হয়না। এমনকি নিবন্ধিত সনদের কোন পরিবর্তন/সংশোধন যেমন ব্যাংক পরিবর্তন, নাম পরিবর্তন, খাত পরিবর্তন, মালিকানা পরিবর্তন, অবস্থান পরিবর্তন, জাহাজীকরণ বা এলসি এর মেয়াদ বৃদ্ধি, এরূপ কোন সেবাতেও সরকারকে কোন ফি, সারচার্জ বা সার্ভিস চার্জ ও প্রদান করতে হয় না।

১.৬ ডাটাবেজ তৈরিকরণঃ

ওএলএম প্রবর্তনের ফলে একটি কেন্দ্রীয় ডাটাবেজ তৈরি করা সম্ভব হয়েছে। এমন এক সময় ছিল যখন আমদানি ও রপ্তানিকারকদের তালিকা বা সংশ্লিষ্ট তথ্য পাওয়া ছিল একটি দুরূহ ব্যাপার। সক্রিয় আমদানিকারক বা রপ্তানিকারকের নিবন্ধন সংক্রান্ত শতভাগ সঠিক কোন তথ্য ও পরিসংখ্যান সংরক্ষিত হতো না। বর্তমানে ওএলএম ডাটাবেজ হতে এ সকল তথ্য ও পরিসখ্যান খুব সহজেই প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে। ম্যানুয়েল পদ্ধতিতে সিসিআইএন্ডই এর পাশাপাশি গ্রাহকের মনোনিত শিডিউল ব্যাংক কর্তৃক আইআরসি নবায়ন করার ক্ষমতা আমদানি নীতি আদেশে দেয়া হয়েছিল। "রি-রেজিস্ট্রেশন" এর সময় দেখা গেছে অনেক গ্রাহক ব্যাংকে নবায়নের টাকা জমা দিয়ে এলসি ওপেন করলেও নবায়ন বইতে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক পৃষ্ঠাংকন করেনি। তাছাড়া নবায়ন সংক্রান্ত নিয়মিত প্রতিবেদন সিসিআইএন্ড-তে প্রেরণ করার বাধ্যবাধকতা থাকলেও সকল ব্যাংক ও নিয়মিত প্রতিবেদন প্রেরণ করতো না। কিছু গ্রাহকও জ্ঞাতসারে এ নিয়ে অবহেলা করে আসছিল। ওএলএম প্রবর্তনের ফলে নিবন্ধিত আমদানিকারক/ রপ্তানিকারকের বিভিন্ন পরিসংখ্যান নির্ণয় করা সহজ হয়েছে। আর এ সঠিক পরিসংখ্যান বাণিজ্য বিষয়ক নীতি নির্ধারণে অপরিহার্য ভূমিকা পালন করছে।

বিভিন্ন দপ্তরের সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

● সিসিআইএন্ডই এবং বাংলাদেশ হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষ

আমদানি ও রপ্তানি প্রধান নিয়ন্ত্রকের দপ্তর এবং বাংলাদেশ হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষ এর মধ্যে ২২ নভেম্বর ২০২০ তারিখে উভয় দপ্তরে সেবাসমূহ ইন্টিগ্রেশনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষ এর সম্মেলন কক্ষে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। আমদানি ও রপ্তানি প্রধান নিয়ন্ত্রকের দপ্তরে পক্ষে প্রধান নিয়ন্ত্রক এবং বাংলাদেশ হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সমঝোতার পক্ষে স্বাক্ষর ও স্মারক বিনিময় করেন। বাংলাদেশ হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক শিল্প আদমদানি নিবন্ধন সনদপত্র ও ইক্যুইটি শেয়ারের আমদানি পারমিট অনলাইনে যাচ্ছে প্রদান করা যাবে।

চিত্র: বাংলাদেশ হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষ এর সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর ও হস্তান্তর

● সিসিআইএন্ডই এবং সোনালী ব্যাংক লিমিটেড

আমদানি ও রপ্তানি প্রধান নিয়ন্ত্রকের দপ্তর এবং সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর মধ্যে ৭ জানুয়ারি, ২০২১ তারিখে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত এবং ইন্টিগ্রেশন সম্পন্ন হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব টিপু মুন্সি এমপি এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব ড. জাফর উদ্দিন ও সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর সিইও ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব আতাউর রহমান প্রধান উপস্থিত ছিলেন। আমদানি ও রপ্তানি নিবন্ধন সনদ পত্রের নিবন্ধন ও নবায়ণ ফি ও ভ্যাট 'সোনালী পেমেন্ট গেটওয়ে' ব্যবহার করে অনলাইনে/ই-পেমেন্ট এর মাধ্যমে গ্রহণের লক্ষ্যে উভয় দপ্তরের অনলাইন সিস্টেমের ইন্টিগ্রেশন হয়। এর ফলে সেবা গ্রহীতা বসে ই-চালান এর আওতায় "সোনালী পেমেন্ট গেটওয়ে" নামে সফটওয়্যারের ব্যবহার করে এ দপ্তরের বিভিন্ন সেবার ফি ক্যাশ অন কাউন্টার (ব্যাংক ব্রাঞ্চ), অনলাইন একাউন্ট ট্রান্সফার, মোবাইল ফিন্যান্স সার্ভিস (বিকাশ, রকেট, ইউক্যাশ ইত্যাদি), ডেবিট/ক্রেডিট কার্ড (ভিসা, মাস্টার, এমেক্স, নেক্সাস ইত্যাদি) সহ অন্যান্য পেমেন্ট সিস্টেম অনলাইনে প্রদান করতে সক্ষম হচ্ছেন। ই-পেমেন্ট চালুর ফলে রাজস্ব আদায় সহজ হয়েছে এবং সেবা প্রদান গতিশীল হয়েছে।

চিত্র: সোনালী ব্যাংকের সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত এবং ইন্টিগ্রেশন

➢ সিসিআইএন্ডই এবং বাংলাদেশ ব্যাংক

আমদানি ও রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষে আমদানি ও রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর এর অনলাইন সেবা সিস্টেম online licensing module (OLM) এর সাথে বাংলাদেশ ব্যাংক এর অনলাইন সিস্টেমের মধ্যে ১০ মার্চ, ২০২১ তারিখে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়।

সিসিআইআর দপ্তরের পক্ষ থেকে প্রধান নিয়ন্ত্রক মহোদয় ও বাংলাদেশ ব্যাংক এর পক্ষ থেকে ফরেন এক্সচেঞ্জ অপারেশন বিভাগের মহাব্যবস্থাপক সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেন। এর মাধ্যমে দুইটি সিস্টেমের মধ্যে ইন্টিগ্রেশন করার ফলে আমদানি ও রপ্তানি কার্যক্রম সম্পর্কে সকল তথ্যাদি পারস্পরিক বিনিময় করা সম্ভব হচ্ছে। বাণিজিক ব্যাংক কর্তৃক আমদানি ও রপ্তানি সংক্রান্ত যে সকল ঋণপত্র প্রতিষ্ঠা করা হয় তার তথ্য জানা সম্ভব হচ্ছে। এ ছাড়া মোট আমদানিকৃত ও রপ্তানিকৃত পণ্য এবং কোন নির্দিষ্ট পণ্যের আমদানি ও রপ্তানির পরিমান জানা সহজ হবে যা একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ এই সমঝোতা স্মারক ফলে ভবিষ্যতে আমদানিকারক ও রপ্তানিকারকের বিপরীতে তাঁর পণ্য আমদানিরও রপ্তানির একটি পূর্ণাঙ্গ ডাটাবেস তৈরি করা সহজ হবে যা দেশের আমদানি ও রপ্তানি কার্যক্রমে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।

চিত্র: বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে মঝোতা স্বাক্ষর করেন

➢ বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা) এর OSS সিস্টেম এবং আমদানি রপ্তানি প্রধান দপ্তরের OLM সিস্টেম এর ইন্টিগ্রেশন ঃ

৩১ ডিসেম্বর, ২০২০ তারিখে বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের অনলাইন ওয়ান স্টপ সার্ভিস পোর্টালের সাথে OLM এর ইন্টিগ্রেশন সম্পন্ন হয়। এর ফলে বিডা কর্তৃক সুপারিশকৃত শিল্প আইআরসি অনলাইনের মাধ্যমে প্রদান করা সম্ভব হয়েছে। বিডা ভবনের কনফারেন্স কক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ উপদেষ্টা জনাব সালমান ফজলুর রহমান সেবাসমূহ আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন। এ সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের ফলে বিনিয়োগকারীরা অতিদ্রুত সহজেই অনলাইনে সেবাসমূহ বিডা'র নির্বাহী চেয়ারম্যান জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম এর সভাতিত্বে আয়োজিত অনুষ্ঠানে এ দপ্তরের প্রধান নিয়ন্ত্রক জনাব সোলেমান খান উপস্থিত ছিলেন।

ই-নথির বাস্তবায়ন

সেবা প্রদানে ই-নথি ব্যবস্থাপনায় সিসিআইএন্ডই-তে ব্যাপক পরিবর্তন এনেছে ও এলএম বহির্ভূত আবেদন নিষ্পত্তি দ্রুততম সময়ে সম্পন্ন করার জন্যে প্রায় শতভাগ নথি ই-ফাইলে নিষ্পত্তি করা হচ্ছে। বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থার নথি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে ই-নথি'র বাস্তবায়ন ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। মহামারী করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) এর কারণে স্বাস্থ্যঝুকির সময়ে শতভাগ নথি ই-ফাইলে নিষ্পত্তি করায় সরকারী কার্যক্রমের পাশাপাশি ব্যবসায়িক কার্যক্রমের পূর্ণ গতিশীলতা বজায় রাখা সম্ভব হয়েছে। বর্তমানে প্রায় শতভাগ নথি ই-ফাইলে নিষ্পত্তি করা হচ্ছে। ফলে এখন সেবা প্রদান আরো সহজ ও গতিশীল হয়েছে।

➢ নিবন্ধিত আমদানিকারক, রপ্তানিকারক ও ইন্ডেন্টরদের ডাটাবেজ তৈরিকরণ

প্রথমবারের মত আমদানিকারক ও রপ্তানিকারকদের ডাটাবেজ তৈরি করা সম্ভব হয়েছে। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ৫২,৮৯৬টি আমদানিকারক, রপ্তানিকারক ও ইন্ডেনটর এর তথ্যাদি OLM এর ডাটাবেজ এ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ফলে ভবিষ্যতে আমদানিকারক ও রপ্তানিকারকদের তথ্য তাদের নিজেদের পাশাপাশি সরকারের প্রয়োজনেও তাৎক্ষণিক সরবরাহ করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন পোর্টে শুল্ক কর্তৃপক্ষ, ব্যাংক এবং বিভিন্ন সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান সহজেই তাদের বৈধতা যাচাইয়ের পাশাপাশি কার্যক্রম দ্রুত নিষ্পন্ন করতে পারছে। এটি ব্যবসা সহজীকরণে বিশেষ ভূমিকা রাখছে।

জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলী বাস্তবায়ন

➢ মুজিববর্ষ ও স্বাধীনতার সুর্বণ জয়ন্তী উদযাপন

১. মুজিব বর্ষ উপলক্ষে অত্র দপ্তরের সকল সনদপত্রে মুজিব শতবর্ষের লোগো সংযোজন করে জারি করা হয়।
২. জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত সকল কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ।
৩. সকল আঞ্চলিক কার্যালয়ে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও জাতির পিতাকে সম্মান জানিয়ে ব্যানার স্থাপন এবং স্থানীয় প্রশাসন আয়োজিত সকল কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ।
৪. টুঙ্গীপাড়াস্থ বঙ্গবন্ধুর মাজার জিয়ারত ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়।
৫. স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে ওএলএম এ সনদ নিবন্ধন মেলা ২০২১ উৎসর্গ করা হয় বঙ্গবন্ধুকে শুভেচ্ছা জানিয়ে।
৬. বঙ্গবন্ধুর জীবনীর উপর সেমিনার/ওয়ার্কশপের আয়োজন করা হয়।
৭. বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্ম নিয়ে বিশেষ রচনা ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন।
৮. জাতির পিতার স্মরণে বিশেষ স্যুভেনির প্রকাশ করা হয়।
৯. স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও মুজিব বর্ষে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত সকল অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ।
১০. প্রধান নিয়ন্ত্রকের দপ্তরসহ সকল আঞ্চলিক দপ্তরসমূহ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা, আবর্জনা ফেলার জন্য নির্ধারিত ডাস্টবিনের ব্যবস্থা করা হয়।

চিত্র: বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্ম নিয়ে বিশেষ রচনা ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান

➢ জাতীয় শোক দিবস পালন

১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস পালন উপলক্ষে আমদানি ও রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পমাল্য অর্পণের মাধ্যমে দিবসের কার্যাবলি শুরু হয়। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যাতে দপ্তরের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক টিসিবি (১, কাওরান বাজার, ঢাকা) ভবনের অডিটরিয়ামে আয়োজিত জাতীয় শোক দিবসের অনুষ্ঠানে প্রধান নিয়ন্ত্রক মহোদয়ের নেতৃত্বে অত্র দপ্তরের একটি প্রতিনিধি দল অংশগ্রহণ করে। যথাযোগ্য মর্যাদায় জাতীয় শোক দিবস ১৫ আগস্ট ২০২০ অত্র দপ্তর কর্তৃক পালন করা হয়।

চিত্র: জাতীয় শোক দিবস পালন

চিত্র: জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্ম শতবার্ষিকী পালন

➢ করোনাকালীন কার্যক্রম

করোনা মহামারী কোভিড-১৯ এর প্রাদুর্ভাব দেখা দিলে লকডাউনকালীন সময়েও অত্র অধিদপ্তরের অনলাইন সেবা পদ্ধতি "ওএলএম" এবং ই-ফাইলিং এর মাধ্যমে সকল সেবা প্রদান অব্যাহত ছিল। কোভিড- ১৯ এর সংক্রমণ রোধকল্পে দেশে উৎপাদিত ফেস মাস্ক ও হ্যান্ড স্যানিটাইজার রপ্তানি নিষিদ্ধ করে গণবিজ্ঞপ্তি (নং- ৩৬/রপ্তানি) জারি করা হয়েছিল। এ ছাড়া করোনা ভাইরাসের প্রভাব মোকাবেলায় শিশুখাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত করতে গুড়াদুধ আমদানির জন্য আমদানি নীতি আদেশের অনুচ্ছেদ ১৬ এর উপ অনুচ্ছেদ ১৭(ঘ) এর শর্ত সাময়িকভাবে স্থগিত করে গণবিজ্ঞপ্তি (নং- ৩৮/আমদানি) জারি করা হয়েছিল। অনলাইনে সকল প্রকার সেবা প্রদান অব্যাহত রেখে সরকারী নির্দেশনা অনুসরণে স্বাস্থ্যবিধি মেনে সীমিত আকারে অফিস খোলা রেখে যথানিয়মে কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে। এ সময়ে সরকারী বিভিন্ন প্রকল্পের মালামাল আমদানির জন্য আমদানি পারমিট (আইপি) সহ অন্যান্য সকল কার্যক্রম ই-নথির মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হয়েছে। ফলে করোনা মহামারীর সময়ে সরকারী উন্নয়ন প্রকল্পের কাজের কোন সমস্যা হয়নি এবং ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ব্যবসায়ীগণও কোন প্রতিবন্ধকতা ছাড়া আমদানি ও রপ্তানি কার্যক্রম পরিচালনা করতে পেরেছেন।

আঞ্চলিক দপ্তরসমূহের কার্যক্রম সংক্রান্ত

আমদানি ও রপ্তানি নিয়ন্ত্রকের দপ্তর, ঢাকা

ঠিকানা: জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ (NSC) ভবন, লেভেল- ১৪
৬২/৩, পুরানা পল্টন, ঢাকা- ১০০০।
ফোন: ০২-৩৫৫৩০১৮
ওয়েবসাইট: http://ccie.dhaka.gov.bd
ই-মেইল: controller.dhaka@ccie.gov.bd

আমদানি ও রপ্তানি নিয়ন্ত্রকের দপ্তর, ঢাকা রাজধানীতে অবস্থিত। সংগত কারণে এ দপ্তরটি ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি সরকারী দপ্তর। ঢাকা, গাজীপুর, মুন্সীগঞ্জ, নরসিংদী, টাঙ্গাইল, ফরিদপুর, মানিকগঞ্জ, মাদারীপুর, রাজবাড়ী, শরিয়তপুর, নারায়ণগঞ্জ ও গোপালগঞ্জসহ মোট ১২ (বার) টি জেলা নিয়ে এদপ্তরের কার্যক্রম বিস্তৃত। এ সকল জেলায় দেশের বৃহত্তম শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান থাকায় এ দপ্তরটি আমদানি ও রপ্তানিসহ ব্যবসা বাণিজ্যে বিশেষ ভূমিকা পালন করছে। দেশের মোট আমদানিকারক, রপ্তানিকারক ও ইন্ডেন্টরদের প্রায় ৮০ ভাগ এ দপ্তর হতে নিবন্ধন প্রাপ্ত।

এ দপ্তরের আওতাধীন হযরত শাহজালাল (রা:) আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, পানগাঁও কন্টেইনার টার্মিনাল, ঢাকা নৌ-বন্দর, নারায়ণগঞ্জ নৌ-বন্দর, ঢাকা ইপিজেড, নারায়ণগঞ্জ ইপিজেড, বিসিক শিল্প নগরী, চামড়া শিল্পনগরী, বৃহত্তম রেলওয়ে ষ্টেশন, কাস্টম হাউস (আইসিডি) কমলাপুর, ঢাকা কাস্টম হাউস থাকায় এর মাধ্যমে আমদানি ও রপ্তানিসহ ব্যবসা বাণিজ্য উন্নয়নে ও রাজস্ব আদায়ে বিশেষ ভূমিকা পালন করছে।

এ ছাড়াও এ দপ্তর কর্তৃক সেবা গ্রহীতাদের জন্য স্মার্ট ম্যানেজমেন্ট এর মাধ্যমে নানাবিধ সমস্যা সমূহ নিরসনের লক্ষ্যে হেল্পডেস্ক, আধুনিক কর্পোরেট কালচারে অফিস ভবন স্থাপন, কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের শিশু সন্তানদের জন্য শিশু পরিচর্যা কেন্দ্র ''শিশুকানন'', কেন্দ্রীয়ভাবে সার্বক্ষনিক সিসি ক্যামেরার মাধ্যমে কার্যক্রম মনিটরিং এবং -ই-মেইল, মোবাইল/টেলিফোনে মাধ্যমে দ্রুততম সময়ে সেবা প্রদান করা হচ্ছে।

কর্মকর্তাগণের পরিচিতিঃ

১) জনাব মোহাম্মদ আওলাদ হোসেন, নিয়ন্ত্রক (চঃদাঃ)
২) প্রকৌঃ এ টি এম মহিউদ্দিন, উপ-নিয়ন্ত্রক
৩) জনাব মোঃ রেজাউল ইসলাম, সহকারী নিয়ন্ত্রক
৪) জনাব মোঃ ওবায়দুল্লাহ, সহকারী নিয়ন্ত্রক
৫) জনাব মোঃ তারিকুল ইসলাম, সহকারী নিয়ন্ত্রক
৬) জনাব দিপাল বড়ুয়া, নির্বাহী অফিসার
৭) জনাব মোঃ রেজাউল করিম, নির্বাহী অফিসার
৮) জনাব লস্কর মোহাম্মদ হারিস, নির্বাহী অফিসার
৯) জনাব নুসরাত জাহান, নির্বাহী অফিসার
১০) জনাব সৈয়দা স্বীকৃতি রহমান, নির্বাহী অফিসার
১১) জনাব মোঃ মাহাবুর রহমান সাকিল, নির্বাহী অফিসার
১২) জনাব মোঃ রনি মিয়া, নির্বাহী অফিসার

কর্মচারীগণের পরিচিতিঃ

২) জনাব মোঃ গোলাম মোস্তফা, উচ্চমান সহকারী।
৩) জনাব মোঃ শহিদুলইসলাম, উচ্চমান সহকারী।
৪) জনাব মোঃ আব্দুর রহিম, উচ্চমান সহকারী।
৫) জনাব মোঃ কামাল জহিরউদ্দিন, উচ্চমান সহকারী
৬) জনাব মোঃ আবদুল হালিম, উচ্চমান সহকারী।
৭) জনাব রাজ আহম্মেদ রাজু

ক) ঢাকা অফিসের ১ জুলাই ২০২০ হতে ৩০ জুন ২০২১ রি-রেজিস্ট্রেশন এর মাধ্যমে প্রদত্ত সনদপত্রের পরিসংখ্যানঃ

ক্র.নং	সেবার নাম	আবেদন প্রাপ্তি	নিষ্পত্তি	প্রক্রিয়াধীন		নিষ্পত্তির হার
				অনিষ্পন্ন	রিসাবমিট	
০১	আইআরসি (বাণিজ্যিক)	১৪৩৮৬	১৪৩৩৩	১০	৪৩	৯৯.৬৩%
০২	বহুজাতিক আইআরসি	৪৬৫	৬৪৩	০	২	৯৯.৫৭%
০৩	আইআরসি (শিল্প) এডহক	০০	০০	০০	০০	০০
০৪	আইআরসি (শিল্প) নিয়মিত	৪৪২৮	৪৪০৩	৫	২০	৯৯.৪৪%
০৫	বহুজাতিক ইআরসি	৬১৮	৬১৮	০	০	১০০.০০%
০৬	ইআরসি (সাধারন)	৭০৫৪	৭০৩৮	৯	৭	৯৯.৭৭%
০৭	ইন্ডেন্টিং ইআরসি	৯৫৭	৯৫৭	০	০	১০০.০০%
	মোট সংখ্যা	২৭৯০৮	২৭৮১২	২৪	৭২	৯৯.৬৬%

খ) ঢাকা অফিসের ১ জুলাই ২০২০ হতে ৩০ জুন ২০২১ নতুন পর্যন্ত নতুন নিবন্ধন সদনপত্রের পরিসংখ্যানঃ

ক্র.নং	সেবার নাম	আবেদন প্রাপ্তি	নিষ্পত্তি	প্রক্রিয়াধীন		নিষ্পত্তির হার
				অনিষ্পন্ন	রিসাবমিট	
০১	আইআরসি (বাণিজ্যিক)	৪৯৪৮	৪৬৪৮	৫	২৯৫	৯৩.৯৪%
০২	বহুজাতিক আইআরসি	১৩৪	১৩৪	০	০	১০০%
০৩	আইআরসি (শিল্প) এডহক	৬১৮	৫৭৩	২	৫৩	৯১.২৪%
০৪	আইআরসি (শিল্প) নিয়মিত	০	০	০	০	০
০৫	বহুজাতিক ইআরসি	৯৫	৯২	১	২	৯৬.৮৪%
০৬	ইআরসি (সাধারন)	২০৯৯	১৯৭৫	১	১২৩	৯৫.০৯%
০৭	ইন্ডেন্টিং ইআরসি	২২৩	২১১	০	১২	৯৪.৬২%
	মোট সংখ্যা	৮১২৭	৭৬৩৩	৯	৪৮৫	৯৩.৯২%

গ) ঢাকা অফিসের ১ জুলাই ২০২০ হতে ৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত নিবন্ধন সনদ পত্র নবায়নের পরিসংখ্যানঃ

ক্র.নং	সেবার নাম	আবেদন প্রাপ্তি	নিষ্পত্তি	প্রক্রিয়াধীন		নিষ্পত্তির হার
				অনিষ্পন্ন	রিসাবমিট	
০১	আইআরসি (বাণিজ্যিক)	১৪২৬	১২৫৭	১৫	১৫৪	৮৮.১৫%
০২	বহুজাতিক আইআরসি	৬৫	৫০	১	১৪	৭৬.৯২%
০৩	আইআরসি (শিল্প) এডহক	০০	০০	০০	০০	০০
০৪	আইআরসি (শিল্প) নিয়মিত	৫১৬	৪১৩	৫	৯৮	৮০.০৪%
০৫	বহুজাতিক ইআরসি	৫৩	৪৩	২	৮	৮১.১৩%
০৬	ইআরসি (সাধারন)	৬৫৮	৫৫২	৬	১০০	৮৩.৮৯%
০৭	ইন্ডেন্টিং ইআরসি	৭৯	৭০	১	৮	৮৮.৬১%
	মোট সংখ্যা	২৭৯৭	২৩৮৫	৩০	৩৮২	৮৫.২৭%

আমদানি ও রপ্তানি নিয়ন্ত্রকের দপ্তর, চট্টগ্রাম

ঠিকানা: সরকারী কার্যভবন নং- ১
আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম।
ফোন: ০৩১-৭২১৩৬৮
ওয়েবসাইট: http://ccie.chittagong.gov.bd
ই-মেইল: controller.chittagong@ccie.gov.bd

ইতিহাস ও প্রেক্ষাপটঃ

বাংলাদেশের বাণিজ্যিক রাজধানী খ্যাত চট্টগ্রামে অবস্থিত আমদানিও রপ্তানি নিয়ন্ত্রকের দপ্তরের রয়েছে সুদীর্ঘ ইতিহাস। একটি দেশের কাঙ্খিত আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্যের অবদান অপরিসীম। দেশের ৭৫ ভাগ রপ্তানি বাণিজ্য এবং ৮০ ভাগ আমদানি বাণিজ্য চট্টগ্রাম দিয়ে সম্পন্ন হয়। চট্টগ্রামে রয়েছে অসংখ্য ছোট, মাঝারি এবং বড় শিল্প কারখানা। ১৯৪০ সালে ভারতের আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্যের উপর প্রথম সরকারি নিয়ন্ত্রণের সূচনা হয়। ১৯৪৮ সাল থেকে আমদানি ও রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের চট্টগ্রাম অফিস আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ, সহজিকরণ, সেবা দান এবং রাজস্ব আদায়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং ব্যবসা সহজিকরণের লক্ষ্যে ১৯৭৩ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পদক্ষেপে আমদানি ও রপ্তানি দপ্তর পুনর্গঠনের পর থেকে অদ্যবধি চট্টগ্রাম আঞ্চলিক দপ্তর নিরবচ্ছিন্ন সেবা প্রদান কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে।

গুরুত্বঃ

আমদানি ও রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের চট্টগ্রাম অফিস প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকেই আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্যের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। চট্টগ্রাম বিভাগের অন্তর্গত চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান, নোয়াখালী, ফেনী এবং লক্ষীপুর জেলাসমূহ অত্র দপ্তরের আওতাধীন। মুক্ত বাজার অর্থনীতিতে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্যের ভূমিকা অতি গুরুত্বপূর্ণ। খাদ্যশস্য, কৃষি উৎপাদন, শিল্পের মেশিনারী, কাচাঁমাল ও যন্ত্রাংশ, জ্বালানী এবং অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের চাহিদার বৃহৎ অংশ আমদানির মাধ্যমেই মেটানো হয়। চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দর বাংলাদেশের সর্ব বৃহৎ সমুদ্র বন্দর। বাণিজ্যিক রাজধানী হিসেবে খ্যাত এ অঞ্চলের আমদানি ও রপ্তানি সেবা প্রদানে অত্র দপ্তরের ভূমিকা অপরিসীম। চট্টগ্রাম শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের মাধ্যমে আকাশ পথে আমদানি রপ্তানি সেবা প্রদানে অত্র দপ্তরের গুরুত্ব রয়েছে। এ ছাড়া সরকারী রাজস্ব আদায়েও অত্র দপ্তর অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে।

ক) চট্টগ্রাম অফিসের ১ জুলাই ২০২০ হতে ৩০ জুন ২০২১ রি-রেজিস্ট্রেশন এর মাধ্যমে প্রদত্ত সনদপত্রের পরিসংখ্যানঃ

ক্র.নং	সেবার নাম	আবেদন প্রাপ্তি	নিষ্পত্তি	প্রক্রিয়াধীন		নিষ্পত্তির হার
				অনিষ্পন্ন	রিসাবমিট	
০১	আইআরসি (বাণিজ্যিক)	৩৩৯৪	৩৩৮৩	৫	৬	৯৯.৬৮%
০২	বহুজাতিক আইআরসি	১৩	১৩	০	০	১০০.০০ %
০৩	আইআরসি (শিল্প) এডহক	০০	০০	০০	০০	০০
০৪	আইআরসি (শিল্প) নিয়মিত	৯১২	৯১০	১	১	৯৯.৭৮%
০৫	বহুজাতিক ইআরসি	২৭	২৭	০	০	১০০.০০%
০৬	ইআরসি (সাধারন)	১৩৪৭	১৩৪৪	১	২	৯৯.৭৮%
০৭	ইন্ডেন্টিং ইআরসি	৭৯	৭৯	০	০	১০০.০০%
	মোট সংখ্যা	৫৭৭২	৫৭৫৬	৭	৯	৯৯.৭২%

খ) চট্টগ্রাম অফিসের ১ জুলাই ২০২০ হতে ৩০ জুন ২০২১ নতুন পর্যন্ত নতুন নিবন্ধন সদনপত্রের পরিসংখ্যানঃ

ক্র.নং	সেবার নাম	আবেদন প্রাপ্তি	নিষ্পত্তি	প্রক্রিয়াধীন		নিষ্পত্তির হার
				অনিষ্পন্ন	রিসাবমিট	
০১	আইআরসি (বাণিজ্যিক)	৩৩৯৪	৩৩৮৩	৫	৬	৯৯.৬৮%
০২	বহুজাতিক আইআরসি	১৩	১৩	০	০	১০০.০০ %
০৩	আইআরসি (শিল্প) এডহক	০০	০০	০০	০০	০০
০৪	আইআরসি (শিল্প) নিয়মিত	৯১২	৯১০	১	১	৯৯.৭৮%
০৫	বহুজাতিক ইআরসি	২৭	২৭	০	০	১০০.০০%
০৬	ইআরসি (সাধারন)	১৩৪৭	১৩৪৪	১	২	৯৯.৭৮%
০৭	ইন্ডেন্টিং ইআরসি	৭৯	৭৯	০	০	১০০.০০%
	মোট সংখ্যা	৫৭৭২	৫৭৫৬	৭	৯	৯৯.৭২%

গ) চট্টগ্রাম অফিসের ১ জুলাই ২০২০ হতে ৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত নিবন্ধন সনদপত্র নবায়নের পরিসংখ্যানঃ

ক্র.নং	সেবার নাম	আবেদন প্রাপ্তি	নিষ্পত্তি	প্রক্রিয়াধীন		নিষ্পত্তির হার
				অনিষ্পন্ন	রিসাবমিট	
০১	আইআরসি (বাণিজ্যিক)	২৩৫	২০৭	৫	২৩	৮৮.০৯ %
০২	বহুজাতিক আইআরসি	০০	০০	০০	০০	০০
০৩	আইআরসি (শিল্প) এডহক	০০	০০	০০	০০	০০
০৪	আইআরসি (শিল্প) নিয়মিত	১২১	১১২	৫	৪	৯২.৫৬%
০৫	বহুজাতিক ইআরসি	০০	০০	০০	০০	০০
০৬	ইআরসি (সাধারন)	১১৩	১০৫	১	৭	৯২.৯২%
০৭	ইন্ডেন্টিং ইআরসি	৫	৫	০	০	১০০%
	মোট সংখ্যা	৪৭৪	৪২৯	১১	৩৪	৯০.৫১%

কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের পরিচিতিঃ

নাম	পদবী
জনাব আবদুর রহিম	নিয়ন্ত্রক (চলতি দায়িত্ব)
জনাব মোঃ রিফাত হাসান	সহকারী নিয়ন্ত্রক
জনাব সৌরভ হাসান	নির্বাহী অফিসার
জনাব মোঃ মামুনুল হাছান	উচ্চমান সহকারী

আমদানি ও রপ্তানি যুগ্মনিয়ন্ত্রকের দপ্তর, রাজশাহী

➢ ঠিকানা: আঃ সোবহান টাওয়ার (৫ম তলা), গ্রেটার রোড
কাদিরগঞ্জ, দাড়িখরবোনা, রাজশাহী।
ফোন: ০৭২১-৭৭২০১৮
ওয়েবসাইট: http://ccie.rajshahi.gov.bd/
ই-মেইল: eo1.rajshahi@ccie.gov.bd

আমদানি ও রপ্তানি যুগ্ম-নিয়ন্ত্রকের দপ্তর, রাজশাহী প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকেই দেশের আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্যের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। রাজশাহী বিভাগের অন্তর্গত রাজশাহী, নাটোর ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা সমূহ অত্র দপ্তরের আওতাধীন। আমদানি-রপ্তানি ব্যবসায়-বাণিজ্য সহজীকরণের মাধ্যমে দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে এই দপ্তর OLM (অনলাইন লাইসেন্সিং মডিউল) এর মাধ্যমে দ্রুততম সময়ের মধ্যে আমদানি ও রপ্তানি নিবন্ধন সনদ প্রদান করেছে। চাঁপাইনবাবগঞ্জের সোনা মসজিদ স্থলবন্দরের মাধ্যমে প্রতিবেশী দেশ ভারতের সাথে আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যের প্রসারে অত্র দপ্তর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে করছে। বাণিজ্য সহজীকরণ, নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টি ও সামগ্রিক ব্যবসায়িক পরিবেশ উন্নয়নের স্বার্থে সংশ্লিষ্ট সকল অফিস/দপ্তর/সংস্থা সমূহের সাথে সহযোগিতার মাধ্যমে অত্র দপ্তর রাজশাহী, নাটোর ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার অর্থনেতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

ক) রাজশাহী অফিসের ১ জুলাই ২০২০ হতে ৩০ জুন ২০২১ নতুন পর্যন্ত নতুন নিবন্ধন সনদপত্রের পরিসংখ্যানঃ

ক্র.নং	সেবার নাম	আবেদন প্রাপ্তি	নিষ্পত্তি	প্রক্রিয়াধীন		নিষ্পত্তির হার
				অনিষ্পন্ন	রিসাবমিট	
০১	আইআরসি (বাণিজ্যিক)	৩৮	৩৭	১	০	৯৭.৩৭%
০২	বহুজাতিক আইআরসি	০০	০০	০০	০০	০০
০৩	আইআরসি (শিল্প) এডহক	০০	০০	০০	০০	০০
০৪	আইআরসি (শিল্প) নিয়মিত	৯	৮	০০	০০	৮৮.৮৯%
০৫	বহুজাতিক ইআরসি	০০	০০	০০	০০	০০
০৬	ইআরসি (সাধারন)	৬	৬	০	০	১০০%
০৭	ইক্সেপ্টিং ইআরসি	০০	০০	০০	০০	০০
	মোট সংখ্যা	৫৩	৫১	১	১	৯৬.২০%

খ) রাজশাহী অফিসের ১ জুলাই ২০২০ হতে ৩০ জুন ২০২১ নতুন পর্যন্ত নতুন নিবন্ধন সদনপত্রের পরিসংখ্যানঃ

ক্র.নং	সেবার নাম	আবেদন প্রাপ্তি	নিষ্পত্তি	প্রক্রিয়াধীন		নিষ্পত্তির হার
				অনিষ্পন্ন	রিসাবমিট	
০১	আইআরসি (বাণিজ্যিক)	১৪৭	১৪১	০	৬	৯৫.৯২%
০২	বহজাতিক আইআরসি	০০	০০	০০	০০	০০
০৩	আইআরসি (শিল্প) এডহক	১৫	১৫	০	০	১০০%
০৪	আইআরসি (শিল্প) নিয়মিত	০০	০০	০০	০০	০০
০৫	বহজাতিক ইআরসি	০০	০০	০০	০০	০০
০৬	ইআরসি (সাধারন)	২৫	২৫	০	০	১০০%
০৭	ইন্ডেন্টিং ইআরসি	০	০	০০	০০	০
	মোট সংখ্যা	১৮৭	১৮১	০	৬	৯৬.৭৯%

গ) রাজশাহী অফিসের ১ জুলাই ২০২০ হতে ৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত নিবন্ধন সনদপত্র নবায়নের পরিসংখ্যানঃ

ক্র.নং	সেবার নাম	আবেদন প্রাপ্তি	নিষ্পত্তি	প্রক্রিয়াধীন		নিষ্পত্তির হার
				অনিষ্পন্ন	রিসাবমিট	
০১	আইআরসি (বাণিজ্যিক)	৩৬৯	৩৬৭	০	২	৯৯.৪৬%
০২	বহজাতিক আইআরসি	২	২	০	০	১০০.০০%
০৩	আইআরসি (শিল্প) এডহক	০০	০০	০০	০০	০০
০৪	আইআরসি (শিল্প) নিয়মিত	৩৯	৩৯	০	০	১০০.০০%
০৫	বহজাতিক ইআরসি	০০	০০	০০	০০	০০
০৬	ইআরসি (সাধারন)	৪৭	৪৭	০	০	১০০.০০%
০৭	ইন্ডেন্টিং ইআরসি	০০	০০	০০	০০	০০
	মোট সংখ্যা	৪৫৭	৪৫৫	০	২	৯৯.৫৬%

কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের পরিচিতিঃ

নাম	পদবী
জনাব মনিরুজ্জামান খান	উপ-নিয়ন্ত্রক
জনাব মোঃ তারিকুল ইসলাম	সহকারী নিয়ন্ত্রক
জনাব মোঃ শামীম	নির্বাহী অফিসার
জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম	উচ্চমান সহকারী

আমদানি ও রপ্তানি যুগ্ম-নিয়ন্ত্রকের দপ্তর, খুলনা

ঠিকানা: ৫১, কেডিএ এভিনিউ, খুলনা
ফোন: ০৪১-৭২০৫৬১
ওয়েবসাইট: http://ocie.khulna.gov.bd/
ই-মেইল: dc.khulna@ccie.gov.bd

আমদানি ও রপ্তানি যুগ্ম-নিয়ন্ত্রকের দপ্তর, খুলনা আমদানি ও রপ্তানি কার্যক্রম তথা ব্যবসা-বাণিজ্য সহজীকরণ, শিল্পায়ন এবং এ অঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বাগেরহাট, খুলনা, যশোর, নড়াইল, সাতক্ষীরা, মেহেরপুর, মাগুরা, চুয়াডাঙ্গা, ঝিনাইদহ এবং কুষ্টিয়া এ দপ্তরের আওতাধীন। বাংলাদেশের দ্বিতীয় সমুদ্র বন্দর (মংলা), ০৩ (তিন) টি ইকোনোমিক জোন (Mongla Economic Zone, Mongla Economic Zone for India (G2G) and Rampal Economic Zone), একটি রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল (Mongla EPZ) ছাড়াও খুলনা বিভাগে রয়েছে দেশের বৃহত্তম স্থলবন্দর বেনাপোল। বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যকার স্থল বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র হিসেবে বেনাপোল স্থলবন্দর ব্যবহৃত হয় এবং মোট স্থল বাণিজ্যের শতকরা ৯০ ভাগ এই বেনাপোলের মাধ্যমে সংঘটিত হয়ে থাকে। খুলনা বিভাগের শিল্পায়ন এবং ব্যাপক আমদানি ও রপ্তানি কার্যক্রমে আমদানি ও রপ্তানি যুগ্ম-নিয়ন্ত্রকের দপ্তর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং অপরিহার্য ভুমিকা পালন করছে।

ক) খুলনা অফিসের ১ জুলাই ২০২০ হতে ৩০ জুন ২০২১ রি-রেজিস্ট্রেশন এর মাধ্যমে প্রদত্ত সনদপত্রের পরিসংখ্যানঃ

ক্র.নং	সেবার নাম	আবেদন প্রাপ্তি	নিষ্পত্তি	প্রক্রিয়াধীন		নিষ্পত্তির হার
				অনিষ্পন্ন	রিসাবমিট	
০১	আইআরসি (বাণিজ্যিক)	২১০	২০২	০	৮	৯৬.১৯%
০২	বহুজাতিক আইআরসি	০০	০০	০০	০০	০০
০৩	আইআরসি (শিল্প) এডহক	০০	০০	০০	০০	০০
০৪	আইআরসি (শিল্প) নিয়মিত	২৭	২৭	০০	০০	১০০%
০৫	বহুজাতিক ইআরসি	০০	০০	০০	০০	০০
০৬	ইআরসি (সাধারন)	২৯	২৮	১	০	৯৬.৫৫%
০৭	ইকেটিং ইআরসি	০০	০০	০০	০০	০০
	মোট সংখ্যা	২৬৬	২৫৭	১	৮	৯৬.৬২%

খ) খুলনা অফিসের ১ জুলাই ২০২০ হতে ৩০ জুন ২০২১ নতুন পর্যন্ত নতুন নিবন্ধন সদনপত্রের পরিসংখ্যানঃ

ক্র.নং	সেবার নাম	আবেদন প্রাপ্তি	নিষ্পত্তি	প্রক্রিয়াধীন		নিষ্পত্তির হার
				অনিষ্পন্ন	রিসাবমিট	
০১	আইআরসি (বাণিজ্যিক)	৬৩৮	৬২৯	২	৭	৯৮.৫৯%
০২	বহুজাতিক আইআরসি	১	১	০	১৬	১০০%
০৩	আইআরসি (শিল্প) এডহক	৩৩	৩০	২	১	৯০.৯১%
০৪	আইআরসি (শিল্প) নিয়মিত	০০	০০	০০	০০	০০
০৫	বহুজাতিক ইআরসি	০০	০০	০০	০০	০০
০৬	ইআরসি (সাধারন)	১৩৯	১৩৭	১	১	৯৮.৫৬%
০৭	ইন্ডেন্টিং ইআরসি	৩	৩	০০	০০	৮৫.২৩%
	মোট সংখ্যা	৮১৪	৮০০	৫	৯	৯৮.২৮%

গ) খুলনা অফিসের ১ জুলাই ২০২০ হতে ৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত নিবন্ধন সনদপত্র নবায়নের পরিসংখ্যানঃ

ক্র.নং	সেবার নাম	আবেদন প্রাপ্তি	নিষ্পত্তি	প্রক্রিয়াধীন		নিষ্পত্তির হার
				অনিষ্পন্ন	রিসাবমিট	
০১	আইআরসি (বাণিজ্যিক)	১৫৯৯	১৫৯৮	১	০	৯৯.৯৪%
০২	বহুজাতিক আইআরসি	৯	৯	০	০	১০০.০০%
০৩	আইআরসি (শিল্প) এডহক	০০	০০	০০	০০	০০
০৪	আইআরসি (শিল্প) নিয়মিত	১৩৫	১৩৫	০	০	১০০.০০%
০৫	বহুজাতি কইআরসি	১১	১১	০	০	১০০.০০%
০৬	ইআরসি (সাধারন)	৩৭২	৩৭১	১	০	৯৯.৭৩%
০৭	ইন্ডেন্টিং ইআরসি	৩	৩	০	০	১০০.০০%
	মোট সংখ্যা	২১২৯	২১২৭	২	০	৯৯.৯১%

কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের পরিচিতিঃ

নাম	পদবী
জনাব মোহাম্মদ খায়রুল আলম	উপ নিয়ন্ত্রক
জনাব মোঃ আব্দুল্লাহ-আল-হারুন	নির্বাহী অফিসার
জনাব মোফাজ্জল হোসেন	সাঁটলিপিকার-কাম-কম্পিউটার অপারেটর
জনাব সুজন মৃধা	আফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার অপারেটর
জনাব সেলিনা আক্তার	আফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার অপারেটর

আমদানি ও রপ্তানি সহকারী নিয়ন্ত্রকের দপ্তর, সিলেট

ঠিকানা: উর্মি-৫৬, শিবগঞ্জ, সিলেট-৩১০০
ফোন: ০৮২১-৭৬০৫৬৮
ওয়েবসাইট: http://ocie.sylhet.gov.bd/
ই-মেইল: eo1.sylhet@ccie.gov.bd

আমদানি ও রপ্তানি সহকারী নিয়ন্ত্রকের দপ্তর, সিলেট এর আওতাধীন জেলা সমূহ সিলেট, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ ও মৌলভীবাজার। অত্র দপ্তর হতে এই ০৪ (চার) টি জেলার ব্যবসায়ীদের অনুকূলে আমদানি নিবন্ধন সনদপত্র (আইআরসি) বাণিজ্যিক ও শিল্প, রপ্তানি নিবন্ধন সনদপত্র (ইআরসি) এবং ইন্ডেন্টিং (রপ্তানি) নিবন্ধন সনদপত্র জারি ও নবায়ন করা হয়। ২০২০-২০২১ অর্থ-বছরে অত্র দপ্তর হতে জারিকৃত বাণিজ্যিক নতুন আইআরসি জারির সংখ্যা ২২২টি, রি-রেজিষ্ট্রেশন ৬৯টি এবং নবায়ন ১১৫৫টি। শিল্প আইআরসি নতুন জারির সংখ্যা ১৪টি, রি-রেজিষ্ট্রেশন ০৭টি এবং নবায়ন ১৪টি। ইআরসি নতুন জারির সংখ্যা ৫৬টি, রি-রেজিষ্ট্রেশন ১৪টি ও নবায়ন ৬৪টি। বহুজাতিক এবং ইন্ডেন্টিং ইআরসি নতুন জারির সংখ্যা ০১টি করে। ২০২০-২০২১ অর্থ-বছরে অত্র দপ্তরের রাজস্ব আয়ের পরিমাণ ২,৩৩,৬৪,৮০০/- (দুই কোটি তেত্রিশ লক্ষ চৌষট্টি হাজার আটশত) টাকা এবং ভ্যাট আদায়ের পরিমাণ ৩৮,২৭,১১৯/- (আটত্রিশ লক্ষ সাতাশ হাজার একশত উনিশ) টাকা।

সিলেট বিভাগে বাংলাদেশ স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষের আওতাধীন তামাবিল স্থল বন্দর সিলেট জেলার গোয়াইন ঘাট উপজেলায় অবস্থিত, ভোলাগঞ্জ স্থল বন্দর সিলেট জেলার কোম্পানিগঞ্জ উপজেলায় অবস্থিত এবং শেওলা (সুতারকান্দি) স্থল বন্দর সিলেট জেলার বিয়ানী বাজার উপজেলায় অবস্থিত। এছাড়া সুনামগঞ্জ জেলার তাহিরপুর উপজেলার বড়ছড়া শুল্ক ষ্টেশন, ছাতকের ইছামতি শুল্ক ষ্টেশন, মৌলভী বাজার জেলার কুলাউড়া উপজেলার চাতলাপুর শুল্ক ষ্টেশন এবং হবিগঞ্জ জেলার চুনারুঘাট উপজেলার বাল্লা শুল্ক ষ্টেশন অবস্থিত। এসব শুল্ক বন্দর সমূহ দিয়ে ভারত হতে কয়লা, পাথর, চুনাপাথরসহ অন্যান্য মালামাল আমদানি হয় এবং বাংলাদেশ হতে বিভিন্ন পণ্যাদি রপ্তানি হয়। সিলেট বিভাগে অনেকগুলো স্থল বন্দর থাকার কারণে মালামাল আমদানি ও রপ্তানি অর্থাৎ এলসি স্থাপনের নিমিত্তে অত্র দপ্তর হতে আইআরসি ও ইআরসি জারি ও নবায়নের সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়ায় সরকারের রাজস্ব আয় বৃদ্ধির পাশাপাশি ব্যবসায়িক পরিধি বা অত্র দপ্তরের গুরুত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে।

ক) সিলেট অফিসের ১ জুলাই ২০২০ হতে ৩০ জুন ২০২১ নতুন নিবন্ধন সনদপত্রের পরিসংখ্যানঃ

ক্র.নং	সেবার নাম	আবেদন প্রাপ্তি	নিষ্পত্তি	প্রক্রিয়াধীন		নিষ্পত্তির হার
				অনিষ্পন্ন	রিসাবমিট	
০১	আইআরসি (বাণিজ্যিক)	২৩৩	২৩২	১	০	৯৯.৫৭%
০২	বহুজাতিক আইআরসি	০	০	০০	০০	০
০৩	আইআরসি (শিল্প) এডহক	১৬	১৫	০০	০১	৯৩.৭৫%
০৪	আইআরসি (শিল্প) নিয়মিত	০০	০০	০০	০০	০০
০৫	বহুজাতিক ইআরসি	১	১	০০	০০	১০০%
০৬	ইআরসি (সাধারন)	৫৯	৫৭	০	২	৯৬.৬১%
০৭	ইন্ডেন্টিং ইআরসি	১	১	০০	০০	১০০%
	মোট সংখ্যা	৩১০	৩০৬	১	৩	৯৮.৭১%

খ) সিলেট অফিসের ১ জুলাই ২০২০ হতে ৩০ জুন ২০২১ রি-রেজিস্ট্রেশন এর মাধ্যমে প্রদত্ত সনদপত্রের পরিসংখ্যানঃ

ক্র.নং	সেবার নাম	আবেদন প্রাপ্তি	নিষ্পত্তি	প্রক্রিয়াধীন		নিষ্পত্তির হার
				অনিষ্পন্ন	রিসাবমিট	
০১	আইআরসি (বাণিজ্যিক)	৭০	৬৭	২	১	৯৫.৭১%
০২	বহুজাতিক আইআরসি	০০	০০	০০	০০	০০
০৩	আইআরসি (শিল্প) এডহক	০০	০০	০০	০০	০০
০৪	আইআরসি (শিল্প) নিয়মিত	৭	৬	০০	১	৮৫.৭১%
০৫	বহুজাতিক ইআরসি	০০	০০	০০	০০	০০
০৬	ইআরসি (সাধারন)	১৪	১৩	০	১	৯২.৮৬%
০৭	ইন্ডেন্টিং ইআরসি	০০	০০	০০	০০	০০
	মোট সংখ্যা	৯১	৮৬	০	২	৯৪.৫১%

গ) সিলেট অফিসের ১ জুলাই ২০২০ হতে ৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত নিবন্ধন সনদপত্র নবায়নের পরিসংখ্যানঃ

ক্র.নং	সেবার নাম	আবেদন প্রাপ্তি	নিষ্পত্তি	প্রক্রিয়াধীন		নিষ্পত্তির হার
				অনিষ্পন্ন	রিসাবমিট	
০১	আইআরসি (বাণিজ্যিক)	১১৫৫	১৫৪	০	১	৯৯.৯১%
০২	বহুজাতিক আইআরসি	০০	০০	০০	০০	০০
০৩	আইআরসি (শিল্প) এডহক	০০	০০	০০	০০	০০
০৪	আইআরসি (শিল্প) নিয়মিত	১৪	১৪	০০	০০	১০০%
০৫	বহুজাতিক ইআরসি	০০	০০	০০	০০	০০
০৬	ইআরসি (সাধারন)	৬৪	৬৪	০	০	১০০%
০৭	ইন্ডেন্টিং ইআরসি	০০	০০	০০	০০	০০
	মোট সংখ্যা	১২৩৩	১২৩২	০	১	৯৯.৯২%

কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের পরিচিতিঃ

নাম	পদবী
জনাব মোঃ জহিরুল ইসলাম	নির্বাহী অফিসার
জনাব মোহাম্মদ আল আমিন মিয়া	নির্বাহী অফিসার
জনাব মোঃ বেলায়েত হোসেন	সাঁট মুদ্রাক্ষরিক-কাম-কম্পিউটার অপারেটর

আমদানি ও রপ্তানি সহকারী নিয়ন্ত্রকের দপ্তর, বরিশাল

ঠিকানা: নূর পাজা (৪র্থ তলা)
নতুন বাজার, বরিশাল
ফোন: ০৪৩১-৬৩৬৭০
ওয়েবসাইট: http://ocie.barisal.gov.bd
ই-মেইল: eo1.barisal@ccie.gov.bd

আমদানি ও রপ্তানি সহকারী নিয়ন্ত্রকের দপ্তর, বরিশাল হতে বরিশাল, পটুয়াখালী, ঝালকাঠি, পিরোজপুর, ভোলা ও বরগুনা জেলার ব্যবসায়ীদের আমদানি ও রপ্তানি ব্যবসার জন্য শিল্প আমদানি নিবন্ধন সনদ, বাণিজ্যিক আমদানি নিবন্ধন সনদ, রপ্তানি নিবন্ধন সনদ, ইন্ডেন্টিং নিবন্ধন সনদ প্রদান করা হয় । এ সবগুলি সেবা বর্তমানে অনলাইনের মাধ্যমে প্রদান করা হচ্ছে। এতে ব্যবসায়ীরা ঘরে অথবা যার যার অফিস অঙ্গনে বসে সহজে অতি অল্প সময়ে তাদের প্রত্যাশিত সেবা পাচ্ছে । ফলে অত্র অঞ্চলের আমদানি ও রপ্তানি ব্যবসা সমৃদ্ধ হচ্ছে । এ বিভাগে নতুন পুরাতন বেশ কয়েকটি ঔষধ শিল্প রয়েছে যাদের আমদানি ও রপ্তানি ব্যবসার প্রয়োজনীয় সেবা অত্র দপ্তর হতে প্রদান করা হয়। বর্তমানে এ প্রতিষ্ঠানগুলি বিদেশে ঔষধ রপ্তানি করছে। বরিশাল বিভাগের পটুয়াখালী জেলায় পায়রা আন্তর্জাতিক সমুদ্র বন্দর স্থাপিত হয়েছে যার ফলে পটুয়াখালী জেলায় ও এর আশে-পাশে দেশি বিদেশি বিনিয়োগের মাধ্যমে শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হচ্ছে এবং অত্র অঞ্চলের শিল্প-বাণিজ্য সমৃদ্ধ হচ্ছে এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি পাচ্ছে । এসব বাণিজ্যিক ও শিল্প প্রতিষ্ঠানের আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সেবা অত্র দপ্তর হতে প্রদান করা হয় । উপরোক্ত সেবাসমূহের প্রেক্ষাপটে বরিশাল বিভাগের উত্তর-উত্তর উন্নয়নের ক্ষেত্রে এ দপ্তরটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে ।

ক) বরিশাল অফিসের ১ জুলাই ২০২০ হতে ৩০ জুন ২০২১ নতুন নিবন্ধন সদনপত্রের পরিসংখ্যানঃ

ক্র.নং	সেবার নাম	আবেদন প্রাপ্তি	নিষ্পত্তি	প্রক্রিয়াধীন		নিষ্পত্তির হার
				অনিষ্পন্ন	রিসাবমিট	
০১	আইআরসি (বাণিজ্যিক)	৬৭	৬৭	০	০	১০০%
০২	বহুজাতিক আইআরসি	১	১	০০	০০	১০০%
০৩	আইআরসি (শিল্প) এডহক	৮	৭	১	০০	৮৭.৫০%
০৪	আইআরসি (শিল্প) নিয়মিত	০০	০০	০০	০০	০০
০৫	বহুজাতিক ইআরসি	০	০	০০	০০	০%
০৬	ইআরসি (সাধারণ)	৮	৬	০	২	৭৫%
০৭	ইন্ডেন্টিং ইআরসি	০	০	০০	০০	০
	মোট সংখ্যা	৮৪	৮১	১	৩	৯৮.৭১%

খ) বরিশাল অফিসের ১ জুলাই ২০২০ হতে ৩০ জুন ২০২১ রি-রেজিস্ট্রেশন এর মাধ্যমে প্রদত্ত সনদপত্রের পরিসংখ্যানঃ

ক্র.নং	সেবার নাম	আবেদন প্রাপ্তি	নিষ্পত্তি	প্রক্রিয়াধীন		নিষ্পত্তির হার
				অনিষ্পন্ন	রিসাবমিট	
০১	আইআরসি (বাণিজ্যিক)	৭৭	৭৬	১	০	৯৮.৭০%
০২	বহুজাতিক আইআরসি	০০	০০	০০	০০	০০
০৩	আইআরসি (শিল্প) এডহক	০০	০০	০০	০০	০০
০৪	আইআরসি (শিল্প) নিয়মিত	১৫	১৫	০০	০০	১০০%
০৫	বহুজাতিক ইআরসি	০০	০০	০০	০০	০০
০৬	ইআরসি (সাধারন)	২০	২০	০	০	১০০%
০৭	ইন্ডেন্টিং ইআরসি	০০	০০	০০	০০	০০
	মোট সংখ্যা	১১২	১১১	১	০	৯৯.১১%

গ) বরিশাল অফিসের ১ জুলাই ২০২০ হতে ৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত নিবন্ধন সনদপত্র নবায়নের পরিসংখ্যানঃ

ক্র.নং	সেবার নাম	আবেদন প্রাপ্তি	নিষ্পত্তি	প্রক্রিয়াধীন		নিষ্পত্তির হার
				অনিষ্পন্ন	রিসাবমিট	
০১	আইআরসি (বাণিজ্যিক)	১৩	১৩	০	০	১০০%
০২	বহুজাতিক আইআরসি	০০	০০	০০	০০	০০
০৩	আইআরসি (শিল্প) এডহক	০০	০০	০০	০০	০০
০৪	আইআরসি (শিল্প) নিয়মিত	৩	২	০০	১	৬৬.৬৭%
০৫	বহুজাতিক ইআরসি	০০	০০	০০	০০	০০
০৬	ইআরসি (সাধারন)	৩	৩	০	০	১০০%
০৭	ইন্ডেন্টিং ইআরসি	০০	০০	০০	০০	০০
	মোট সংখ্যা	১৯	১৮	০	১	৯৪.৭৪%

কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের পরিচিতিঃ

নাম	পদবী
জনাব প্রশান্ত বিশ্বাস	নির্বাহী অফিসার
জনাব মোঃ মনোয়ার হোসেন তপু	নির্বাহী অফিসার
জনাব মোঃ রুহুল আমিন	উচ্চমান সহকারী

আমদানি ও রপ্তানি সহকারী নিয়ন্ত্রকের দপ্তর, রংপুর

ঠিকানা: কলেজ রোড, শাপলা চত্বর
র‍্যাব অফিসের বিপরীতে (৩য় তলা), রংপুর।
ফোন: ০৫২১-৬২৩০৬
ওয়েবসাইট: http://importexport.rangpur.gov.bd/
ই-মেইল: eo1.rangpur@ccie.gov.bd

আমদানি ও রপ্তানি সহকারি নিয়ন্ত্রকের দপ্তর, রংপুর উত্তরবঙ্গের (পাঁচটি জেলা) গাইবান্ধা, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, নীলফামারী এবং রংপুর জেলার জনগণের আমদানি ও রপ্তানি কার্যক্রম তথা ব্যবসা-বাণিজ্য সহজীকরণ, শিল্পায়ন এবং এ অঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য কাজ করে যাচ্ছে। এ দপ্তরের আওতাধীন জেলাগুলোর মধ্যে সতের শতাধিক আমদানিকারক-রপ্তানিকারক, দুই শতাধীক শিল্প কারখানা, একটি ইপিজেড, দুইটি ইকোনোমিক জোন, তিনটি স্থল বন্দর, একটি নৌ বন্দর, একটি আন্তরাষ্ট্রীয় রেল সংযোগ রয়েছে এবং একটি আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এর ফলে এ অঞ্চলে আমদানি ও রপ্তানি কার্যক্রম এবং শিল্প কারখানা প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং এর পাশাপাশি অত্র দপ্তরের কাজের পরিধিও বাড়ছে।

ক) রংপুর অফিসের ১ জুলাই ২০২০ হতে ৩০ জুন ২০২১ নতুন নিবন্ধন সদনপত্রের পরিসংখ্যানঃ

ক্র.নং	সেবার নাম	আবেদন প্রাপ্তি	নিষ্পত্তি	প্রক্রিয়াধীন		নিষ্পত্তির হার
				অনিষ্পন্ন	রিসাবমিট	
০১	আইআরসি (বাণিজ্যিক)	২৮৫	২৭৯	৩	৩	৯৭.৮৯%
০২	বহুজাতিক আইআরসি	০	০	০০	০০	০
০৩	আইআরসি (শিল্প) প্রক্রিয়াধীন	১৩	১২	০০	০১	৯৩.৩১%
০৪	আইআরসি (শিল্প) নিরসিত	০০	০০	০০	০০	০০
০৫	বহুজাতিক ইআরসি	৪	৪	০০	০০	১০০%
০৬	ইআরসি (সাধারন)	৩৩	৩৩	০	০০	১০০%
০৭	ইন্ডেন্টিং ইআরসি	০	০	০০	০০	০
	মোট সংখ্যা	৩৩৫	৩২৮	৩	৮	৯৭.৯১%

খ) রংপুর অফিসের ১ জুলাই ২০২০ হতে ৩০ জুন ২০২১ রি-রেজিস্ট্রেশন এর মাধ্যমে প্রদত্ত সনদপত্রের পরিসংখ্যানঃ

ক্র.নং	সেবার নাম	আবেদন প্রাপ্তি	নিষ্পত্তি	প্রক্রিয়াধীন		নিষ্পত্তির হার
				অনিষ্পন্ন	রিসাবমিট	
০১	আইআরসি (বাণিজ্যিক)	৭৮	৭৫	২	১	৯৬.১৫%
০২	বহুজাতিক আইআরসি	০০	০০	০০	০০	০০
০৩	আইআরসি (শিল্প) এডহক	০০	০০	০০	০০	০০
০৪	আইআরসি (শিল্প) নিয়মিত	২৩	২২	০০	১	৯৫.৬৫%
০৫	বহুজাতিক ইআরসি	০০	০০	০০	০০	০০
০৬	ইআরসি (সাধারন)	৯	৮	০	১	৮৮.৮৯%
০৭	ইন্ডেন্টিং ইআরসি	০০	০০	০০	০০	০০
	মোট সংখ্যা	১১১	১০৬	২	৩	৯৫.৫১%

খ) রংপুর অফিসের ১ জুলাই ২০২০ হতে ৩০ জুন ২০২১ রি-রেজিস্ট্রেশন এর মাধ্যমে প্রদত্ত সনদপত্রের পরিসংখ্যানঃ

ক্র.নং	সেবার নাম	আবেদন প্রাপ্তি	নিষ্পত্তি	প্রক্রিয়াধীন		নিষ্পত্তির হার
				অনিষ্পন্ন	রিসাবমিট	
০১	আইআরসি (বাণিজ্যিক)	৬৬৬	৬৬৪	০	২	৯৯.৭০
০২	বহুজাতিক আইআরসি	০০	০০	০০	০০	০০
০৩	আইআরসি (শিল্প) এডহক	০০	০০	০০	০০	০০
০৪	আইআরসি (শিল্প) নিয়মিত	১৫	১৫	০০	০০	১০০%
০৫	বহুজাতিক ইআরসি	০০	০০	০০	০০	০০
০৬	ইআরসি (সাধারন)	৭৪	৭৪	০	০	১০০%
০৭	ইন্ডেন্টিং ইআরসি	০০	০০	০০	০০	০০
	মোট সংখ্যা	৭৫৫	৭৫৩	০	২	৯৯.৭৪%

কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের পরিচিতিঃ

নাম	পদবী
জনাব মোঃ সফিউল আলম	নির্বাহী অফিসার
জনাব ভবেশ চন্দ্র রায়	উচ্চমান সহকারী

আমদানি ও রপ্তানি সহকারী নিয়ন্ত্রকের দপ্তর, কুমিল্লা

ঠিকানা: চেম্বার ভবন, রামবালা রোড
রাণীর বাজার, কুমিল্লা।
ফোন: ০৮১-৭৬৩৩৪
ওয়েবসাইট: http://ocie.comilla.gov.bd/
ই-মেইল: eo1.cumilla@ccie.gov.bd

আমদানি ও রপ্তানি সহকারি নিয়ন্ত্রকের দপ্তর, কুমিল্লা অত্র অঞ্চলের কুমিল্লা, চাঁদপুর ও ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ব্যবসায়ী ও উদ্যোক্তাদের মধ্যে IRC (Commercial ও Industrial), ERC এবং Indenting সনদ প্রদানের মাধ্যমে সেবা ও সহায়তা প্রদান করছে। এ অঞ্চলে বহু সংখ্যক শিল্প কল-কারখানা, ফার্মাসিউটিক্যাল ও বাংলাদেশ ক্ষুদ্র-কুটির শিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন রয়েছে। এছাড়া দেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়নের অন্যতম সেক্টর কুমিল্লা EPZ টি এই দপ্তরের অধীনে অবস্থিত। দেশের অন্যতম আখাউড়া ও বিবির বাজার স্থলবন্দর দুটি এই এলাকায় অবস্থিত হওয়ায় প্রতিবেশি ভারতের আসাম ও ত্রিপুরা রাজ্যসহ অন্যান্য অঞ্চলের সাথে আমদানি রপ্তানি বাণিজ্য পরিচালনার মাধ্যমে বাংলাদেশ ও ভারতের ব্যবসায়ীদের মধ্যে সম্পর্ক দৃঢ় হচ্ছে। এ কারণে IRC (Commercial ও Industrial), ERC এবং Indenting সনদ ও সেবা গ্রহীতার সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং সরকারের রাজস্ব বৃদ্ধির সাথে সাথে অত্র অঞ্চলের মানুষের আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নতি হচ্ছে।

ক) রংপুর অফিসের ১ জুলাই ২০২০ হতে ৩০ জুন ২০২১ নতুন নিবন্ধন সনদপত্রের পরিসংখ্যানঃ

ক্র.নং	সেবার নাম	আবেদন প্রাপ্তি	নিষ্পত্তি	প্রক্রিয়াধীন		নিষ্পত্তির হার
				অনিষ্পন্ন	রিলাবমিট	
০১	আইআরসি (বাণিজ্যিক)	৯৮	৯৩	২	৩	৯৮.৯৩%
০২	বহুজাতিক আইআরসি	০	০	০০	০০	০
০৩	আইআরসি (শিল্প) এডহক	২৫	২২	১	২	৮৮%
০৪	আইআরসি (শিল্প) নিয়মিত	০০	০০	০০	০০	০০
০৫	বহুজাতিক ইআরসি	০০	০০	০০	০০	০০
০৬	ইআরসি (সাধারন)	৫৮	৫৬	০	২	৯৬.৫৫%
০৭	ইজেন্টিং ইআরসি	১	১	০০	০০	১০০%
	মোট সংখ্যা	১৮২	১৭২	৩	৭	৯৪.৫১%

খ) কুমিল্লা অফিসের ১ জুলাই ২০২০ হতে ৩০ জুন ২০২১ রি-রেজিস্ট্রেশন এর মাধ্যমে প্রদত্ত সনদপত্রের পরিসংখ্যানঃ

ক্র.নং	সেবার নাম	আবেদন প্রাপ্তি	নিষ্পত্তি	প্রক্রিয়াধীন		নিষ্পত্তির হার
				অনিষ্পন্ন	রিসাবমিট	
০১	আইআরসি (বাণিজ্যিক)	১৩৮	১৩৮	০	০	১০০%
০২	বহুজাতিক আইআরসি	০০	০০	০০	০০	০০
০৩	আইআরসি (শিল্প) এডহক	০০	০০	০০	০০	০০
০৪	আইআরসি (শিল্প) নিয়মিত	২০	২০	০০	০০	১০০%
০৫	বহুজাতিক ইআরসি	১	১	০০	০০	১০০%
০৬	ইআরসি (সাধারন)	৮৩	৮৩	০	০	১০০%
০৭	ইন্ডেন্টিং ইআরসি	০০	০০	০০	০০	০০
	মোট সংখ্যা	২৪২	২৪২	০	০	১০০%

গ) কুমিল্লা অফিসের ১ জুলাই ২০২০ হতে ৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত নিবন্ধন সনদপত্র নবায়নের পরিসংখ্যানঃ

ক্র.নং	সেবার নাম	আবেদন প্রাপ্তি	নিষ্পত্তি	প্রক্রিয়াধীন		নিষ্পত্তির হার
				অনিষ্পন্ন	রিসাবমিট	
০১	আইআরসি (বাণিজ্যিক)	১৩	১৩	০	০	১০০%
০২	বহুজাতিক আইআরসি	০০	০০	০০	০০	০০
০৩	আইআরসি (শিল্প) এডহক	০০	০০	০০	০০	০০
০৪	আইআরসি (শিল্প) নিয়মিত	৯	৮	০০	১	৮৮.৮৯%
০৫	বহুজাতিক ইআরসি	১	১	০০	০০	১০০%
০৬	ইআরসি (সাধারন)	৬	৫	১	১	৮৩.৩৩%
০৭	ইন্ডেন্টিং ইআরসি	০০	০০	০০	০০	০০
	মোট সংখ্যা	৩০	২৮	১	১	৯৩.৩৩%

কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের পরিচিতিঃ

নাম	পদবী
জনাব সমীর বাড়ৈ	নির্বাহী অফিসার
জনাব নুরুল ইসলাম	উচ্চমান সহকারী

আমদানি ও রপ্তানি সহকারী নিয়ন্ত্রকের দপ্তর, ময়মনসিংহ

ঠিকানা: ৭৬/সি, সি কে ঘোষ রোড, ময়মনসিংহ।
ফোন: ০৯১-৬৭৭৭১
ওয়েবসাইট: http://acie.mymensingh.gov.bd/
ই-মেইল: eo1.mymensing@ccie.gov.bd

আমদানি ও রপ্তানি সহকারী নিয়ন্ত্রকের দপ্তর, ময়মনসিংহ এর কার্য পরিধি ময়মনসিংহ, জামালপুর, শেরপুর, নেত্রকোণা ও কিশোরগঞ্জ জেলা পর্যন্ত বিস্তৃত। এ দপ্তরের আওতাধীন জেলাগুলোতে জামালপুরে ধানুয়া কামালপুর, শেরপুর নাকুগাও, ময়মনসিংহের হালুয়াঘাটে গোবরাকুরা ও করইতলী স্থল বন্দর রয়েছে। ময়মনসিংহ বিভাগে বৃহৎ, মাঝারি ও ক্ষুদ্র শিল্প এবং কলকারখানা রয়েছে প্রায় ১৪৪টি। ২০১৬ সালে ময়মনসিংহ বিভাগ এবং ২০১৮ সালে ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠার পর বৃহত্তর ময়মনসিংহে শিল্প কারখানা স্থাপন ও ব্যবসা বাণিজ্যের বিস্তৃতি দ্রুততার সাথে বৃদ্ধি পেয়েছে। IRC (Commercial ও Industrial), ERC এবং Indenting সনদ প্রদানের মাধ্যমে অত্র অঞ্চলে শিল্প কারখানা প্রতিষ্ঠা ও ব্যবসা বাণিজ্য প্রসারের ক্ষেত্রে আমদানি ও রপ্তানি সহকারী নিয়ন্ত্রকের দপ্তর, ময়মনসিংহ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

ক) ময়মনসিংহ অফিসের ১ জুলাই ২০২০ হতে ৩০ জুন ২০২১ নতুন নিবন্ধন সদনপত্রের পরিসংখ্যানঃ

ক্র.নং	সেবার নাম	আবেদন প্রাপ্তি	নিষ্পত্তি	প্রক্রিয়াধীন		নিষ্পত্তির হার
				অনিষ্পন্ন	রিসাবমিট	
০১	আইআরসি (বাণিজ্যিক)	১৪৭	১৪৯	১	৭	৯৪.৯০%
০২	বহুজাতিক আইআরসি	১	১	০০	০০	১০০%
০৩	আইআরসি (শিল্প) এতদহক	৩১	২৭	০০	০৪	৮৭.১০%
০৪	আইআরসি (শিল্প) নিয়মিত	০০	০০	০০	০০	০০
০৫	বহুজাতিক ইআরসি	২	২	০০	০০	১০০%
০৬	ইআরসি (সাধারন)	৩৫	৩৩	০	২	৯৪.২৯%
০৭	ইন্ডেন্টিং ইআরসি	১	১	০০	০০	১০০%
	মোট সংখ্যা	২২৭	২১৩	১	৯	৯৩.৮৩%

আমদানি ও রপ্তানি সহকারী নিয়ন্ত্রকের দপ্তর, বগুড়া

ঠিকানা: নূর মহল, চন্দনবাইশা রোড
নারুলী, বগুড়া।
ফোন: ০৫১-৬৬৫১৪
ওয়েবসাইট: http://ocie.bogra.gov.bd/
ই-মেইল: eo1.bogra@ccie.gov.bd

উত্তর বঙ্গের শিল্পনগরী খ্যাত বগুড়া ও জয়পুরহাট জেলার ব্যবসা বাণিজ্যকে সহজতর করার নিমিত্তে ১ জুলাই ১৯৭৭ সালে আমদানি ও রপ্তানি সহকারী নিয়ন্ত্রকের দপ্তর, বগুড়া স্থাপিত হয়। এ দপ্তরের আওতাধীন বগুড়া জেলায় প্রায় ১২০ টি বড় শিল্প কারখানা, ২৩৫১ টি ক্ষুদ্র শিল্প এবং ৭৪৫ টি কৃষি ভিত্তিক শিল্প রয়েছে। বগুড়া ও জয়পুরহাট জেলায় ঔষধ শিল্প, পেপার ও বোর্ড মিল, জুট মিল, অটো রাইছ মিল, কোল্ড ষ্টোরেজ, গ্লাস ফ্যাক্টরী, সিরামিক ফ্যাক্টরী, ফিড মিল সহ বিভিন্ন ধরণের শিল্প কারখানা রয়েছে। অত্র দপ্তর থেকে শিল্প আইআরসি, বাণিজ্যিক আইআরসি ও ইআরসি, বহুজাতিক আইআরসি ও ইআরসি জারি ও নবায়ন সংক্রান্ত কাজ করা হয়ে থাকে। এছাড়া এ দপ্তরের আওতাধীন জেলাসমুহে (বগুড়া ও জয়পুরহাট জেলা) শিল্প কারখানা পরিদর্শন এবং আমদানি ও রপ্তানি সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যা সমাধানকল্পে বিভিন্ন সময়ে ওয়ার্কসপ ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়ে থাকে। এছাড়া ওএলএম এর মাধ্যমে সেবা সহজীকরণ সংক্রান্ত বিভিন্ন পরামর্শও প্রদান করা হয়ে থাকে।

ক) বগুড়া অফিসের ১ জুলাই ২০২০ হতে ৩০ জুন ২০২১ রি-রেজিস্ট্রেশন এর মাধ্যমে প্রদত্ত সনদপত্রের পরিসংখ্যানঃ

ক্র.নং	সেবার নাম	আবেদন প্রাপ্তি	নিষ্পত্তি	প্রক্রিয়াধীন		নিষ্পত্তির হার
				অনিষ্পন্ন	রিজার্ভড	
০১	আইআরসি (বাণিজ্যিক)	৩৬	৩৫	১	০	৯৭.২২%
০২	বহুজাতিক আইআরসি	০	০	০	০	০
০৩	আইআরসি (শিল্প) এডহক	১	১	০	০	১০০%
০৪	আইআরসি (শিল্প) নিয়মিত	৫	৫	০	০	১০০%
০৫	বহুজাতিক ইআরসি	০	০	০	০	০
০৬	ইআরসি (সাধারন)	৮	৮	০	০	১০০%
০৭	ইন্টেন্টিং ইআরসি	০	০	০	০	০
	মোট সংখ্যা	৫০	৪৯	১	০	৯৮.০০%

ক) বগুড়া অফিসের ১ জুলাই ২০২০ হতে ৩০ জুন ২০২১ রি-রেজিস্ট্রেশন এর মাধ্যমে প্রদত্ত সনদপত্রের পরিসংখ্যানঃ

ক্র.নং	সেবার নাম	আবেদন প্রাপ্তি	নিষ্পত্তি	প্রক্রিয়াধীন		নিষ্পত্তির হার
				অনিষ্পন্ন	রিসাবমিট	
০১	আইআরসি (বাণিজ্যিক)	৯৭	৯৩	০	৪	৯৫.৮৮%
০২	বহুজাতিক আইআরসি	০	০	০	০	০
০৩	আইআরসি (শিল্প) এডহক	২২	১৮	১	৩	৮১.৮২%
০৪	আইআরসি (শিল্প) নিয়মিত	০	০	০	০	০
০৫	বহুজাতিক ইআরসি	০	০	০	০	০
০৬	ইআরসি (সাধারন)	১৯	১৯	০	০	১০০%
০৭	ইন্ডেন্টিং ইআরসি	০	০	০	০	০
	মোট সংখ্যা	১৩৮	১৩০	১	৭	৯৪.২০%

গ) বগুড়া অফিসের ১ জুলাই ২০২০ হতে ৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত নিবন্ধন সনদপত্র নবায়নের পরিসংখ্যানঃ

ক্র.নং	সেবার নাম	আবেদন প্রাপ্তি	নিষ্পত্তি	প্রক্রিয়াধীন		নিষ্পত্তির হার
				অনিষ্পন্ন	রিসাবমিট	
০১	আইআরসি (বাণিজ্যিক)	২৫১	২৫০	০	১	৯৯.৬০%
০২	বহুজাতিক আইআরসি	০	০	০	০	০
০৩	আইআরসি (শিল্প) এডহক	০	০	০	০	০
০৪	আইআরসি (শিল্প) নিয়মিত	৪০	৩৯	১	০	৯৭.৫০%
০৫	বহুজাতিক ইআরসি	১	১	০	০	১০০%
০৬	ইআরসি (সাধারন)	৩৩	৩৩	০	০	১০০%
০৭	ইন্ডেন্টিং ইআরসি	০	০	০	০	০
	মোট সংখ্যা	৩২৫	৩২৩	১	০	৯৯.৩৮%

কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের পরিচিতিঃ

নাম	পদবী
জনাব মোঃ রেজাউল করিম	নির্বাহী অফিসার
জনাব আবু তাহের আহম্মেদ শরীফ	উচ্চমান সহকারী

আমদানি ও রপ্তানি সহকারী নিয়ন্ত্রকের দপ্তর, দিনাজপুর

ঠিকানা: কালিতলা, দিনাজপুর
ফোন: ০৫৩১-৬১০৮২
ওয়েবসাইট: http://ocie.dinajpur.gov.bd/
ই-মেইল: eo1.dinajpur@ccie.gov.bd

আমদানি ও রপ্তানি সহকারি নিয়ন্ত্রকের দপ্তর, দিনাজপুর দেশের সর্ব উত্তরের পঞ্চগড়, ঠাঁকুরগাঁও এবং দিনাজপুর জেলার জনগণের আমদানি ও রপ্তানি কার্যক্রম তথা ব্যবসা-বাণিজ্য সহজীকরণ, শিল্পায়ন এবং এ অঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এ দপ্তরের আওতাধীন জেলাগুলোর মধ্যে সাত শতাধিক আমদানিকারক-রপ্তানিকারক, শতাধিক শিল্প কারখানা, দুটি ইকোনোমিক জোন, দুটি স্থল বন্দর, একটি আন্তঃ রাষ্ট্রীয় রেল সংযোগ রয়েছে ও আরেকটি আন্ত:রাষ্ট্রীয় রেল সংযোগের কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। অত্র অঞ্চলে চা-শিল্প বিকাশ লাভ করছে। এরই ধারাবাহিকতায় এ অঞ্চলে আমদানি ও রপ্তানি কার্যক্রম এবং শিল্পকারখানা প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং এর পাশাপাশি অত্র দপ্তরের কাজের পরিধিও বাড়ছে।

এ দপ্তরের গতিশীল কার্যক্রমের ফলশ্রুতিতে দপ্তরের কর ব্যতীত রাজস্ব আয় উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং রাজস্ব আয় বৃদ্ধির প্রবাহমান ধারা অব্যাহত রাখার জন্য রাজস্ব আদায়ের কার্যক্রম নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। বিগত ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে ৭৭,৫৪,৩২৫/- টাকা, ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ৭৯,২৫,৭৫০/- টাকা এবং ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ৭৯,৭৫,৫২৫/- টাকা রাজস্ব আদায় হয়েছে।

আমদানি ও রপ্তানি সহকারি নিয়ন্ত্রকের দপ্তর, দিনাজপুর ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি ও শিল্পের বিকাশে আমদানিকারক, রপ্তানিকারক ও ইন্ডেন্টরদের অনুকূলে আমদানি নিবন্ধন সনদপত্র (IRC) জারি, রপ্তানি নিবন্ধন ও নিবন্ধন সনদপত্র (ERC) জারি, ইন্ডেন্টিং সার্ভিসের নিবন্ধন ও রপ্তানি নিবন্ধন সনদপত্র (ইন্ডেন্টিং সার্ভিসেস) জারি এবং শিল্প প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধন ও নিবন্ধন সনদপত্র (Industrial IRC) জারিসহ জারিকৃত নিবন্ধন সনদপত্রসমূহ বার্ষিক নবায়নের মাধ্যমে সেবা প্রদান করছে ও সরকারের কর ব্যতিত রাজস্ব প্রাপ্তি নিশ্চিত করছে। এছাড়া বৈদেশিক বিনিয়োগ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে যৌথ ও বিদেশী উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানকে সহায়তা প্রদান করছে এবং সরকারি বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ এবং দপ্তর তথা: শুল্ক কর্তৃপক্ষ, বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, বস্ত্র দপ্তর, বিসিক ইত্যাদির কার্যক্রমের সাথে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। এর পাশাপাশি আমদানি নীতি আদেশ (IPO) ও রপ্তানি নীতির আলোকে সময়ে সময়ে গণবিজ্ঞপ্তি জারিসহ প্রয়োজনীয় পরামর্শ, ব্যাখ্যা ও মতামত প্রদানসহ তা বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদান করছে।

এছাড়াও এ দপ্তরের ভিশন ও মিশনের মধ্যে রয়েছে বৈশ্বিক বাণিজ্য সহজতর করার প্রয়াসে আমদানিকারক ও রপ্তানিকারকদের সহায়তা প্রদান, জনস্বার্থ ও জননিরাপত্তা বিবেচনা করে বৈদেশিক ও অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে সকল ব্যবসায়ীকে নিবন্ধন প্রদান, সেবা সহজীকরণে অনলাইন সেবা প্রদানের মাধ্যমে ব্যবসা বান্ধব পরিবেশ তৈরী, শিল্পায়নে দেশি বিদেশী বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন এবং বৈদেশিক বাণিজ্য বিষয়ক ডাটাবেস তৈরি ও সংরক্ষণ।

ক) দিনাজপুর অফিসের ১ জুলাই ২০২০ হতে ৩০ জুন ২০২১ রি-রেজিস্ট্রেশন এর মাধ্যমে প্রদত্ত সনদপত্রের পরিসংখ্যানঃ

ক্র.নং	সেবার নাম	আবেদন প্রাপ্তি	নিষ্পত্তি	প্রক্রিয়াধীন		নিষ্পত্তির হার
				অনিষ্পন্ন	রিসাবমিট	
০১	আইআরসি (বাণিজ্যিক)	২৭	২৬	০	১	৯৬.৩০%
০২	বহুজাতিক আইআরসি	২	২	০০	০০	১০০%
০৩	আইআরসি (শিল্প) এডহক	০০	০০	০০	০০	০০
০৪	আইআরসি (শিল্প) নিয়মিত	১৭	১৬	০০	১	৯৪.১২%
০৫	বহুজাতিক ইআরসি	০০	০০	০০	০০	০০
০৬	ইআরসি (সাধারন)	৩	৩	০	০	১০০%
০৭	ইন্ডেন্টিং ইআরসি	০০	০০	০০	০০	০০
	মোট সংখ্যা	৪৯	৪৭	০	২	৯৫.৯২%

খ) দিনাজপুর অফিসের ১ জুলাই ২০২০ হতে ৩০ জুন ২০২১ নতুন পর্যন্ত নতুন নিবন্ধন সনদপত্রের পরিসংখ্যানঃ

ক্র.নং	সেবার নাম	আবেদন প্রাপ্তি	নিষ্পত্তি	প্রক্রিয়াধীন		নিষ্পত্তির হার
				অনিষ্পন্ন	রিসাবমিট	
০১	আইআরসি (বাণিজ্যিক)	১৪১	১৩৭	১	৩	৯৭.১৬%
০২	বহুজাতিক আইআরসি	০০	০০	০০	০০	০০
০৩	আইআরসি (শিল্প) এডহক	১৯	১৮	০	১	৯৪.৭৪%
০৪	আইআরসি (শিল্প) নিয়মিত	০০	০০	০০	০০	০০
০৫	বহুজাতিক ইআরসি	১	১	০০	০০	১০০%
০৬	ইআরসি (সাধারন)	২৫	২৫	০	০	১০০%
০৭	ইন্ডেন্টিং ইআরসি	০	০	০০	০০	০
	মোট সংখ্যা	১৮৬	১৮১	১	৪	৯৭.৩১%

গ) দিনাজপুর অফিসের ১ জুলাই ২০২০ হতে ৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত নিবন্ধন সনদপত্র নবায়নের পরিসংখ্যানঃ

ক্র.নং	সেবার নাম	আবেদন প্রাপ্তি	নিষ্পত্তি	প্রক্রিয়াধীন		নিষ্পত্তির হার
				অনিষ্পন্ন	রিসাবমিট	
০১	আইআরসি (বাণিজ্যিক)	৩১৮	৩১৭	১	০	৯৯.৬৯%
০২	বহুজাতিক আইআরসি	০	০	০	০	০০
০৩	আইআরসি (শিল্প) এডহক	০০	০০	০০	০০	০০
০৪	আইআরসি (শিল্প) নিয়মিত	১৯	১৮	০	১	৯৪.৭৪%
০৫	বহুজাতিক ইআরসি	১	১	০০	০০	১০০%
০৬	ইআরসি (সাধারন)	২৪	২৩	০	১	৯৫.৮৩%
০৭	ইন্ডেন্টিং ইআরসি	০০	০০	০০	০০	০০
	মোট সংখ্যা	৩৬২	৩৫৯	১	২	৯৯.১৭%

কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের পরিচিতিঃ

নাম	পদবী
জনাব মোঃ সফিউল আলম	নির্বাহী অফিসার
জনাব মোঃ আজিজুল হক	উচ্চমান সহকারী

আমদানি ও রপ্তানি সহকারী নিয়ন্ত্রকের দপ্তর, নওগাঁ

ঠিকানা: কাঁচারী রোড, পুরাতন কোর্ট ভবন, নওগাঁ
ফোন: ০৫৩১-৬১০৮২
ওয়েবসাইট: http://acie.naogaon.gov.bd/
ই-মেইল: eo1.dinajpur@ccie.gov.bd

আমদানি ও রপ্তানি সহকারী নিয়ন্ত্রকের দপ্তর, নওগাঁ এর অন্তর্গত নওগাঁ জেলার আমদানি ও রপ্তানি কার্যক্রম পরিচালনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। এ অঞ্চল দেশের শস্যভান্ডার হিসেবে পরিচিত। এজন্য কৃষিভিত্তিক ব্যবসা-বাণিজ্য ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত হচ্ছে। বর্তমান সরকার কর্তৃক কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প উৎসাহিত করার কারণে এ অঞ্চলে কৃষিভিত্তিক শিল্প কল-কারখানা গড়ে উঠছে। সে কারণে অত্র দপ্তর কর্তৃক আইআরসি (বাণিজ্যিক), আইআরসি (শিল্প), ইআরসি এবং ইন্ডেন্টিং (রপ্তানি) জারি ও নবায়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম বৃদ্ধি পাচ্ছে। নওগাঁ জেলার পার্শ্বে চাঁপাইনবাবগঞ্জের সোনা মসজিদ এবং দিনাজপুরের হিলি স্থলবন্দর থাকার কারণেও অত্র দপ্তর কর্তৃক আমদানি ও রপ্তানি সংক্রান্ত কার্যক্রম বহুলভাবে পরিচালিত হচ্ছে। ব্যবসায়িদেরকে সহযোগিতা করার পাশাপাশি এ দপ্তর সরকারি রাজস্ব আহরণেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

ক) নওগাঁ অফিসের ১ জুলাই ২০২০ হতে ৩০ জুন ২০২১ নতুন নিবন্ধন সদনপত্রের পরিসংখ্যানঃ

ক্র.নং	সেবার নাম	আবেদন প্রাপ্তি	নিষ্পত্তি	প্রক্রিয়াধীন		নিষ্পত্তির হার
				অনিষ্পন্ন	ক্লিয়ারমিট	
০১	আইআরসি (বাণিজ্যিক)	৩৩	৩২	১	০	৯৬.৯৭%
০২	বহুজাতিক আইআরসি	০	০	০০	০০	০
০৩	আইআরসি (শিল্প) এডহক	৮	৮	০০	০	১০০%
০৪	আইআরসি (শিল্প) নিয়মিত	০০	০০	০০	০০	০০
০৫	বহুজাতিক ইআরসি	০০	০০	০০	০০	০০
০৬	ইআরসি (সাধারণ)	৫	৫	০	০	১০০%
০৭	ইন্ডেন্টিং ইআরসি	০০	০০	০০	০০	০০
	মোট সংখ্যা	৪৬	৪৫	১	০০	৯৭.৮৩%

খ) নওগাঁ অফিসের ১ জুলাই ২০২০ হতে ৩০ জুন ২০২১ রি-রেজিষ্ট্রেশন এর মাধ্যমে প্রদত্ত সনদপত্রের পরিসংখ্যানঃ

ক্র.নং	সেবার নাম	আবেদন প্রাপ্তি	নিষ্পত্তি	প্রক্রিয়াধীন		নিষ্পত্তির হার
				অনিষ্পন্ন	রিসাবমিট	
০১	আইআরসি (বাণিজ্যিক)	৫	৫	০	০	১০০%
০২	বহুজাতিক আইআরসি	০০	০০	০০	০০	০০
০৩	আইআরসি (শিল্প) এডহক	০০	০০	০০	০০	০০
০৪	আইআরসি (শিল্প) নিয়মিত	৪	৪	০০	০	১০০%
০৫	বহুজাতিক ইআরসি	০০	০০	০০	০০	০০
০৬	ইআরসি (সাধারন)	১	১	০	০	১০০%
০৭	ইন্ডেন্টিং ইআরসি	০০	০০	০০	০০	০০
	মোট সংখ্যা	১০	১০	০	০	১০০%

খ) নওগাঁ অফিসের ১ জুলাই ২০২০ হতে ৩০ জুন ২০২১ রি-রেজিস্ট্রেশন এর মাধ্যমে প্রদত্ত সনদপত্রের পরিসংখ্যানঃ

ক্র.নং	সেবার নাম	আবেদন প্রাপ্তি	নিষ্পত্তি	প্রক্রিয়াধীন		নিষ্পত্তির হার
				অনিষ্পন্ন	রিসাবমিট	
০১	আইআরসি (বাণিজ্যিক)	৬৫	৬৫	০	০	১০০%
০২	বহুজাতিক আইআরসি	০০	০০	০০	০০	০০
০৩	আইআরসি (শিল্প) এডহক	০০	০০	০০	০০	০০
০৪	আইআরসি (শিল্প) নিয়মিত	৬	৬	০০	০০	১০০%
০৫	বহুজাতিক ইআরসি	০০	০০	০০	০০	০০
০৬	ইআরসি (সাধারন)	৫	৫	০	০	১০০%
০৭	ইন্ডেন্টিং ইআরসি	০০	০০	০০	০০	০০
	মোট সংখ্যা	৭৬	৭৬	০	০	১০০%

কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের পরিচিতিঃ

নাম	পদবী
জনাব মোঃ মামুন ইফতেখার রহমান	নির্বাহী অফিসার (অতিঃ দাঃ)
জনাব রনি কুমার সরকার	উচ্চমান সহকারী
জনাব শেখ সুলতান মামুন	অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক

আমদানি ও রপ্তানি সহকারী নিয়ন্ত্রকের দপ্তর, সিরাজগঞ্জ

ঠিকানা: জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, সিরাজগঞ্জ।
ফোন: ০৭৫১-৬৪০১৭
ওয়েবসাইট: http://ocie.sirajgonj.gov.bd
ই-মেইল: eo1.sirajgonj@ccie.gov.bd

আমদানি ও রপ্তানি সহকারী নিয়ন্ত্রকের দপ্তর, সিরাজগঞ্জ এ অঞ্চলে আমদানি ও রপ্তানি কার্যক্রম পরিচালনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। এ অঞ্চলে দুগ্ধ ও মৎস্য শিল্প দ্রুত বিকাশ লাভ করছে। রাজধানী ঢাকা থেকে কাছে হওয়ায় ও উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার কারণে ঢাকার জনগণের প্রোটিনের চাহিদার যোগান অত্র অঞ্চল থেকে দেয়া হচ্ছে। কাজেই এ ধরণের ব্যবসা-বাণিজ্য ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত হচ্ছে এবং নতুন নতুন শিল্প কল-কারখানা গড়ে উঠছে। এ দপ্তর হতে ওএলএম পদ্ধতিতে আইআরসি (বাণিজ্যিক/ শিল্প), ইআরসি ইন্ডেন্টিং ইস্যু করা হয়ে থাকে। সেই সাথে গ্রাহকগণ যে কোন স্থান থেকে অনলাইনে সেবা গ্রহণ করতে পারে। গ্রাহকদের অফিসে আসার প্রয়োজন নেই। বর্তমানে অনলাইন পদ্ধতিতে লাইসেন্স ইস্যু করার কারণে আমদানি-রপ্তানিকারকগণ অনলাইনে আবেদন করার সাথে সাথে তাদের কাঙ্খিত লাইসেন্সটি হাতে পেয়ে থাকেন। বিদেশী বিনিয়োগ বৃদ্ধি, শিল্প প্রতিষ্ঠানের বিকাশে ও মানব সম্পদ উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকাপালন করার পাশাপাশি কর ব্যতীত রাজস্ব আয় বৃদ্ধিতে এ দপ্তর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। রূপকল্প-২০২১ অর্জনে এ দপ্তরের সকল কার্যক্রম অটোমেশনের আওতায় আনা, সেই সাথে কর ব্যতীত রাজস্ব আয় বৃদ্ধি করাই হলো এ দপ্তরের বর্তমান লক্ষ্য। এ লক্ষ্য অর্জনে অত্র দপ্তর নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

ক) সিরাজগঞ্জ অফিসের ১ জুলাই ২০২০ হতে ৩০ জুন ২০২১ রি-রেজিস্ট্রেশন এর মাধ্যমে প্রদত্ত সনদপত্রের পরিসংখ্যানঃ

ক্র.নং	সেবার নাম	আবেদন প্রাপ্তি	নিষ্পত্তি	প্রক্রিয়াধীন		নিষ্পত্তির হার
				অনিষ্পন্ন	রিলাবন্বিট	
০১	আইআরসি (বাণিজ্যিক)	১৫	১৫	০	০	১০০%
০২	বহুআক্তিক আইআরসি	০	০	০	০	০
০৩	আইআরসি (শিল্প) এডহক	০	০	০	০	০
০৪	আইআরসি (শিল্প) নিয়মিত	৭	৭	০	০	১০০%
০৫	বহুআক্তিক ইআরসি	০	০	০	০	০
০৬	ইআরসি (সাধারন)	০	০	০	০	০
০৭	ইন্ডেন্টিং ইআরসি	০	০	০	০	০
	মোট সংখ্যা	২২	২২	০	০	১০০%

খ) সিরাজগঞ্জ অফিসের ১ জুলাই ২০২০ হতে ৩০ জুন ২০২১ নতুন পর্যন্ত নতুন নিবন্ধন সনদপত্রের পরিসংখ্যানঃ

ক্র.নং	সেবার নাম	আবেদন প্রাপ্তি	নিষ্পত্তি	প্রক্রিয়াধীন		নিষ্পত্তির হার
				অনিষ্পন্ন	রিসাবমিট	
০১	আইআরসি (বাণিজ্যিক)	৩৫	৩৪	০	১	৯৭.১৪%
০২	বহুজাতিক আইআরসি	০	০	০	০	০
০৩	আইআরসি (শিল্প) এডহক	৫	৫	০	০	১০০.০০%
০৪	আইআরসি (শিল্প) নিয়মিত	০	০	০	০	০
০৫	বহুজাতিক ইআরসি	০	০	০	০	০
০৬	ইআরসি (সাধারন)	১১	১১	০	০	১০০.০০%
০৭	ইন্ডেন্টিং ইআরসি	০	০	০	০	০
	মোট সংখ্যা	৫১	৫০	০	১	৯৮.০৪%

গ) সিরাজগঞ্জ অফিসের ১ জুলাই ২০২০ হতে ৩০ জুন ২০২১ পযন্ত নিবন্ধন সনদপত্র নবায়নের পরিসংখ্যানঃ

ক্র.নং	সেবার নাম	আবেদন প্রাপ্তি	নিষ্পত্তি	প্রক্রিয়াধীন		নিষ্পত্তির হার
				অনিষ্পন্ন	রিসাবমিট	
০১	আইআরসি (বাণিজ্যিক)	৪১	৪১	০	০	১০০.০০%
০২	বহুজাতিক আইআরসি	০	০	০	০	০
০৩	আইআরসি (শিল্প) এডহক	০	০	০	০	০
০৪	আইআরসি (শিল্প) নিয়মিত	১০	৯	০	১	৯০.০০ %
০৫	বহুজাতিক ইআরসি	০	০	০	০	০
০৬	ইআরসি (সাধারন)	১৪	১৪	০	০	১০০.০০%
০৭	ইন্ডেন্টিং ইআরসি	০	০	০	০	০
	মোট সংখ্যা	৬৫	৬৪	০	১	৯৮.৪৬%

কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের পরিচিতিঃ

নাম	পদবী
জনাব মৃত্যুঞ্জয় দাস	নির্বাহী অফিসার (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
জনাব আবু জাহিদ মোঃ আলমগীর	উচ্চমান সহকারী

আমদানি ও রপ্তানি সহকারী নিয়ন্ত্রকের দপ্তর, পাবনা

ঠিকানা: সালগাড়িয়া, স্কয়ার রোড, পাবনা।
ফোন: ০৭৩১-৬৬১০১
ওয়েবসাইট: http://ocie.pabna.gov.bd/
ই-মেইল: eo1.pabna@ccie.gov.bd

আমদানি ও রপ্তানি সহকারী নিয়ন্ত্রকের দপ্তর, পাবনা এ অঞ্চলে আমদানি ও রপ্তানি কার্যক্রম বৃদ্ধির পাশাপাশি ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প বিশেষ করে তাত শিল্প (Handloom Industry) বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।পাবনা জেলার নগড়বাড়ী নৌ বন্দরের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসায়িক আদান-প্রদান হয়ে থাকে। অত্র অঞ্চলের উদ্যোক্তাগণ আমদানি ও রপ্তানির সকল সুবিধা পেয়ে আর্থসামাজিক উন্নয়নে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালনসহ অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। অত্র দপ্তর উদ্যোক্তাগণের মাঝে সচেতনতামূলক লিফলেট বিতরণের মাধ্যমে আমদানি-রপ্তানি সংক্রান্ত ভীতি দূর করে আত্মনির্ভরশীল কর্মে উৎসাহ প্রদান করে থাকে। এছাড়াও আমদানি-রপ্তানি প্রধান নিয়ন্ত্রকের দপ্তরের নির্দেশনা অনুসারে সময় উপযোগী সকলনির্দেশনা যথাযথভাবে পালন করা হয়ে থাকে। অনলাইনের মাধ্যমে ঘরে বসেই সেবা প্রাথীরা কাঙ্খিত সেবা পাচ্ছে।

ক) পাবনা অফিসের ১ জুলাই ২০২০ হতে ৩০ জুন ২০২১ রি-রেজিস্ট্রেশন এর মাধ্যমে প্রদত্ত সনদপত্রের পরিসংখ্যানঃ

ক্র.নং	সেবার নাম	আবেদন প্রাপ্তি	নিষ্পত্তি	প্রক্রিয়াধীন		নিষ্পত্তির হার
				অনিষ্পন্ন	রিসাবমিট	
০১	আইআরসি (বাণিজ্যিক)	১৬	১৫	০	১	৯৩.৭৫%
০২	বহুজাতিক আইআরসি	০	০	০	০	০
০৩	আইআরসি (শিল্প) এডহক	০	০	০	০	০
০৪	আইআরসি (শিল্প) নিরমিত	৪	৪	০	০	১০০%
০৫	বহুজাতিক ইআরসি	০	০	০	০	০
০৬	ইআরসি (সাধারন)	১	১	০	০	১০০%
০৭	ইন্ডেন্টিং ইআরসি	০	০	০	০	০
	মোট সংখ্যা	২১	২০	০	১	৯৫.২৪%

খ) পাবনা অফিসের ১ জুলাই ২০২০ হতে ৩০ জুন ২০২১ নতুন পযন্ত নতুন নিবন্ধন সদনপত্রের পরিসংখ্যানঃ

ক্র.নং	সেবার নাম	আবেদন প্রাপ্তি	নিষ্পত্তি	প্রক্রিয়াধীন		নিষ্পত্তির হার
				অনিষ্পন্ন	রিসাবমিট	
০১	আইআরসি (বাণিজ্যিক)	৪৬	৪৫	০	১	৯৭.৮৩%
০২	বহজাতিক আইআরসি	২	২	০	০	১০০%
০৩	আইআরসি (শিল্প) এডহক	৫	৫	০	০	১০০%
০৪	আইআরসি (শিল্প) নিয়মিত	০	০	০	০	০
০৫	বহজাতিক ইআরসি	০	০	০	০	০
০৬	ইআরসি (সাধারন)	১৮	১৮	০	০	১০০%
০৭	ইন্ডেন্টিং ইআরসি	০	০	০	০	০
	মোট সংখ্যা	৭১	৭০	০	১	৯৮.৫৯%

গ) পাবনা অফিসের ১ জুলাই ২০২০ হতে ৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত নিবন্ধন সনদপত্র নবায়নের পরিসংখ্যানঃ

ক্র.নং	সেবার নাম	আবেদন প্রাপ্তি	নিষ্পত্তি	প্রক্রিয়াধীন		নিষ্পত্তির হার
				অনিষ্পন্ন	রিসাবমিট	
০১	আইআরসি (বাণিজ্যিক)	৬৬	৬৬	০	০	১০০.০০ %
০২	বহজাতিক আইআরসি	৩	৩	০	০	১০০.০০ %
০৩	আইআরসি (শিল্প) এডহক	০	০	০	০	০
০৪	আইআরসি (শিল্প) নিয়মিত	১৫	১৫	০	০	১০০.০০ %
০৫	বহজাতিক ইআরসি	০	০	০	০	০
০৬	ইআরসি (সাধারন)	২৪	২৪	০	০	১০০.০০ %
০৭	ইন্ডেন্টিং ইআরসি	১	১	০	০	১০০.০০%
	মোট সংখ্যা	১০৯	১০৯	০	০	১০০.০০%

কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের পরিচিতিঃ

নাম	পদবী
জনাব মৃত্যুঞ্জয় দাস	নির্বাহী অফিসার
জনাব আবু জাহিদ মোহাম্মদ আলমগীর	উচ্চমান সহকারী

প্রধান নিয়ন্ত্রকের দপ্তরের কর্মরত কর্মকর্তাবৃন্দের স্থিরচিত্র

বিভিন্ন অনুষ্ঠান উদযাপন এর স্থিরচিত্র

আমদানি ও রপ্তানি প্রধান নিয়ন্ত্রক দপ্তর হতে সেবা গ্রহণকারী সরকারী বিভিন্ন প্রকল্প/মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর/দপ্তর/বিভাগসমূহ ঃ

প্রকল্পসমূহ

১ সড়ক, পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় এর অধীন পদ্মা মাল্টিপারপাস ব্রিজ প্রজেক্ট এবং পদ্মা ব্রিজ রেল লিঙ্ক প্রজেক্ট;
২ ওয়েস্টার্ন বাংলাদেশ ব্রিজ ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট;
৩ কনস্ট্রাকশন অব শীতলক্ষ্যা ব্রিজ প্রজেক্ট (৩য় শীতলক্ষ্যা ব্রিজ কনস্ট্রাকশন প্রজেক্ট, বন্দর, নারায়ণগঞ্জ);
৪ প্রজেক্ট কনস্ট্রাকশন অব পতেঙ্গা কনটেইনার টার্মিনাল (পিসিটি);
৫ ঢাকা-খুলনা এন-৮ রোড ইমপুরুভমেন্ট প্রজেক্ট;
৬ দি কাঁচপুর, মেঘনা এন্ড গোমতি সেকেন্ড ব্রিজ কনস্ট্রাকশন এন্ড এক্সিস্টিং ব্রিজেস রিহ্যাবিলিটেশন প্রজেক্ট;
৭ ঢাকা মাস র‍্যাপিড ট্রানজিট ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট;
৮ ৩য় কর্ণফুলি সেতু নির্মান প্রকল্প;
৯ টেকনিক্যাল এসিস্ট্যান্ট ফর ডিটেইল স্ট্যাডি অন ঢাকা মাস র‍্যাপিড ট্রানজিট ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (MRT Line-1 & MRT Line- ৫);
১০ এসএএসইসি রোড কানেক্টিভিটি প্রজেক্ট;
১১ এসএএসইসি রোড কানেক্টিভিটি প্রজেক্ট- ২;
১২ মাতারবাড়ি সুপার ক্রিটিক্যাল কোল ফায়ারড পাওয়ার প্রজেক্ট;
১৩ ক্রস বর্ডার রোড নেটওয়ার্ক ইমপরুভমেন্ট প্রজেক্ট (বাংলাদেশ);
১৪ গ্রেটার ঢাকা সাসটেইনেবল আরবান ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্ট (বিআরটি, গাজীপুর-এয়ারপোর্ট), ঢাকা;
১৫ ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে পিপিপি প্রজেক্ট;
১৬ মাল্টি-লেন কর্ণফুলি টানেল প্রজেক্ট;
১৭ ঢাকা-টঙ্গি-জয়দেবপুর থার্ড, ফোর্থ এন্ড ডুয়েল গেজ ডাবল লাইন প্রজেক্ট, বাংলাদেশ রেলওয়ে, ঢাকা;
১৮ কনস্ট্রাকশন অব খুলনা-মোংলা পোর্ট রেল লাইন প্রজেক্ট;
১৯ আখাউড়া-আগরতলা ডুয়েল গেজ রেলওয়ে লিংক প্রজেক্ট;
২০ রিহ্যাবিলিটেশন অব কুলাউড়া-শহবাজপুর সেকশন প্রজেক্ট;
২১ কনস্ট্রাকশন অব সিঙ্গেল লাইন ডুয়েল গেজ রেলওয়ে ট্র্যাক ফ্রম দোহাজারি টু গান্ডাম নিয়ার মায়ানমার;
২২ লাকসাম-আখাউড়া ডুয়েল গেজ ডাবল লাইন প্রজেক্ট;
২৩ অফিস অব দা চীফ সিগন্যাল এন্ড টেলিকমিউনিকেশন (ওয়েস্ট), বাংলাদেশ রেলওয়ে, রাজশাহী;
২৪ ৮ম বাংলাদেশ-চায়না ফ্রেন্ডশীপ ব্রিজ কনস্ট্রাকশন প্রজেক্ট, ঢাকা;
২৫ কনস্ট্রাকশন অব গান্ধবপুর ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্রজেক্ট;
২৬ ঢাকা এনভারমেন্টালি সাসটেইনেবল ওয়াটার সাপ্লাই প্রজেক্ট;
২৭ দাসেরকান্দি স্যুয়ারেজ ট্রিটমেন্ট প্লান্ট প্রজেক্ট;
২৮ ঢাকা ওয়াটার সাপ্লাই নেটওয়ার্ক ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট;
২৯ ওয়েল ফিল্ড কনস্ট্রাকশন প্রজেক্ট; এট তেতুলঝোঁড়া ভাকুর্তা এরিয়া অব সাভার উপজেলা (পার্ট-১);
৩০ কর্ণফুলি ওয়াটার সাপ্লাই প্রজেক্ট; (ফেজ- ২);
৩১ ভান্দাল ঝুড়ি ওয়াটার সাপ্লাই প্রজেক্ট;, চিটাগাং;
৩২ খুলনা ওয়াটার সাপ্লাই এন্ড স্যুয়ারেজ অথরিটি;
৩৩ প্রজেক্ট; কার্গো ফ্রম চট্টগ্রাম পোর্ট ফর কনস্ট্রাকশন অব ১৯.৪৮০ কি.মি. কোস্টাল এম্বাংকমেন্ট (সুপার ডাইক) ইন মীরসরাই;
৩৪ রূপপুর এনপিপি কনস্ট্রাকশন সাইট প্রজেক্ট;, ঈশ্বরদী, পাবনা;
৩৫ আপ-গ্রেডেশন অব রুরাল ইলেকট্রিসিটি ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম প্রজেক্ট;
৩৬ বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট লান্ডিং প্রজেক্ট;
৩৭ বাংলাদেশ-চায়না ফ্রেন্ডশীপ এক্সিবিশন সেন্টার প্রজেক্ট;

৩৮ ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ বিদ্যমান মিটার গেজ রেল লাইনের সমান্তরাল একটি ডুয়েল গেজ রেল লাইন প্রকল্প;
৩৯ বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প- ১ম পর্যায়;
৪০ ঢাকা ইলেকট্রিক সাপাই কোম্পানি লিমিটেড (DESCO);
৪১ বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানি লিমিটেড, দিনাজপুর;
৪২ সিদ্ধিরগঞ্জ ৩৩৫ মে. ও. কমবাইন্ড সাইকেল পাওয়ার পান্ট (EGCB);
৪৩ বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপোরেশন এন্ড প্রোডাকশন কোম্পানি লিমিটেড;
৪৪ নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লিমিটেড;
৪৫ ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (DPDC);
৪৬ বাংলাদেশ-ইন্ডিয়া ফ্রেন্ডশীপ পাওয়ার কোম্পানি (প্রাঃ) লিঃ;
৪৭ বাংলাদেশ-চায়না পাওয়ার কোম্পানি (প্রাঃ) লিঃ;
৪৮ ইস্টার্ণ রিফাইনারী লিমিটেড;
৪৯ এপিএসসিএল প্রজেক্ট- ৪৫০ মে.ও. (নর্থ);
৫০ পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি অব বাংলাদেশ লিমিটেড;
৫১ গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানি লিমিটেড (GTCL);
৫২ মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানি লিমিটেড;
৫৩ বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানি লিমিটেড;
৫৪ রুরাল পাওয়ার কোম্পানি লিমিটেড;
৫৫ ঢাকা ট্রান্সপোর্ট কো-অরডিনেশন অথরিটি;
৫৬ বি-আর পাওয়ারজেন লিমিটেড;
৫৭ কর্ণফুলি গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড;
৫৮ RPCL-Norinco INTL পাওয়ার লিমিটেড;
৫৯ তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড;
৬০ সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড।

মন্ত্রণালয়/দপ্তর/সংস্থা

৬১ নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়;
৬২ বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়;
৬৩ গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা শাখা- ৩, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা;
৬৪ বাংলাদেশ স্মল এন্ড কটেজ ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন (BSCIC);
৬৫ নৌ-পরিবহন অধিদপ্তর;
৬৬ দি সিকিউরিটি প্রিন্টিং কর্পোরেশন (বাংলাদেশ) লিঃ;
৬৭ বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন;
৬৮ বাংলাদেশ রুরাল ইলেকট্রিফিকেশন বোর্ড UREDS প্রজেক্ট;
৬৯ ঢাকা ট্রান্সপোর্ট কো-অরডিনেশন অথরিটি;
৭০ চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ;
৭১ হাউজিং এন্ড বিল্ডিং রিসার্চ ইনস্টিটিউট;
৭২ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড;
৭৩ ডেভেলপমেন্ট অব দ্যা ইনফ্রাস্ট্রাকচার ফর দ্যা ক্যাপাসিটি বিল্ড-আপ অব ন্যানো এন্ড ন্যানো-বায়ো টেকনোলজিক্যাল ল্যাবরেটরি এট ম্যাটারিয়ালস সায়েন্স ডিভিশন, এটোমিক এনার্জি সেন্টার, ঢাকা;
৭৪ বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড;
৭৫ ঢাকা রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা;
৭৬ আদমজী রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা;
৭৭ কুমিল্লা রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা;
৭৮ বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড;

বেসরকারীখাতে বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ

৭৯ ওরিয়ন পাওয়ার রূপসা লিমিটেড;
৮০ ওরিয়ন পাওয়ার সোনারগাঁ লিমিটেড;
৮১ ওরিয়ন পাওয়ার মেঘনাঘাট লিমিটেড;
৮২ নুতন বিদ্যুৎ বাংলাদেশ লিমিটেড;
৮৩ এইচডিএফসি সাইনপাওয়ার লিমিটেড;
৮৪ সামিট গাজীপুর-২ পাওয়ার লিঃ;
৮৫ সামিট মেঘনাঘাট পাওয়ার কোম্পানি লিঃ;
৮৬ সামিট বরিশাল পাওয়ার লিঃ;
৮৭ এসিই এ্যালায়েন্স পাওয়ার লিঃ;
৮৮ এগ্রিকো ইন্টারন্যাশনাল প্রজেক্টস লিঃ;
৮৯ একরন ইনফ্রাস্ট্রাকচার সার্ভিসেস ইউনিট-৩ লিঃ;
৯০ ফেনি লঙ্কা পাওয়ার লিঃ;
৯১ সেম্বক্রপ নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার কোম্পানি লিঃ;
৯২ বরিশাল ইলেকট্রিক পাওয়ার কোম্পানি লিঃ;
৯৩ দেশ এনার্জি চাঁদপুর পাওয়ার কোম্পানি লিঃ;
৯৪ বারাকা-পতেঙ্গা পাওয়ার লিঃ;
৯৫ পাওয়ার প্যাক মুতিয়ারা জামালপুর পাওয়ার পান্ট লিঃ;
৯৬ ইউনাইটেড ময়মনসিংহ পাওয়ার লিঃ;
৯৭ ইউনাইটেড আনোয়ারা পাওয়ার লিঃ;
৯৮ ইউনাইটেড জামালপুর পাওয়ার লিঃ;
৯৯ কনফিডেন্স পাওয়ার বগুড়া লিঃ;
১০০ জোডিয়াক পাওয়ার চিটাগাং লিঃ;
১০১ এস এস পাওয়ার লিঃ;
১০২ মানিকগঞ্জ পাওয়ার জেনারেশনস লিঃ;
১০৩ ভৈরব পাওয়ার লিঃ;
১০৪ কর্ণফুলি পাওয়ার লিঃ।

বেসরকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানসমূহ

১০৫ চায়না স্টেট কনস্ট্রাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং কর্পোরেশন (CSEC);
১০৬ সেভরন বাংলাদেশ বক- ১২, ১৩, ১৪ লিঃ;
১০৭ ওএনজিসি বিদেশ লিঃ (ONGC Videsh Ltd.);
১০৮ সামিট এলএনজি টার্মিনাল কোং (প্রাঃ) লিঃ;
১০৯ তাল্লো বাংলাদেশ লিঃ;
১১০ চায়না সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কনস্ট্রাকশন;
১১১ মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিঃ;
১১২ এক্সিলারেট এনার্জি বাংলাদেশ লিঃ;
১১৩ ড্রেজিং এন্ড মেইন্টেনেন্স অব একসেস চ্যানেলস, টার্নিং বেসিনস এন্ড এ্যাংকরেজ এন্ড বের্থিং এরিয়াস ফর পোর্ট;
১১৪ কর্ণফুলি গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিঃ;
১১৫ ডিএইচএল গোবাল ফরোয়ার্ডিং (বাংলাদেশ) লিঃ;
১১৬ চায়না কমিউনিকেশনস কনস্ট্রাকশন কোং লিঃ;
১১৭ হুয়াই টেকনোলজিস (বাংলাদেশ) লিঃ;
১১৮ বাংলা ট্রাক লিমিটেড;
১১৯ কর্ণফুলি ফার্টিলাইজার কোম্পানি লিঃ;
১২০ মেঘনা পিভিসি লিমিটেড;
১২১ জিই হেলথকেয়ার;
১২২ পায়রা ড্রেজিং কোম্পানি লিঃ;
১২৩ স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়া;
১২৪ রূপালী ব্যাংক লিঃ;
১২৫ জনতা ব্যাংক লিঃ;
১২৬ দি প্রিমিয়ার ব্যাংক লিঃ;
১২৭ ডাচ-বাংলা ব্যাংক লিঃ;
১২৮ বাংলাদেশ এক্সপ্রেস কোং লিঃ;
১২৯ সিডিজেট গোবাল লজিস্টিকস লিঃ;
১৩০ সিমেন্স হেলথকেয়ার লিঃ

আইন ও বিধিসমূহ এর কপি

আমদানি ও রপ্তানি (নিয়ন্ত্রণ) আইন,১৯৫০

THE IMPORTS AND EXPORTS (CONTROL) ACT, 1950

(ACT NO. XXXIX OF 1950).

[19th April, 1950]

[1] [2] **An Act to [3][* * *] prohibit or control imports and exports.**

WHEREAS it is expedient to [4][* * *] prohibit, restrict or otherwise control imports into and exports from Bangladesh;

It is hereby enacted as follows:-

Short title, extent [5][and commencement]

1. (1) This Act may be called the Imports and Exports (Control) Act, 1950.

(2) It extends to the whole of Bangladesh.

(3) It shall come into force [6][at once].

Definitions

2. In this Act-

(a) "Chief Controller" means the officer appointed by the Government to perform the duties of Chief Controller of Imports and Exports under this Act;

(b) "Collector of Customs" means an officer appointed as such under [7][section 3] of the Customs Act, 1969 (IV of 1969); and

(c) "import" and "export" mean respectively bringing into, and taking out of, Bangladesh by sea, land or air.

Powers to prohibit or restrict imports and exports

3. (1) The Government may, by order published in the official Gazette and subject to such conditions and exceptions as may be made by or under the order, prohibit, restrict or otherwise control the import or export of goods of any specified description, or regulate generally all practices (including trade practices) and procedure connected with the import or export of such goods, and such order may provide for applications for licences under this Act, the evidences to be attached to such applications, the grant, use, transfer, sale or cancellation of such licences, and the form and manner in which and the periods within which appeals and applications for review or revision may be preferred and disposed of, and the charging of fees in respect of any such matter as may be provided in such order.

(2) No goods of the specified description shall be imported or exported except in accordance with the conditions of a licence to be issued by the Chief Controller or any other officer authorised in this behalf by the Government.

(3) All goods to which any order under sub-section (1) applies shall be deemed to be goods of which the import or export has been prohibited or restricted under section 16 of the Customs Act, 1969 (IV of 1969), and all the provisions of that Act shall have effect accordingly.

(4) Notwithstanding anything contained in the aforesaid Act the Government may, by order published in the official Gazette, prohibit, restrict or impose conditions on the clearance whether for home consumption or ware-housing or shipment abroad of any imported goods or class of goods.

Continuance of existing orders

4. All orders made under section 3 of the Imports and Exports (Control) Act, 1947, and in force immediately before the commencement of this Act, shall so far as they are not inconsistent with the provisions of this Act, continue in force and shall be deemed to have been made under this Act.

Prohibition to sell or purchase import licence

[8][4A. No person shall sell, purchase or otherwise deal in any import licence other than an import licence issued under the Export Bonus Scheme.

Explanation.- In this section "Export Bonus Scheme" means the scheme introduced by Government [9][* * *].

Prohibition regarding sale and transfer of goods by industrial consumer

4B. Except with the previous permission in writing of the Chief Controller or any other officer authorised in this behalf by the Government, no person who in his capacity as industrial consumer, imports any goods against a licence issued to him or, where no licence is required for the import of such goods by an industrial consumer, without any licence, shall sell or otherwise transfer such goods or use the goods for a purpose other than the purpose or purposes for which the licence was issued or such goods were imported.]

Penalty

5. If any person contravenes any provision of this Act or any order made or deemed to have been made under this Act or the rules made thereunder, or makes use of an import or export licence otherwise than in accordance with any condition in that behalf imposed under this Act, he shall without prejudice to any confiscation or penalty to which he may be liable under the provisions of the Customs Act, 1969 (IV of 1969), as applied by sub-section (3) of section 3 of this Act be punishable with imprisonment for a term which may extend to one year, or with fine, or with both.

Cognizance of offences	6. No court shall take cognizance of any offence punishable under section 5 except upon complaint in writing made,-
	(a) in the case of an offence which is punishable both under this Act or the rules made thereunder and also, whether by confiscation or otherwise, under the Customs Act, 1969 (IV of 1969), by a Collector of Customs or by an officer of Customs authorised in writing in this behalf by a Collector of Customs, or (b) in the case of any other offence by the Chief Controller or by an officer authorised by him in writing in this behalf;
	and no court inferior to that of a Magistrate of the first class shall try any such offence.
Savings	7. No order made or deemed to have been made under this Act shall be called in question in any court, and no suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against any person for anything in good faith done or intended to be done under this Act or any rules made there under or any order made or deemed to have been made there under.
Power to make rules	8. The Government may make rules not inconsistent with this Act for carrying out the purposes of this Act.
9 [10][Repealed]	9. [Repeal.- Repealed by section 2 and 1st Schedule of the Repealing and Amending Ordinance, 1965 (Ordinance No. X of 1965).]

[1] Throughout this Act, the word "Government" was substituted for the words "Central Government" by section 2 of the Imports and Exports (Control) (Amendment) Act, 1975 (Act No. XXII of 1975)

[2] Throughout this Act, the word "Bangladesh" was substituted for the word "Pakistan" by section 3 of the Imports and Exports (Control) (Amendment) Act, 1975 (Act No. XXII of 1975)

[3] The words "continue for a limited period powers to" were omitted by section 3 of the Imports and Exports (Control) (Amendment) Act, 1975 (Act No. XXII of 1975)

[4] The words "continue for a limited period powers to" were omitted by section 3 of the Imports and Exports (Control) (Amendment) Act, 1975 (Act No. XXII of 1975)

[5] The words "and commencement" were substituted for the comma and words", commencement and duration" by section 4 of the Imports and Exports (Control) (Amendment) Act, 1975 (Act No. XXII of 1975)

[6] The words "at once" were substituted for the words and comma "immediately, and shall remain in force for a period of twenty-five years" by section 4 of the Imports and Exports (Control) (Amendment) Act, 1975 (Act No. XXII of 1975)

[7] The word and figure "section 3" was substituted for the word and figure "section 2" by section 5 of the Imports and Exports (Control) (Amendment) Act, 1975 (Act No. XXII of 1975)

[8] Sections 4A and 4B were inserted by section 4 of the Imports and Exports (Control) (Amendment) Ordinance, 1962 (Ordinance No. XXIX of 1962)

[9] The words "of Pakistan" were omitted by section 6 of the Imports and Exports (Control) (Amendment) Act, 1975 (Act No. XXII of 1975)

[10] The words "at once" were substituted for the words and comma "immediately, and shall remain in force for a period of twenty-five years" by section 4 of the Imports and Exports (Control) (Amendment) Act, 1975 (Act No. XXII of 1975)

Copyright©2008, Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs

আমদানি, রপ্তানি, ইন্ডেন্টরস রেজিস্ট্রেশন অর্ডার, ১৯৮১

THE BANGLADESH GAZETTE, EXTRA, OCTOBER 26, 1981

THE IMPORTERS, EXPORTERS AND INDENTORS (REGISTRATION) ORDER, 1981.

ORDER

Dacca, the 22nd October, 1981

No. S.R.0. 346-L/81.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Imports and Exports (Control) Act, 1950 . (XXXIX of 1950); the Government is pleased to make the following Order, namely:—

1. Short title and commencement.--(1) This Order may be called the Importers, Exporters and Indentors (Registration) Order, 1981.

(2) It shall come into force at once,

2. Definitions.—In this Order, unless there is anything repugnant in the subject or context,

(a) "Act" means the Importers and Exporters (Control) Act, 1950 (XXXIX of 1950);

(b) "actual user" means a person, group of persons, institution, body or organization to whom an import licence is issued by the licensing authority for import of an item for the actual use or consumption by such person, group or persons, institution, body or organization;

(c) "branch" means a subsidiary of a firm engaged in import or export business in Bangladesh;

(d) "family" means a husband and a wife dependent on him or a wife and a husband dependent on her and includes minor children – and other dependents;

(e) "foreign firm" means a firm the controlling share or interest or management of which is held by person or persons who are not nationals of Bangladesh;

(f) "importers" and "exporters" means a firm or a branch of a firm, institution, body, organisation or person or group of persons desiring to import or export or engaged in importing or exporting goods into, or from, Bangladesh;

(g) "indentor" means a firm, institution, body, organization, person or group of persons registered as an indentor and holding sole agency; dealership or distribution right from a supplier abroad;

(h) "industrial consumer" means a recognised industrial unit registered as an importer;

(i) "licensing authority" means the Chief Controller of Imports and Exports and includes any other officer authorised under sub- section (2) of section 3 of the Act to issue license, permit or registration certificate;

(J) "partnership" and "private company" have the meaning assigned to them in the Partnership Act, 1932, and the Companies Act, 1913, respectively;

(k) "proprietory firm" means an organization for purpose of trade owned by one individual;

(l) "registration" means registration under this Order, and "registered" shall be construed accordingly.

3. (1) No indentor, importer or exporter who has not been granted registration by the Chief Controller shall issue indent, import or export any goods into, or out of Bangladesh.

(2) No exporter shall export any exportable commodity notified by the Government in the official Gazette. unless he fulfils such conditions as may be imposed by the Government in that behalf and is registered specifically as an exporter of such commodity,

(3) No registered firm or branch shall be eligible to apply for import or export licences to an office of a licensing authority other than that indicated in the official Gazette or Public Notice issued by the Chief Controller inviting applications for such licences from time to time,

4. No indentor, importer or exporter shall be entitled to registration as of right and registration may be refused or if granted, may be suspended or cancelled, for any of the following reasons, namely:—

(a) for contravening or failing to comply with any provision of this Order;

(b) for contravening or failing to comply with any regulation relating to import export or foreign exchange control;

(c) for under-invoicing or over-invoicing the value of imports or exports;

(d) for purchasing, selling, transferring or violating the conditions of an import or export licence or an authorisation issued to him by the Chief Controller or any other officer authorised in this behalf;

(e) for obtaining or attempting to obtain any such licence or permits or authorisation by fraudulent means;

(f) for evading payment of dues to the Government in connection with import or export;

(g) for committing any practice relating to trades commerce and industry which, in the opinion of the Government is detrimental to the public interest;

(h) for committing breach of any order of the Government regarding price or distribution of imported goods; or quality, standards and prices of exported goods;

(i) for conviction in a court of law for an offence relating to trade commerce or industry;

(j) for non-possession of real assets in Bangladesh to the extent considered adequate by the Government;

(k) for refusal to issue indent or charging any money other than normal commission accepted by the licensing authority and the Bangladesh Bank for issuing any indent or for any other mal-practice relating to issue of indent;

(l) for non-existence of the indentor, importer or exporter, as the case may be, at its declared or registered place,

(m) for non-utilisation of the importer's share of import or import licence;

(n) for mis declaration of any material fact in connection with the import, export and indenting trade;

(o) for not being a member of a chamber of commerce and industry or a trade association duly licensed by me Government under the Trade Organisation Ordinance, 1961 (XLV of 1961), to represent any trade, commerce or industry;

(p) for non-submission by registered indentors of documents to Bangladesh Bank in terms or section 18A of the Foreign Exchange Regulation Act, 1947 (VII of 1947),

5. If Registration is refused, suspended or cancelled, the reasons for refusal, suspension or cancellation shall be communicated by the Chief Controller to the indentor, importer or exporter concerned, who may, within one month of the date of receipt of the communication or publication of the order, as the case may be, make an application for review to the licensing authority concerned under the provision of the Review, Appeal and Revision Order, 1977.

6. The Chief Controller may at any time require a registered indentor, importer or exporter applying for registration, to furnish, in the manner prescribed by the Chief Controller, such evidence or information as Chief Controller may deem necessary for the purpose of this Order, including evidence and information relating to the organisation and conduct of the business, financial transactions made and trade practices adopted by the importer, exporter or indentor relating to import and export of goods and the class and nature of the goods imported or exported or indented or intended to be imported or exported.

7. The Chief Controller may direct a Gazetted Officer authorised by him in this behalf to inspect all documents, books and accounts relating to the import or export of goods and the premises of any importer, exporter or indentor applying for registration,

8. After the Chief Controller has examined such evidence or information as may be available to him or as may have been called for by him under paragraph 6, he may grant registration and issue a certificate in the prescribed form or, for reasons to be recorded in writing, may refuse registration or suspend or cancel registration if the importer or exporter or indentor is already registered.

9. Without prejudice to the generality of the power conferred upon him by paragraph 8,-

(a) If the evidence or the information supplied by any importer, exporter or indentor under paragraph 6 is found to be incorrect in any material respect, the Chief Controller may refuse registration or, where registration has already been granted, suspend or cancel the same after recording his reasons for such refusal, suspension or cancellation which shall be communicated to the importer, exporter or indentor concerned;

(b) If an importer exporter or indentor registered or applying for registration does not permit any officer duty authorized under paragraph 7 to inspect the documents, books and accounts relating to the import or export of goods and his premises, the Chief Controller may suspend, cancel or, as the case may be, refuse the registration.

10. The Chief Controller may exempt any indentor, importer or exporter or any class or category of indentors, importers or exporters or any class or category of indentors, importers or exporters from all or any of the provisions of this Order and such exemptions may, if the Chief Controller so thinks fit, be granted subject to such conditions or for such period as specified by him in writing.

11. Lists of the names, classes or categories of indentors, importers or exporters who have been granted registration and of persons whose registration has been cancelled shall be announced through public notice and published from time to time in the official Gazette,

12. In the case of propietory firms—

(a) where a proprietor has more than one firm, or

(b) where the proprietors of two or more proprietory firms are members of a family, or

(c) where the proprietor of a proprietory firms is a shareholder in a partnership firm whose partners are members of his family, only one of the firms shall be registered.

13. In case of partnership firms—

(a) where the partners of two or more firms are members of the same family?

(b) where two or more firms have the same set of partners, only one of the firms shall be registered.

14. Where-

(a) the shareholder of two or more private companies are members of the same family, or

(b) two or more private companies have the same shareholders only one of the companies shall be registered.

15. No firms which holds the managing agency of another firm shall in respect of the goods managed, be granted registration, but nothing in this paragraph shall prevent a firm holding a managing agency from being registered if such firm is otherwise eligible for registration.

16. Where under the provisions of paragraph 12, 13 or 14 one firm or company is granted registration to the exclusion of other firms or companies belonging to the same proprietor or proprietors, partners or shareholders the past performance, if any of the firms or companies so excluded shall be set down, item by item, to the firm or company registered.

17. The provisions of paragraph 12, 13 and 14 shall not apply to cases in which it is shown that separate firms or, as the case may be, companies exist for importing or exporting different Kinds, categories or make of goods which in the opinion of the Chief Controller, cannot for any special commercial or industrial reasons be grouped together for import or export by a single firm or company.

18. The disabilities imposed by clause (b) of paragraph 12; clause (a) of paragraph 13 and clause (a) of paragraph 14 shall not apply to a husband or wife who has established an independent business and paid income-tax before marriage or to a member

of a family who has established an independent business and paid income-tax before joining the family.

19. No foreign firm shall be registered as an indentor, importer or exporter which has not been registered as a company in Bangladesh under the Companies Act, 1913. or which has not a place of business in Bangladesh1 and has not complied with the requirements of section 277 of the said Act.

20. (1) Except in special cases where it is shown to the satisfaction of the Government that it is necessary to depart from the percentages herein after prescribed, no foreign firm shall be registered or continue as registered as an indentor, importer or exporter unless at least 50% (fifty per cent) of its officers in each class, having more than one officer in each of the superior, executive and managerial classes, and at least 75% - (seventy-five per cent) of its staff in other classes are nationals of Bangladesh, and unless the terms of service in any class in respect of pay, allowances, privileges and the like matters are the same for all employees irrespective of their nationality:

Provided that no foreign firm established at the commencement of this Order as an identor, importer or exporter shall be debarred from registration under sub-paragraph (1) by reasons only that the number of Bangladeshi nationals employed by it does not fulfill the percentage therein prescribed, but its registration shall be liable to be cancelled unless the prescribed percentage is reached in each class, all vacancies occurring in that class are filled by nationals of Bangladesh and the prescribed percentage is maintained in each class once it has been reached;

(2) In no case shall the term of employment of a foreign national employed in any class by such firm after the commencement of this Order be deemed to extend beyond the date the foreign national completes the age of 57 years or in the case of a foreign national employed by such firm on contract for a limited term, beyond the date of termination of the term current at the commencement of the Order:

Provided that such limited term may be renewed if it is proved to the satisfaction of the Government that the original contract contained a provision for such renewal,

(3) The Government may, for the purpose of implementing the provisions of this paragraph, direct, at any time, a foreign firm registered under this Order either as an indentor, importer or exporter to furnish such documents or information relating to the firm as the Government may require.

(4) If a foreign firm registered under this Order as an indentor on the basis of single-agency agreement with a foreign supplier either as an agent of its principal or an agent of its associate desires to enter into any additional agency agreement with any other foreign supplier for the purpose of doing indenting business in Bangladesh, it shall have to obtain prior permission from the Chief Controller for inclusion in its indenting registration certificate of the name of every such additional foreign supplier

(5) The Government may, if it considers necessary in the public interest so to do, fix the number of agencies to be held by a foreign or foreign controlled firm for the purpose of carrying on indenting business in Bangladesh.

21. (1) Every importer, every exporter and every indentor applying for registration or renewal of registration shall pay fees as follows:—

(a) importers :

	Registration fees.	Renewal fees
	Taka	Taka
(i) Commercial	400.00	400.00
(ii) Industrial	500.00	500.00
(b) Exporters	150.00	25.00
(c) Indentors	2,000.00	2,000.00

(2) Fees shall be paid in the Bangladesh Bank or in the Government treasury or in Sonali Bank under the Head "XL VI—Misc—Fees realised under Imports and Exports (Control) Act, 1950" and the original copy of receipted bank certificate or treasury chalan, as the case may be, shall be submitted or forwarded to the nominated bank for endorsement on the pass book or Import Registration Certificate where there is no pass book and in respect of indentor or exporter to the respective licensing offices of the Chief Controller through the nominated bank-

(3) The first annual fees shall be paid along with the registration fee and the annual fee for every subsequent year shall be paid by the 31st December in the year preceding the year in respect of which the renewal of registration is applied for and the original copy of receipted bank certificate or treasury chalan as the case may be, shall be submitted so as to reach the respective licensing authority stated above not later than 31st January unless otherwise notified.

22. The Registration (Importers and Exporters) Order,1952, is hereby repealed.

By order of the President
M. M. SIDDIQULLAH
Joint Secretary.

Printed by the Officer-in-charge, Bangladesh Government Press, Dacca. Published by the Assistant Controller-in-charge, Bangladesh Forms & Publications Office. Dhaka.

Registered No. DA-I

The Bangladesh Gazette
Extraordinary
Published by Authority
MONDAY, OCTOBER 10, 1977

GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH
MINISTRY OF COMMERCE
NOTIFICATION.
Dacca, the 10th October, 1977.

No. S.R.O. 313-L/77.- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Imports and Exports (Control) Act. 1950 (XXXIX) of 1950) and in supersession of the Review, Appeal and Revision Order, 1957, the Government is pleased to make the following Order, namely :-

THE REVIEW, APPEAL AND REVISION ORDER 1977.

1. This Order may be called the Review, Appeal and Revision Order 1977.
2. In this Order, unless there is anything repugnant in the subject of context,-

(a) "appeal" means-

(i) in the case of an application by a party aggrieved by an order passed in review by a licensing authority other than the Chief Controller of Imports and Exports, consideration thereof by the Chief Controller of Imports and Exports; and
(ii) in the case of an application by a party aggrieved by an order passed in review by the Chief Controller of Imports and Exports, consideration thereof by the Secretary to the Government in the Ministry of Commerce.

(b) "Licensing authority" means the Chief Controller of Imports Exports, Controller of Imports and Exports, Dacca, Controller of Imports and Exports, Chittagong, Joint Controller of Imports and Exports, Rajshahi, as the case may be;
(c) "Party" means a company or firm or a branch thereof, institution, body organization, person or group of persons, applying in the manner prescribed by any order or rules made under the Imports & Exports Control Act., 1950 (XXXIX of 1950), to import goods into, or export goods out of Bangladesh;
(d) "review" means :

(i) in the case of an application for an import or export licence or permit, or revalidation of an import or export licence or permit or enhancement of categories or change of item or category, reconsideration by the same licensing authority of an order passed by it; and
(ii) In the case of an application for a ruling on the Import Trade Control Classification, reconsideration by the Chief Controller of Imports and Exports of an order passed by him;
(e) "Revision" means consideration by the Secretary to the Government in the Ministry of Commerce of an order passed in appeal by the Chief Controller of Imports and Exports.

3. Review- (1) After an order on an application for an import or export license or permit, or revalidation of an import or export licence or permit or enhancement of categories or change of item or category has been communicated or published, the party may, within one month of the

date of the receipt of the communication or publication of the order as the case may be, make an application for review to the licencensing authority concerned.

(2) After an order on an application for a ruling relating to the Import Trade Control Classification has been communicated or published by the Chief Controller of Imports and Exports, the party amy within one month of the date of the receipt of the communication or publication of the order, as the case may be, make an application for review to the Chief Controller of Imports and Exports.

4. Appeal (1) After an order in review under sub-clause (1) of clause 3 has been communicated or published, the party may, within one month or the date of receipt of the communication or publication of the order, as the case may be, make an appeal to the Chief Controller of Imports and Exports.

(2) After an order in review under sub-clause (2) of clause 3 has been communicated or published, the party may, within one month of the date of the receipt of the communication or publication of the order, as the case may be, make an appeal to the Secretary to the Government in the Ministry of Commerce.

5. Revision:- After an order in appeal under sub-clause (1) of clause 2 has been communicated or published, the party may, within one month from the date of the receipt of the communication or publication of the order, as the case may be, make an application for revision to the Secretary to the Government in the Ministry of Commerce.

6. Remedy in case of delay in disposing of review and appeal petition. If no order is passed by the licensing authority concerned on the application for review made under clause 3 or appeal preferred under sub-clause (1) of clause 4 within three months from the date of receipt of the application or the memorandum of appeal, the party may make an appeal or an application for revision, as the case may be, to the authority concerned in accordance within provisions of this Order.

7. Procedure to be followed in making application for review, etc. No application for review or revision and no appeal shall be considered unless make in accordance with the procedure specified in the preceding clauses.

Provided that an application for review or revision or an appeal may be entertained for consideration after the expiry of the period specified for the purpose if such application or appeal is filed within three months after such expiry and the authority concerned is satisfied that the delay was caused by circumstances beyond the control of the applicant or the appellant, as the case may be, and if the authority concerned entertains the application or the appeal, it shall record in writing the reasons for such entertainment.

8. Parties to be heard:- No order in review, appeal or revision shall be made without giving the party an opportunity of being heard unless, for reasons to be recorded in writing, the reviewing appellate or revising authority considers giving of such opportunity un-necessary.

9. Fees to be paid:- (1) Every application for review or revision and every appeal shall be accompanied with a Treasury Challan in the original showing payment of the necessary fees specified below:-

(a) fees for review ----------	Taka. 50.00
(b) fees for appeal ----------	Taka. 100.00
(c) fees for revision ----------	Taka. 200.00

(2) The amount of fees specified in sub-clause (1) shall be credited under the head "XLVI- Miscellaneous Fees realized under the Imports and Exports (Control) Act, 1950."

10. Savings:- All applications for review or revision and all appeals pending on the commencement of this Order with a licensing authority or with the Secretary to the Government in the Ministry of Commerce shall be disposed or by such licensing authority or Secretary, as the case may be, as if this Order had not come into force.

By order of the President
Md. MAFIZUR RAHMAN
Deputy Secretary.

Printed by the Officer-in-charge, Bangladesh Government Press, Dacca.
Published by the Assistant Controller-in-charge, Bangladesh Forms & Publications Office. Dhaka.

সিসিআই-এন্ডই -এর সেবা -এখন অনলাইনে

আপনি যদি আমদানিকারক, রপ্তানিকারক বা ইন্ডেন্টিং অর্জিস রপ্তানিকারক হিসেবে প্রথমবারের মত নিজেকে নিবন্ধিত করতে চান, তবে

আপনি আপনার নিজ/প্রতিষ্ঠানের নামে একটি নতুন 'ওএলএম একাউন্ট/আইডি' খুলুন এবং ঐ একাউন্ট / আইডি-তে ঢুকে ড্যাশবোর্ড থেকে **'আইআরসি'** বা **'ইআরসি'** অপসনে গিয়ে নির্ধারিত ফর্ম পুরণ করে এবং প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টস এর স্ক্যান কপি আপলোড করে সাবমিট করুন।

আপনি যদি আমদানিকারক, রপ্তানিকারক বা ইন্ডেন্টিং অর্জিস রপ্তানিকারক হিসেবে গত বছর (২০১৯–২০২০) ও-এল-এম সিস্টেমে 'রি–রেজিস্ট্রেশন' করে সনদ নিয়ে থাকেন, অথবা আপনি যদি গত বছর (২০১৯–২০২০) নতুন আমদানিকারক, রপ্তানিকারক বা ইন্ডেন্টিং অর্জিস রপ্তানিকারক হিসেবে ও-এল-এম সিস্টেমের মাধ্যমে প্রথমবারের মত সনদ নিয়ে থাকেন, তাহলে ––

আপনি গোপনীয় পাসওয়ার্ড ও ই-মেইল এড্রেস লিখে আপনার 'ওএলএম একাউন্ট'এ লগ-ইন করুন এবং ড্যাশবোর্ড থেকে **'রিনিউ'** অপসনে গিয়ে নির্ধারিত ফরম পুরণ করে প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টস এর স্ক্যান কপি আপলোড করে দাখিল করুন।

আপনি যদি আমদানিকারক, রপ্তানিকারক বা ইন্ডেন্টিং অর্জিস রপ্তানিকারক হিসেবে পূর্ব হতে নিবন্ধিত, কিন্তু গত বছর 'রি–রেজিস্ট্রেশন' করেননি অর্থাৎ ও-এল-এম সিস্টেমে যুক্ত হননি, তাহলে

আপনি একটি নতুন 'ওএলএম একাউন্ট/আইডি' খুলে **'রি-রেজিস্ট্রেশন'** অপসনে গিয়ে ফর্ম পুরণ করে প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টস এর স্ক্যান কপি আপলোড করে দাখিল করুন এবং আবেদনের প্রিন্টেড কপিসহ অরিজিনাল সনদ ও পুরাতন নবায়ন বইটি সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক অফিসে জমা দিন।

আপনি যদি আমদানিকারক, রপ্তানিকারক বা ইন্ডেন্টিং অর্জিস রপ্তানিকারক হিসেবে গত বছর (২০১৯–২০২০) ও-এল-এম সিস্টেমে আবেদন করেও অদ্যাবধি সনদ না পেয়ে থাকেন, তাহলে ---

আপনার নিবন্ধন আবেদনে ডকুমেন্টস স্বল্পতা বা তথ্যগত বিষয়ে অত্র অফিসের পাঠানো এসএমএস/মেসেজের আলোকে অনলাইনে নির্দেশমতে ডকুমেন্টস (স্ক্যান কপি) আপলোড করুন ও জবাব দিন। আপনার একাউন্ট/ আইডি-তে ঢুকে ট্র্যাকিং করে আবেদনের অবস্থান জেনে নিন এবং প্রয়োজনে প্রধান নিয়ন্ত্রক/ সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কর্মকর্তার সাথে টেলিফোন/ই-মেইলে যোগাযোগ করুন। অতপর গত বছরের নিবন্ধন আবেদনের প্রেক্ষিতে 'সনদ' গ্রহণ করুন।

তারপর ২০২০-২১ অর্থ বছরের নবায়নের জন্য আপনার 'ওএলএম একাউন্ট'এ ঢুকে **'রিনিউ'** অপসন থেকে নির্ধারিত ফর্ম পূরণ করে চালানসহ প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টস এর স্ক্যান কপি আপলোড করে দাখিল করুন।

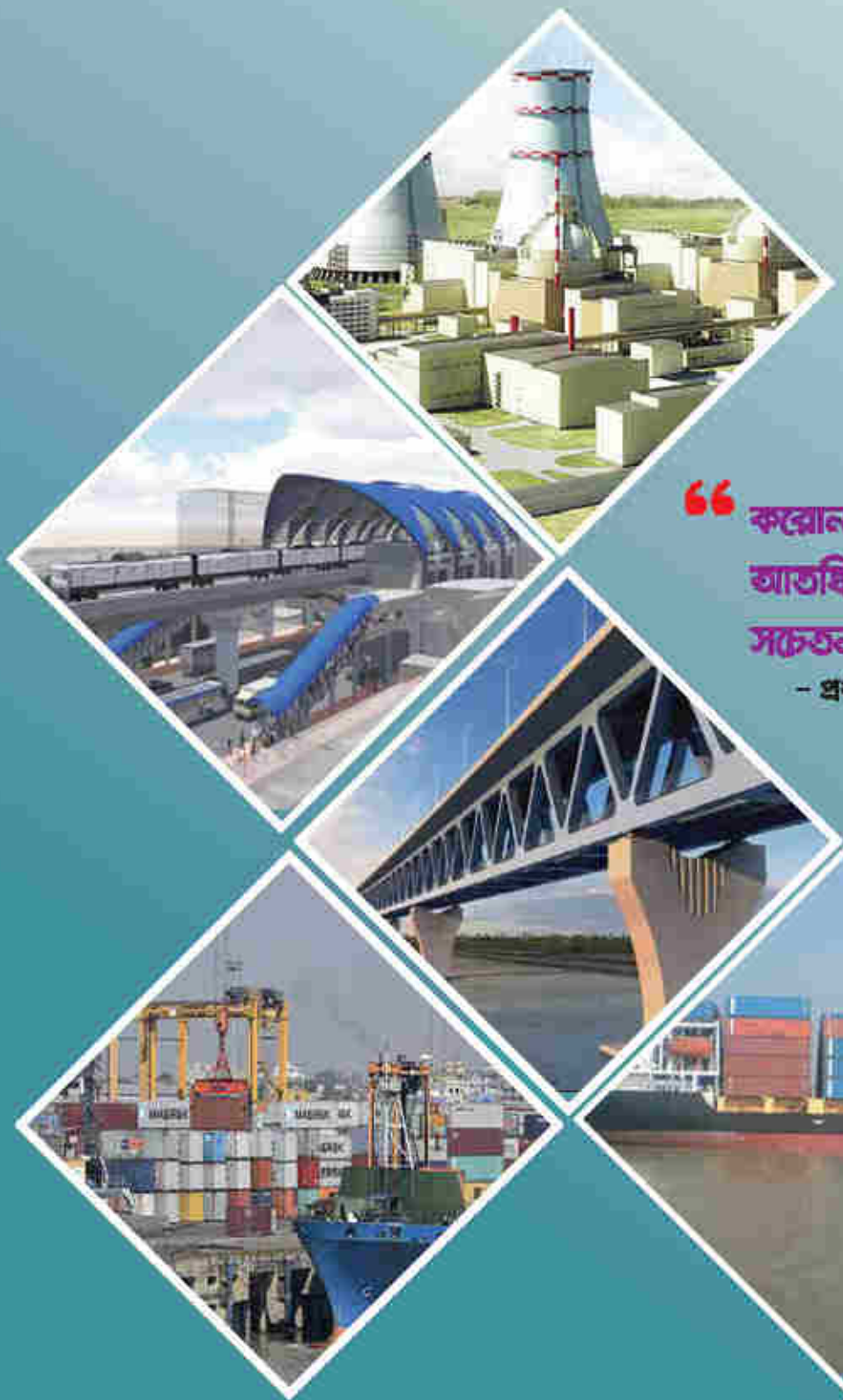

“করোনা নিয়ে
আতঙ্কিত নয়
সচেতন থাকুন
– প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ”